

আমি অফ দাজ্জাল ধর্ম এবং অন্যান্য

(৪র্থ খন্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ

আমি অফ দাজ্জাল

ধর্ম এবং অন্যান্য

(৪র্থ খণ্ড)

সংকলন ও সম্পাদনা: রুহ মাহমুদ

ভূমিকা:

আর্মি অফ দাজ্জালের ১ম, ২য় এবং ৩য় খন্ডের পর ৪র্থ খন্ড আপনাদের সামনে হাজির করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। বরাবরে মতো এটিও সংকলিত। অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি সংকলন করে পাঠের উপযোগী করে আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করেছি। আমার নিজেরও কিছু লিখা আছে। তবুও আমি এটাকে সংকলিতই বলবো। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে একাই এটা বানিয়েছি, সুতরাং ভুল ত্রুটি থাকাটা খুব স্বাভাবিক। ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

এই পিডিএফ টিতে দুটি অধ্যায় করেছি। একটিতে দাজ্জালি ধর্মের আলোচনা রেখেছি। আরেকটিতে বিভিন্ন বিষয়কে একসাথে করেছি। তাই নির্দিষ্ট কোনো টাইটেল দিতে পারিনি। অন্যান্য হিসেবে রেখেছি। যারা পূর্বের ৩ খন্ড পড়েননি। তারা নিচের লিংক থেকে পড়ে নিতে পারেন।

(আর্মি অফ দাজ্জাল) ১ম - ৩য় খন্ডের লিংক একসাথে:

https://elmpukur.blogspot.com/2021/05/blog-post_19.html

-ROOH MAAHMOOD-

সূচিপত্র:

(অধ্যায় - ১) দাজ্জালের একক ধর্ম বা মানবধর্ম:

কোয়ান্টাম ম্যাথড:

কোয়ান্টাম ম্যাথড এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন:

Chakra, Third Eye এবং Yoga মেডিটেশন (যোগধ্যান):

কোয়ান্টাম ম্যাথড--ধ্যান এবং কিছু না বলা কথা:

বাংলাদেশে **One World Religion** এর প্রসারে আছে যাদের
পৃষ্ঠপোষকতা:

ল' অব এট্রাকশন: (Law of attraction)

বাংলাদেশে **law of attraction** এর প্রচারকারীরা:

‘তাও’ মেডিটেশন ও জুডো-কারাতের অতিপ্রাকৃত সংশ্লিষ্টতা:

(অধ্যায়-২) অন্যান্য:

টাকায় কেন লেখা থাকে ‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’
& দাজ্জালি ফেতনা:

জীন ও বিজ্ঞান (মানুষ জ্বিনদের দিয়ে বাতি জ্বালায়, কম্পিউটার চালায়,
প্রোগ্রামিং করে)

নিউরোলিংক চিপ'' আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে:

ফার্মিস প্যারাডক্স→ এলিয়েনিজম→ ট্রান্সেনশন হাইপোথেসিস:

ফ্লাসলাইট জ্বালিয়ে নবজাতকের ছবি তোলা থেকে বিরত থাকুন:

মিচিও কাকুর (কাববালিস্ট) এসব অদ্ভুত চিন্তা কার দ্বারা প্রভাবিত:

সত্যিই কি কাউকে হিপনোটাইজ করা সম্ভব?

Near Death Experience (NDE) / মৃত্যুর খুব কাছে:

সুশান্তের আত্মার’ সঙ্গে কথোপকথন ও ভিডিও রেকর্ড; (দাবি গবেষকের):

মানসিক ক্ষমতা / **Psychic Ability (magic):**

এ্যাডভান্স হাইপারডাইমেনশনাল ফিজিক্সে এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন:

নিজের সাথে প্রতারণা করছেন না তো?

আমাদের দেশে এই সময়টাতে নাস্তিকদের যেমন প্রভাব আধিপত্য দেখা

যাচ্ছে, সেটা খুব বেশিদিন কিন্তু থাকবে না।

(অধ্যায় - ১) দাজ্জালের একক ধর্ম বা মানবধর্ম:

বিগত পর্ব গুলোয় আমরা দাজ্জালের নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সম্পর্কে জেনেছি।



THE NEW WORLD ORDER

এই অধ্যায়ে আমরা নিউ ওয়ার্ল্ড রিলিজেন অর্থাৎ একক বৈশ্বিক ধর্ম বা দাজ্জালি মানব ধর্ম সম্পর্কে জানবো ইনশাআল্লাহ।

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের কাছাকাছি সময়ে সব ধর্মকে উঠিয়ে দেয়া হবে। বা সকল ধর্মের সংমিশ্রনে নতুন একটি ধর্মের প্রবর্তন হবে। দাজ্জাল প্রথমে নিজেকে সেই ধর্মের নবী হিসেবে দাবি করবে। তারপর খোদা হিসেবে তাকে মেনে নেয়ার জন্য পুরো মানব সভ্যতাকে আহবান করবে। যে তার এই ধর্মকে মেনে নিবে তাকে সে তার জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে মানবে না তাকে দাজ্জালি জাহান্নামে।

এজন্য এখন থেকেই দাজ্জালের অনুসারীরা বিভিন্ন ভাবে সেই ধর্মকে প্রমোট করছে। বর্তমানে তারা এই ধর্মের নাম দিয়েছে, মানব ধর্ম।



তারা পৃথিবী থেকে সকল ধর্মকে উৎখাত করে মানব ধর্মের নাম দাজ্জালি ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অনেকেই না বুঝে তাদের এই ফাঁদে পা দিয়ে ঈমান হারাচ্ছে। আশা করি এই অধ্যায়ের দ্বারা সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই আমরা দাজ্জালের সবচেয়ে বড় ফাঁদ কোয়ান্টম মেথড নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ এটা সারা বিশ্বে সক্রিয়। এমনকি বাংলাদেশেও খুব মজবুত ভাবে কাজ করছে।

কোয়ান্টাম মেথড কে অনেকেই ইসলামের সাথে মিলিয়ে গুলিয়ে ফেলেন আবার সেভাবে প্রচারও করেন। ইনশাআল্লাহ তাদের এই ভুল ধারণা এই অধ্যায়ের দ্বারা ভেঙে যাবে।



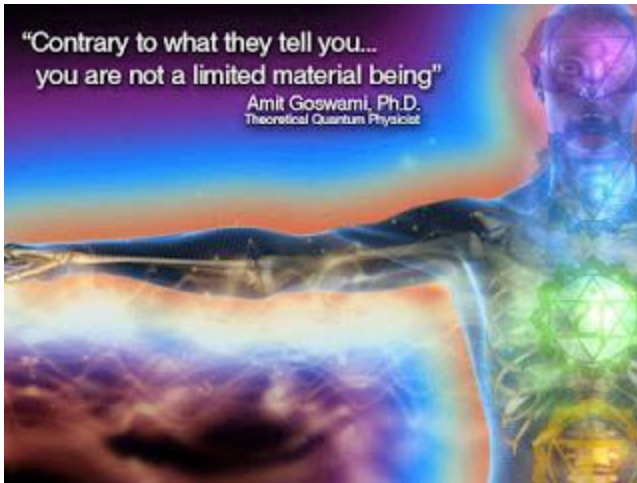
কোয়ান্টাম ম্যাথড:

আমরা অনেকে মনে করি বাংলাদেশের প্রচলিত কোয়ান্টাম ম্যাথড হয়ত কোয়ান্টাম ফিজিক্সের নাম ভাঙ্গিয়ে ব্যবসায় করছে। আমরা মনে করি এর সাথে সাইন্সের এই এডভান্স মেকানিক্সের কোন সম্পর্ক নেই। যারা এরকমটা ভাবেন, তারা ঐভাবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যপারে জানেন না যে বিজ্ঞানীদের হাত ধরে এর আগমন এবং যাদের দ্বারা এই ফিজিক্সের প্রতিষ্ঠা। তারা এর অরিজিনের ব্যপারে একদমই অজ্ঞ। অন্ধভাবে একে পবিত্র জ্ঞান হিসেবেই শ্রদ্ধা করে। এমনও দেখেছি এদের কতক ইসলামের সাথেও এই ফিজিক্সকে কম্প্যাটিবল বানাতে চেষ্টা করে।

কোয়ান্টাম ম্যাথড এসেছে কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম থেকে।

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quantum_mysticism

যাহোক আজ কোয়ান্টাম ম্যাথড তথা কোয়ান্টাম মিস্টিসিজমে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারণা সম্পর্কে জানব। সাব এটমিক লেভেলে সবকিছুই এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি আর ভাইব্রেশন। ম্যাটারের অস্তিত্ব নেই। কোয়ান্টামের জনক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক তাই বলতেন। এই কনসেপ্ট এসেছে বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্র থেকে যে রিয়েলিটি হলো মায়া বা ইল্যুশন। এজন্য সাবএটমিক লেভেলে সবাই এক। এক ভালবাসার ডোরে বাধা। এজন্য আধ্যাত্মবাদীরা প্রশ্ন তোলে 'এক অস্তিত্বের মধ্যে কেন এত সংঘাত'(!)? এজন্য সংঘাতের সকল ধর্ম বিশ্বাসের শিকল ভেঙ্গে ইনফিনিট কনসাসনেসের সাথে নিজেকে একাকার করে প্রকৃতির অপার ভালবাসা অনুভব করতে ধ্যান ও যোগ সাধনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। হিউম্যান কনসাসনেস এর মৃত্যু নেই, মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম রিইনকারনেশন হয়।



কোয়ান্টাম তত্ত্বানুযায়ী সৃষ্টি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব এক। আমরাই ঈশ্বর। রিয়েলিটির কোক্রিয়েটর আমরা এবং কস্মিক কনসাসনেস নিজেই। 'আল্লাহ' বলে বাইরের কেউ

নেই। সোজা কথা- সর্বেশ্বরবাদ বা প্যাংহাইজম। এজন্য কোয়ান্টাম ম্যাথডে ধ্যানের সময় নিজেকে অসীম শক্তির আধার ভাবতে বলা হয়। ধ্যানের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। একে বলা হয় অল্টারড স্টেট অব কনসাসনেস। পশ্চিমে বিভিন্ন সাইকোডেলিক ড্রাগও এই স্বর্গীয় অনুভূতির জন্য ব্যবহার করা হয়। চেতনার এই পর্যায়ে মানুষ ভিন্ন ডাইমেনশনে ভ্রমণ করে, সেখানে স্পিরিট বিং (ইসলামে শয়তান, জ্বীন বলে) দের সাক্ষাৎ ও অশির্বাদও গ্রহণ করে ইয়োগীরা। সার্নের (CERN) ফিজিসিস্ট জন হাগেলিনও বর্তমানে এই মতাদর্শকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ এবং পালন করেন। তিনি এখন মহাঋষি মহাযোগী প্রতিষ্ঠানে ব্যস্ত।



বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় অকাল্ট (যাদুবিদ্যা) মতবাদ বা মিস্টিসিজমকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে, কোথাও রেইকি, কোথাও ইয়োগা, কোথাও কোয়ান্টাম ম্যাথড, কোথাও ইস্কন, আনন্দমর্গ, ব্রহ্মকুমারী, নিউএজ ইত্যাদি। একটি গ্লোবাল ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন

তৈরি করার মিশন নিয়ে পথ চলা। পুরাতন ধর্মগুলোকে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, যেমন খ্রিষ্টান, ইসলাম। বিভিন্ন সংগঠন ইসলামিক চিন্তাধারাকে ব্যবহার করছে টোপ হিসেবে, যাতে সরল সোজা মুসলিমরা না জেনেই ধ্যান যোগের ধর্মে পা বাড়ায়। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বা কোয়ান্টাম ম্যাথডে সে কাজটাই নিপুণতার সাথে করছে মহাজাতকরা। তারা ইসলামিক টার্ম ব্যবহার করে, যাতে মুসলিমরা ভাবে এসব বৈধ বা হালাল চর্চা।

প্রাচীনকালে এই ধ্যান-যোগের আধ্যাত্মিকতার বিশ্বাসটি যাদুকরদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্রিষ্টান সভ্যতা একে প্যাগানিজম বলত। ইসলামেও একই ভাবে দেখা হত। আজ এই গুপ্তবাদই গ্লোবাল রিলিজিয়নে শিফট করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এই নতুন দ্বীনকে প্রমোটিং এর মহান দায়িত্ব পালন করছে 'কোয়ান্টাম ম্যাথড, বা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন'। উচ্চপর্যায়ের মহাজাতক এবং প্রাক্টিশনারগণ এই ব্যপারগুলো ভালভাবেই জানেন। তারা ভাল করেই জানেন কিভাবে ইসলামকে ইউজ করে মুসলিমদেরকে অকাল্টিজমের দিকে ধাবিত করতে স্লো ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তারা কখনই ভেতরের কথা স্বীকার করবে না নবাগত কোন ইয়োগীর কাছে।

আজ মেডিটেশনের বিপ্লব এজন্যই চলছে।

আপনি পাশে আছেন তো??

একটু স্পষ্ট করে বলতে হয় যে, যে কোয়ান্টাম ম্যাথড বা কোয়ান্টাম

অকাল্টিজমের দিকে পা বাড়ায় সে বস্তুত পৌত্তলিক ধর্মগুলোর ন্যায় একটির দিকে পা বাড়ায়। আর এটা এমন কিছু যা খ্রিষ্টান বা ইহুদীদের চেয়েও নিকৃষ্ট।

কোয়ান্টাম ম্যাথড এবং ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন:

যেসকল পদার্থবিদদের হাতে করে কোয়ান্টাম ম্যাথড এসেছে, এরা প্রত্যেকেই Vedic Occult Worldview দ্বারা প্রভাবিত।

তারা বৈদিক কুফরি শাস্ত্র থেকেই যাবতীয় অপবিদ্যাগুলোকে কিছু পরীক্ষন এবং ম্যাথম্যাটিকস দ্বারা সত্যায়িত এবং প্রতিষ্ঠিত করে। এমতাবস্থায় কেউ যদি কোয়ান্টাম ফিজিক্স এর রেফারেন্সে কিছু বলে বা সমর্থন করে কিছু বলে, সে বস্তুত প্রাচীন ভারতীয় কুফরি শাস্ত্রেরই সত্যায়ন করছে। আর বৈদিক টেক্সট গুলোর সিনথেসিজে

আছে হার্মেটিক এবং কাব্বালিস্টিক যাদুশাস্ত্র। এই শাখাপ্রশাখাগুলোর উৎপত্তিস্থল খুজলে পাওয়া যায় প্রাচীন বাবেল শহর। যাইহোক, এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের থেকে সাইন্টিফিক স্পিরিচুয়ালিজমের যে শাখাটি বের হয়

তাকে বলা হয়ঃ কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম(Quantum mysticism)।

[Quantum_mysticism/en.m.wikipedia.org/wiki//:https](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Quantum_mysticism)
বর্তমান শেষ যামানার সমস্ত শিক্ষিত-স্মার্ট যাদুকররা **reality** অথবা তাদের সর্সারি

নিয়ে কোন ব্যাখ্যা দিতে গেলেই কোয়ান্টাম ফিজিক্সের রেফারেন্স দিয়ে বলে।

কারণ তাদের চিন্তা-দর্শন শতভাগ সমর্থন করে এই ফিজিক্সের এডভান্স মেকানিক্স।

এটা মূলত হবারই, যেহেতু সরাসরি বৈদিক দর্শন থেকেই এর উৎপত্তি।

শয়তানের স্বপ্ন যাদুবিদ্যা এবং কুফরি ওয়ার্ল্ডভিউকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে

তাওহীদের ধর্মকে ইলিমিনেট করা। এজন্য **United One World**

Religion এর উত্থান। **H.P Blavatsky** এর **theosophical**

society থেকে **New Age Movement** গজায়। একই সাথে ভারতেও

'আনন্দমর্গ', 'ব্রহ্মকুমারী', 'ইস্কন' সহ বিভিন্ন আধ্যাত্মবাদী রিফর্মেশন সেক্ট গড়ে

ওঠে। এরকমভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ইয়োগা বেজড আধ্যাত্মিকা শিক্ষার

প্রতিষ্ঠান/সংগঠন গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানগন সাদরে নতুন ধর্মটিকে গ্রহণ

করলেও সমস্যা হয় মুসলিমদের ভূমিতে। বাংলাদেশের মাটিতেই সমস্যা...

যেহেতু বাউলবাদ এবং 'সুফিবাদ' একই আকিদা বহন করে, কিন্তু এর দ্বারা

মুসলিমদের সকল স্তরে পৌছানো যায় না। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে কোয়ান্টাম

ফাউন্ডেশন গড়ে ওঠে।

তারা যে **Occultism** (যাদুবিদ্যা) শেখাবে, সেটা প্রকাশ্যেই জানিয়েই অগ্রযাত্রা শুরু করে। উপরে আপনারা ওদের অফিশিয়াল পেজেই দেখছেন, যাতে কিনা সরাসরি **Occult** শব্দ উল্লেখ করে প্রচারণা চালাচ্ছে। বাহ! আজও সাফল্যের সাথে চলছে। এদেশের মুসলিমরা এতটা নির্বোধ এবং অন্ধ হয়ে পড়েছে যে, সাইনবোর্ডে কুফরি যাদুশাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হবে জেনেও কোর্স করতে যাচ্ছে। আমি জানি, অধিকাংশ লোকই এসব গভীরভাবে না জেনেই কুফরের পথে হাটছে। কিন্তু আমি এরূপ দেখেছি, অকাল্টিজমের ব্যপারে সুস্পষ্টভাবে জানানো হলেও সেদিকেই অটল থাকছে। এদেরকে যে কোন ক্যাটাগরিতে যে ফেলব...।



যারা ফিরে আসছেন তারা মূলত সরাসরি শয়তানের উপাসনার একটি গ্লোবাল ধর্ম থেকেই ফিরে আসছেন আল্লাহর করুণায়, কোন সাধারণ প্রতারণাদের থেকে নয়। বিভিন্ন ওয়াজে, লেকচারে আলেমগন কোয়ান্টাম ম্যাথডের বিরুদ্ধে যা বলেন সেসব যথেষ্ট নয়। তাদের উচিত এ ব্যপারে আলোচনাগুলো আরো এমপ্লিফাই করা, সংগঠনের পেছনে ঐতিহাসিক তথ্যাদি আনা, খুলে খুলে দেখানো যে লোকেরা

যার দিকে যাচ্ছে সেটা স্বতন্ত্র দ্বীন বা ধর্ম। শুধুমাত্র বাহ্যিক আকিদাগত কনফ্লিক্ট পেয়ে বাহ্যত শারঙ্গ দলিল দেখিয়ে এবান্ডন করা যথেষ্ট নয়। যারা সেখান থেকে ফেরত আসছে তাদের অনেককে বলতে শুনি, 'কোয়ান্টাম ম্যাথড সাইন্সের নাম ভাঙিয়ে ব্যবসায় করছে'।

এটা একটা **False allegation!** কোয়ান্টাম ম্যাথড আদৌ বিজ্ঞানের নামে মিথ্যাচার করছে না বরং যা শেখাচ্ছে সেটাই মেইনস্ট্রিম সাইন্টিজমের

quintessence! এরকম অভিযোগকারীরা কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ডেভেলপমেন্ট এমনকি সর্বোপরি গোটা মেইনস্ট্রিম সাইন্সের ইতিহাসভিত্তিক

ডেভেলপমেন্ট এর ব্যপারে একদম অজ্ঞ। যদি এরকম মোডারেট পাওয়া যায়, যিনি কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে ডিফেন্ড করে কোয়ান্টাম স্পিরিচুয়ালিটিকে রিফিউট করবেন এবং ইসলামের সাথে মেইনস্ট্রিম কোয়ান্টাম ফিজিক্স নামের অকাল্টিজমকে কম্প্যাটিবল করবেন, উনি কি নিলস বোর, ইউজিন উইগনার, ইরউইন শ্রোডিঞ্জার, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, ওয়ার্নার হাইজেন বার্গদের কথা বিপরীতে গিয়ে মত প্রকাশ করবার জ্ঞান রাখেন যাদের হাতে বৈদিক রহস্যবাদ ফিজিক্সে কনভার্ট হয়েছে?!

অতএব, কোনভাবেই যুক্তি খরচের রাস্তা নেই হালালাইজড করার।

অতিমাত্রায় **mainstream Science** এর প্রতি **Devotion** এর প্রভাবে

তারা সাইন্সকে ডিফেন্ড করেন কিন্তু এর 'থিওলজিকাল' সারমর্মকে করেন না।

নিশ্চয়ই কুফরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন অবশ্যই ঈমানি পরিচয় নয় (কাউকে

তাকফির করছি না)।

কোয়ান্টাম ফিজিক্সকে ডিজাইনই করা হয়েছে 'স্পিরিট সাইন্সকে'(শয়তান জ্বীনদের বিদ্যাঃ **occult**) মেইনস্ট্রিমে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য। যাতে মানুষ সাইন্টিফিক্যালি অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ এবং অকাল্ট প্র্যাক্টিসে খুব স্বাভাবিকতার সাথেই বৈধ বিদ্যা হিসেবে গ্রহণ করে। আপনাকে যদি কাব্বালিস্টদের কাছে জোড় করে পাঠানো হয় এবং শেখানে কিছু শেখানো হয় আপনি কি তা মানবেন? বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির স্বাভাবিকভাবেই মানবেন না। যেহেতু সে জানে সেটা যাদুশাস্ত্র। কিন্তু একই টিচিং যখন 'সাইন্স' মোড়কে আপনার সামনে আনা হবে, তখন? যখন শয়তান হযরত সুলাইমান (আলাইহিসালাম) এর ব্যপারে সার্কুলেট করলো যে তার অতিপ্রাকৃত শক্তির উৎস সেসব কুফরি যাদুবিদ্যার কিতাব যা সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখা আছে, তখন মানুষ কৌতূহলবলে খুবই বৈধ মনে করে সেসব শিক্ষা শুরু করলো। এভাবেই নিষিদ্ধ বিষয় মানব শয়তান ও জ্বীন শয়তানদের দ্বারা লেজিটিমেট করা হয়। দাজ্জালকে যমীনের স্টেজে নিয়ে আসতে চূড়ান্ত কাজ চলছে। আমি একে সেটারই অংশবিশেষরূপে দেখছি।

অনেকে এটা মানতে চান না কোয়ান্টাম ম্যাথড **One World Paganism** এরই সক্রিয় শাখা। বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং মেইনস্ট্রিম মুসলিম কমিউনিটির গ্রহণযোগ্যতা পেতে তারা তাদের মূল প্যাগান থিওলজিকে প্রকাশ করেন না। উচ্চপর্যায়ে যারা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে আছে, তাদের নাম ইসলামিক হলেও আকিদাগত দিক দিয়ে তারা ব্যাবিলনীয়ান মিস্ট্রি স্কুলের অনুসারী।। এদের আকিদার কুফরি দিক গুলো ফেরাউন নমরুদের কুফরির চেয়েও ভয়াবহ। অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ সকল ট্রেডিশনে একইরকম। হোক সেটা ফ্রিম্যাসন, হোক সেটা পিথাগোরিয়ান, হোক না তা বৈদিক অথবা রোজাদ্রুশানিজম / কাব্বালিস্টিক অথবা কোয়ান্টাম মিস্ট্রিসিজম।



সবার আকিদার মৌলিক বিষয়গুলো অভিন্ন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু তারা ঢেকে রেখেছে। কিছু কিছু প্রাক্টিস, যা আশ্রিকার নিউ এজ মুভমেন্টে প্রচলিত, সেসব কোয়ান্টাম ম্যাথডেও শেখানো হয় কিন্তু ইসলামিক টার্ম ভরে। এর একটি হচ্ছে "অটোসাজেশন"। ওরা এটা বলতে শেখায় 'সুস্থ দেহ, প্রশান্ত মন, কর্মব্যস্ত সুখী জীবন, আলহামদুলিল্লাহ'। ওদের ট্রিক গুলো চমৎকার। মুসলিমদের স্থায়ীভাবে বোকা বানাতে এরকম অনেক ইসলামিক এবং আল্লাহর প্রশংসামূলক শব্দ ব্যবহার করে। অথচ ওদের অকাল্ট দর্শন অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা বলে

আলাদা কোন স্বত্ত্বা নেই। সবকিছুই সৃষ্টিকর্তা (নাউজুবিল্লাহ)। একদিন ওদের কোন এক পেজে প্রশ্ন করেছিলাম 'কখন আমি নিজের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে আবিষ্কার করব/অনুভব করব আমিই ক্রিয়েটর'? ওরা উত্তর দিয়েছিল উহা জানতে আমাকে 'গড রিয়েলাইজেশন' কোর্সটি করতে হবে কোয়ান্টাম ম্যাথড থেকে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ! ওদের এজেন্টরা আমার প্রশ্নগুলোতে খুব বিব্রত এবং বিভ্রান্ত হয়, কারন এমন সব প্রশ্ন করি যা অন্যরা করে না, এজন্য উত্তর দিতে বিব্রতবোধ করে।

যাহোক, অটোসাজেশনের চর্চাটি পাশ্চাত্যের নিউ এজ মুভমেন্টে একই নামে প্রচলিত। দেখে নিন, গুরু ওয়েন ডায়ার অটোসাজেশনের শিক্ষা দিচ্ছেন, প্রথমে বিবলিক্যাল মাসোজামো বিকৃত টেক্সট আনলেন হযরত আইয়ুব আলাইহিসালাম এর নামে, এজন্য যাতে খ্রিষ্টানরা এদেশের মুসলিমদের মত আকর্ষিত হয়। এরপরে ২:২৫ সেকেন্ডে অটোসাজেশনে মনকে প্রোগ্রামড করতে বলছেন- 'আই এ্যাম গড'!! এর পরে আবার সর্বেশ্বরবাদের ব্যখ্যাও দিচ্ছেন।

লিংকঃ http://youtube.com/watch?v=Kvs-_22lwjA

স্পিরিচুয়ালিস্ট/অকাল্টিস্ট প্যাগানদের দ্বারা বানানো কিছু ভিডিওস দেখুন এবং কোয়ান্টাম ম্যাথডের প্রোপাগান্ডা ভিডিওগুলোও দেখুনঃ

Activate higher mind sub conscious program
<https://m.youtube.com/watch?v=p5K0umZ5xBw>

কোয়ান্টাম ম্যাথডের আফ্রিন ফেরদাউস অরিন নামের একজনের তৈরি ভিডিওঃ

auto suggestion

https://m.youtube.com/watch?v=_uu2Z8HsiTE

<https://m.youtube.com/watch?v=52H4ZZbOx1Q>

sleep hypnosis

<https://m.youtube.com/watch?v=--V2GuvBHOU>

Mohammad omar channel (কোয়ান্টাম ম্যাথড)

:autosuggestion

<https://m.youtube.com/watch?v=R-4VZB3OCxg>

abundance flow auto suggestion : self affirmation

(নিউ এজ/খিওসফি)

<https://m.youtube.com/watch?v=fxY8b-NAm0g>

'তুমিই সৃষ্টিকর্তা' চ্যানেলের 'অটোসাজেশন' এর প্রোপাগান্ডা ভিডিওঃ

https://m.youtube.com/watch?v=VYQ5itk_Z2c

একই রকমের নিউ এজ মুভমেন্ট এর চ্যানেল 'পাওয়ার উইথইন' এর প্রচারণাঃ

auto suggestion repetition

<https://m.youtube.com/watch?v=GIm1SG9PHrg>

positive affirmation power of mind

<https://m.youtube.com/watch?v=OjRNQlpX5qU>

use subconscious for anything Else

<https://m.youtube.com/watch?v=9J-1KPzKMjA>

auto suggestion : you are creators 2

<https://m.youtube.com/watch?v=LeHR34JBGys>

ল' অব এট্রাকশনঃ repitition

<https://m.youtube.com/watch?v=jMmwqxrHEoU>

অটোসাজেশন

<http://www.mindsetsuccesscoaching.com/autosuggestion-success-from-within/>

ল অব এট্রাকশ্যন এবং অটোসাজেশন

<http://yourlawofattractioncoach.blogspot.com/2013/02/auto-suggestion.html?m=1>

<https://livesensical.com/podcast/think-grow-rich/auto-suggestion-influencing-subconscious-mind/>

বাংলাদেশে ওয়ান ওয়ার্ল্ড প্যাগান রিলিজিয়নের শাখা কোয়ান্টাম ম্যাথডের
প্রোপাগান্ডা নাটকও বেড়িয়েছিল 'অটোসাজেশন'

নামেঃ <http://youtube.com/watch?v=9-83jPgrHmg>

অটোসাজেশন একধরনের সেল্ফ হিপনোটিক প্রসেস। পাশ্চাত্যের কাফেররা অনেকে এটাকে নিজের উপর ম্যাজিক, ব্রেইনকে /সাবকনসাস মনকে প্রথামিং, রিপিটেশন ইত্যাদি টার্ম ব্যবহার করে প্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়া ল' অব এট্রাকশনের সাথে যুক্ত। ল' অব এট্রাকশনের ব্যপারেঃ

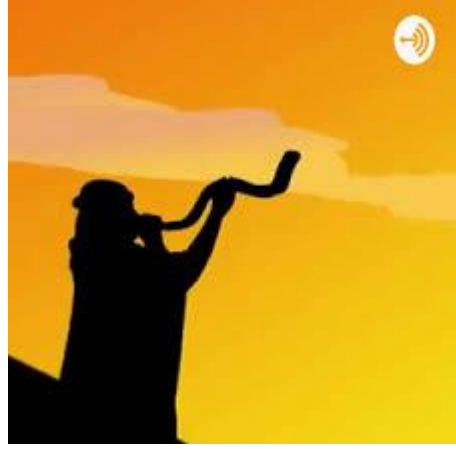
<https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730.1073741828.282165055574027/343448226112376/>

গত একটি পোস্টে ওদের মৌলিক রিচুয়াল/কাল্টঃ ধ্যানে কার অর্চনা করা হয় তা লিখেছিলামঃ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=438519516605246&substory_index=0&id=282165055574027

মেডিটেশন বা অল্টার্ড স্টেট অব কনসাসনেসে পৌছলে কি কারনে আইনস্টাইনের মত অনেক বিজ্ঞানীগন নয়া থিওরি ইকুয়েশন নিয়ে ফিরতেন সেটা আশা করি সুস্পষ্ট। অনেক ইনটুইশন পাওয়া যায় বটে।

কোয়ান্টাম মিসিসিজম / কোয়ান্টাম ম্যাথডের অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ বা কুফরি আকিদাসমূহ বিস্তারিত আছে [অনুগ্রহপূর্বক তারা সেসব কন্টেন্টে যাবেন না যাদের তাওহীদের বুনিয়াদ দুর্বলভাবে প্রোথিত]:

এভাবেই জাতিসংঘ এবং লোকাল প্রক্সি গভার্নমেন্টের ছত্রছায়ায় কাফেররা সারাবিশ্বে বিভিন্ন নামে ব্যাণ্ডের ছাতার মত ছড়িয়ে সাইন্স ও মিস্টিসিজম এর হার্মোনিতে নতুন কুফরি দ্বীনের দিকে সকলকে আহবান করছে।



পাশ্চাত্যের এই মতাদর্শ প্রধান প্রচারকারীগন সরাসরি বলছেন যে তারা এক মহান মসীহের আগমনের অপেক্ষা করছে, যার অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ ইহুদী, হিন্দুরা। যার আগমানে দুনিয়ার সকল দেশ-জাত একাকার হয়ে যাবে এবং সমৃদ্ধির সাথে তিনি সারা পৃথিবী শাসন করবেন। ওই আধ্যাত্মবাদী গুরুজন সরাসরি সেই অবতার / মসীহকে 'প্রভু' বলে সম্বোধন করেন। তার আসবার সময় ঘনিয়ে আসছে....।

আমরা ওদের এদেশীয় শাখা কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অফিশিয়াল ডেটায়(ওয়েবসাইট) 'অকাল্টিজম'(যাদুবিদ্যা) শেখানোর কথা দেখছি, এরপরেও স্রোতের মত সেদিকেই যাচ্ছি। মা'আযাল্লাহ!



Chakra, Third Eye এবং Yoga মেডিটেশন (যোগধ্যান):

সমস্ত মিস্টিক্যাল ট্রেডিশনে চক্র, এনার্জি ভাইব্রেশন এর অভিন্ন শিক্ষা দিয়ে থাকে। হোক সেটা হার্মেটিক বা কাব্বালিস্টিক বা বৈদিক অথবা তান্ত্রিক অথবা চীনা তাও। এমনকি যাদুশিক্ষার প্রথম ধাপেও এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। আপনি কোয়ান্টাম ম্যাথডে গেলেও এটা মৌলিক শিক্ষা হিসেবে শেখাবে। এমনকি হলিউডেও দেখায়।

ডক্টর স্টিফেন স্ট্রেঞ্জ (Movie: Doctor strange) যখন নেপালে হিমালয়ের কাছে টিল্ডা সুইন্টনের (দ্য এপ্সিয়েন্ট ওয়ান) কাছে দুর্ঘটনাজনিত কারনে নিজের হাতের ট্রেমরের (Hand tremor) হলিস্টিক চিকিৎসার জন্য গেলেন, তিনি ওই সর্সারিজকে তার চেয়েও চরম স্পাইনাল কর্ডের ইঞ্জুরিতে ভোগা,

চিকিৎসার অযোগ্য এক লোককে সুস্থ কি করে করলেন তা জানতে চাইলেন।
 সর্সারিজের কথাগুলো স্টিফেনের কাছে সেলুলার রিজেনারেশন এর মত মনে
 হলো। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তো আপনি কি **Nerve cell** গুলোকে
 রিপ্ৰোগ্রাম করে **self healing** এর একটা উপায় বের করেছেন?" উত্তরে
 সর্সারিজ বলেন, "না মি. স্ট্রঞ্জ **i know how to reorient spirit to
 better heal the body**" । "তা আমরা এটা কোথা থেকে শুরু করব?"
 প্রশ্ন করলে সর্সারিজ (যাদুকারিনী/ডাকিনী) এই ধ্যান ও চক্র গুলোর ছবি দেখালেন।
 অর্থাৎ এটাই একদম প্রারম্ভিক মৌলিক শিক্ষা ও চর্চা।
 এই চক্রগুলো মূলত কি জিনিস! আর এগুলো সক্রিয় বা জাগ্রত করার মানেও বা
 কি?
 ধ্যানের মাধ্যমে এসব এ্যাক্টিভেশনের প্রক্রিয়াগুলোকে কোন এক জনপ্রিয়
 এসোটেরিক শিক্ষার চ্যানেলের টিউটোরিয়ালে দেখছিলাম। এসব চক্রের ছবি
 গুলোকে ধ্যানরত অবস্থায় কল্পনা করতে বলা হয় এবং এক্টিভেট হওয়াটাও
 ভিজ্যুয়ালাইজ করতে বলা হয়। অর্থাৎ এগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তবে শ্বাস-প্রশ্বাস
 বিশেষ নিয়মে করার সময় এ বিষয়টা কল্পনার সময় মেরুদন্ডের শেষ অংশ থেকে
 শুরু করে উপর পর্যন্ত বিদ্যুৎ ন্যায় কোন এনার্জি ফোর্স ফিল্ডের প্রবাহিত হবার
 অনুভূতির নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এ গা শিরশিরে অনুভূতিকে হজম করার জন্য
 একাধারে ১০ মিনিট করতে বলা হয়। টিচার বলছিলেন এই এনার্জির কাছে
 নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে। সম্পূর্ণভাবে এর অনুগত হতে হবে।

সাবমিট করতে হবে। কোনভাবেই এই এনার্জেটিক এন্টিটির উপরে প্রভাব
খাটানোর কথা ভাবাও যাবে না। ধ্যানের পরে 'প্রতিদিন আমি উন্নত থেকে
উন্নততর হচ্ছি' এ জাতীয় কিছু বাক্য বলতে হয়। ওরা প্রথম দিনে একদম
জনেন্দ্রিয় বরাবর কাল্পনিক চক্র সক্রিয় করবার কথা বলে। ওরা এর দ্বারা কুণ্ডলীনি
সার্পেন্ট জাতীয় এনার্জি সক্রিয় হবার কথা বলে। এটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে
তুলে সারা শরীরে **access** দেওয়া হয়। একই প্রসেসে যখন উপরের দিকের
২য়, ৩য়, ৪র্থ চক্র গুলো সক্রিয় করা হয় ধ্যানে ওই বৈদ্যুতিক (বা এরকম কিছু)
এনার্জি জাতীয় কিছু প্রবাহের অনুভূতি আরো বাড়বে। সেটা ধাপে ধাপে মাথার
দিকে উঠবে।



এভাবে একে একে প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে ৬ষ্ঠ চক্র বা থার্ড আই (ajana) সক্রিয় করতে হয়। এটা সক্রিয় করলে একরকমের এনলাইটমেন্ট ঘটে। তখন **higher dimension** এর দরজা সম্পূর্ণ খুলে যায়, তখন স্পিরিচুয়াল বিং সরাসরি যেকোন সময় আপনার শরীরে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পেয়ে যায়। সারাক্ষণ আপনার চিন্তাভাবনা ও কাজ কর্মে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পায়। এমতাবস্থায় ধ্যানে আপনি চাইলে অজস্র স্পিরিট বিং দেব দেখতে পাবেন। সে এক অন্য জগৎ। এই থার্ড আই সক্রিয় করনের দ্বারা মানুষ দূরদৃষ্টি(clairvoyance) লাভ করে। সেরকম দূরের কিছু শুনতেও পারে। আপনি চোখ বন্ধ করলেও আশেপাশে বা দূরবর্তী অনেক কিছু দেখতে পাবেন। এই ক্ষমতাকে তখন **psychic ability** ও এদেরকে সুপারহিউম্যান বলা শুরু হয়। ভারতের এক হিন্দু মেয়ের এরকম ক্ষমতাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে ভিডিও পর্যন্ত করা হয়েছে। তাকে চোখ বেধে দিলেও দূরে বসে কিছু লিখলে সেটা দেখতে পায় এমনকি সামনের কারো শরীরের ভেতরের সমস্যাগুলোও বলতে পারে।

দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=ZtLkzg8bFgA>

<https://m.youtube.com/watch?v=AuVipYyR23E>

মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থার্ড আই সক্রিয় করার

উদ্দেশ্যে ধ্যান ইয়োগা শুরু হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্যঃ এনলাইটমেন্ট চাই।

এতক্ষণ যা বলেছি তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। না বুঝলে আফসোস! উপরে বর্ণিত চক্র গুলো কল্পনার দ্বারা জাগ্রত করার সময় যে এনার্জি কারেন্টের কথা বলা হচ্ছে সেটা জ্বীন ছাড়া আর কিছু না। ওরা পরবর্তীতে সরাসরি 'স্পিরিট বিং' শব্দ গুলোও ব্যবহার করে। ধ্যানের প্রতিটি চক্র এক্টিভেশনের নামে ধীরে ধীরে আপনার ও ওদের ডাইমেনশনের গেইটওয়ে খুলে দেওয়া হয়। আপনার উপর ওর স্বাধীন এক্সেস পাইয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পজেশনের রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। এটাকে নাম দিয়েছে চেতনা জাগ্রতকরন। কথা সত্য, অর্থাৎ আপনার মধ্যে ক্লারীন শয়তানের চেতনা জাগিয়ে তোলা হয় এবং আপনার মধ্যে ওদের যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া হয়। আর এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সফল হয় যখন কাল্পনিক থার্ডআই সক্রিয় করার নামে ধ্যান করা হয়।

এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এ অবস্থায় যাবার আগেই আপনাকে শয়তানের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে **surrender** করতে হবে। এজন্য ধ্যানকালে এই এনার্জির সঞ্চালনের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হবে।। কথিত থার্ড আই বা ষষ্ঠ চক্র যখন খুলে যাবে তখন আপনি একরকমের শয়তানের খাটি গোলামে পরিনত হবেন। সে আপনার মধ্যে আসবে যাবে। আপনার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, শয়তান জ্বীনের দৃষ্টি দ্বারা দূরের জিনিস আপনার চোখ বন্ধ থাকলেও পেনিয়াল গ্ল্যান্ডের দ্বারা দেখাবে। অর্থাৎ আপনার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার প্রায় শয়তান দখলে নিয়ে নেবে।



মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এবং **Penial gland** কে কোন এডাপ্টার হিসেবে ধরুন যা শয়তানের প্রবেশপথ তৈরি করে। হুমায়ূন আহমেদ নামের আমাদের দেশের জনপ্রিয় **mystic** লেখক তার উপন্যাসের বইতেও এসবের ব্যপারে মাঝেমধ্যে টেনে ধোঁয়াশা এবং কৌতূহল তৈরি করতেন। **Penial gland** আরো কিছু প্রক্রিয়াতেও সক্রিয় করে শয়তানের প্রবেশের দুয়ার(ডাইমেনশনাল গেইটওয়ে) খোলা যায়। যেমন বিভিন্ন সাইকোডেলিক ড্রাগ যেমনঃ আইয়োস্তকা,এলএসডি, ডিএমটি,ফিলিসাইবিন ইত্যাদি আরো কিছু। কিছু মাশরুমেও এ গুণ আছে। শ্যামানরা ধ্যান না করে এই উপায়কে সবচেয়ে বেশি অবলম্বন করে।

শয়তানের দ্বারা **possessed** এ ভারতীয় শিশু মেয়েকে এক ইন্টারভিউয়ে প্রশ্ন করা হয়, সে কি যে কোন সময়ই চোখ বুঝলে নিজের ইচ্ছামত দূরত্বের জিনিস দেখতে পায়? উত্তরে সে বলে, সে সবসময় দেখতে পায় না। তার মনমেজাজ ভাল না থাকলে চেষ্টা করলেও দেখতে সক্ষম হয় না। এটা সবসময় তার ইচ্ছাধীন নয়।

থার্ড আই সক্রিয় করনে এই রূপ অলৌকিক ক্ষমতা লাভের কথা শুনে হাজারো মানুষ ঝাটপট এই কাল্পনিক ভিজুয়লাইজেশন শুরু করে দেয়। তারা এমনকি আগের প্রসেস গুলোও পার করে না। অর্থাৎ শয়তানকে আপনার ইন্টেনশনের বিষয়টা না বুঝতে দিয়ে হুটহাট করতে গেলে যা হয়। আপনি তো অন্তত কয়েকদিন আপনার মধ্যে শয়তান জ্বীনকে ঘোরাফেরার সুযোগ(কাল্পনিক চক্রগুলো ব্যালেন্স করা) করে দিবেন তো। না দিলে তো ভয় দেবেই। লক্ষ লক্ষ মানুষ ধ্যানের সময় শয়তানের ভয়ংকর রূপ দেখে চরমভাবে আতঙ্কিত হয়েছে। কেউ কেউ ধ্যানের মধ্যেই ফিজিক্যাল আক্রমণের স্বীকার হয়েছে। কেউ বা হয়েছে পজেসড।

দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=z-iCdeQwNFs>

অত্যন্ত জনপ্রিয় এসোটারিক (বাতেনি-ইল্লুল লাদুনি) এ সকল শয়তানি শিক্ষার

একটা ইউটিউবের লিংক দিয়ে দিলাম। এরাই এসমস্ত কাজের শিক্ষা দেয়, আবার সরাসরি থার্ড আই ওপেন এর রিস্কের ব্যপারে সতর্ক করেও দিচ্ছে। চমৎকার কিছু তথ্য দিয়েছে।

অবশ্যই দেখবেনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=-rLp3Pqj4IY>

শেষভাগে একদম প্রকাশ্যে বলছে যে, 'এই স্পিরিট বিং রা হচ্ছে ডিমন(শয়তান), যারা এদের ভয় পায় বা আমরা যেন ভয় করি(দূরে রাখার জন্য) এজন্য এরকম নাম দিয়েছে। এরা সবসময়েই আমাদের সাথে থাকে অথচ আমরা এদের দেখতে পাই না(অর্থাৎ ক্লারিন শয়তান)। পাইনিয়াল গ্ল্যান্ডের দ্বারা এদের দুয়ার উন্মুক্তকরনের দ্বারা আমরা এদের থেকে অনেক intuition, তথ্য, জ্ঞান, সিদ্ধান্ত নিতে পারি....প্রত্যেকেরই অবশ্যই থার্ড আই জাগ্রত করা উচিত কিন্তু অবশ্যই এর জন্য প্রস্তুত হয়ে। স্পিরিচুয়াল আর ফিজিক্যাল রেন্নের মধ্যে হার্মোনি তৈরি করে বেচে থাকতে হবে.....' ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

আশা করি এবার সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন এরা কি করে! এরা 'যোগ'(yoga) ধ্যান করে শয়তান জ্বীনের সাথে 'যোগ' করার জন্য। এরা চিত্রের ন্যায় আপনাকে আল্লাহর সাথে যোগ হবার জন্য ধ্যানের আহবান জানাবে। বস্তুত এই শয়তানের উপাসকরা মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয় আপনাকে খাটি মুশরিক ও কাফির বানানোর

জন্য। আর আপনিও নির্বোধের মত কোয়ান্টাম ম্যাথডের গুরুজির কাছে যান।
 আপনি বুজুর্গের বৈশাখী সুফিপীর ফকির শয়তানগুলোর কাছে
 যান মোরাকাবা শিখতে। এজন্যই এরা শয়তানের সান্নিধ্যে গিয়ে আল্লাহর ব্যপারে
 আজীবাজে কথা বলে। এরা বলে ওয়াহদাতুল উজুদের (সৃষ্টি স্রষ্টার অভিন্ন
 অস্তিত্বের) কথা, ইতেহাদের(সর্বশ্বরবাদ) কথা, হুলুলের কথা। এদের নাম
 মুসলিমদের মত অথচ প্যাগান যাদুকরদের মত সর্বশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ,
 পুনঃজন্মবাদের কথা বলে। বস্তুত, এদের অনেকেই পুনরুত্থান দিবসের ব্যপারে
 সন্দিহান। এরা অবাধ্য শয়তানের কথাকে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর অস্তিত্বের
 ব্যপারে আজীবাজে কথা বানিয়ে প্রচার করছে।
 আল্লাহ বলেনঃ

عَلَيْهِ كُتِبَ مَرِيدٌ يُطَانِ شَدَّ كُلٌّ وَيَتَّبِعُ عِلْمٌ يَغَيِّرُ اللَّهُ فِي يُجَادِلُ مَنْ النَّاسِ وَمَنْ
 السَّعِيرِ عَذَابٍ إِلَى وَيَهْدِيهِ يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَنْ أَنَّهُ
 نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ ثَرَابٍ مِّنْ أَمْ خَلَقْنَا الْبَعْثِ مِّنْ رَّيْبٍ فِي كُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَيُّهَا يَا
 أَمْ الْأَرْحَامِ فِي وَنَقَرُ لَكُمْ يَنْ لَّنْبَقَةً مُّخْطًا وَغَيْرَ مُخْلَقَةٍ مُّضْغَةٍ مِنْ ثُمَّ عِلْقَةٍ مِنْ ثُمَّ
 يُتَوَقَّى مَنْ وَمِنْكُمْ شُدَّكُمْ لِنَبْلُغُوا ثُمَّ طِفْلًا نُخْرِجُكُمْ ثُمَّ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى نَشَاءِ
 الْأَرْضِ وَتَرَى يَبَاشِدٍ عِلَّ بَعْدَ مِنْ يَعْلَمَ لِكَيْلَا الْعُمْرُ أُرْدَلُ إِلَى يُرَدُّ مَنْ وَمِنْكُمْ
 بَهِيحَ زَوْجٍ كُلٌّ مِنْ وَأَنْبَتَتْ وَرَبَّتْ اهْتَزَّتْ الْمَاءُ عَلَيْهَا أَنْزَلْنَا فَإِذَا هَامِدَةٌ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ كُلٌّ عَلَى وَأَنَّهُ الْمَوْتَى يُحْيِي وَأَنَّهُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ
 الْقُبُورِ فِي مَنْ يَبْعَثُ اللَّهُ وَأَنَّ فِيهَا رَبِّبَ لَا آتِيَةَ السَّاعَةِ وَأَنَّ

কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য

শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোষখের আঘাবের দিকে পরিচালিত করবে। হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিদ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীর্ষ থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে।

আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না।

তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। এবং এ কারণে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন (সূরা হাজ্জ্বঃ ৩-৭)

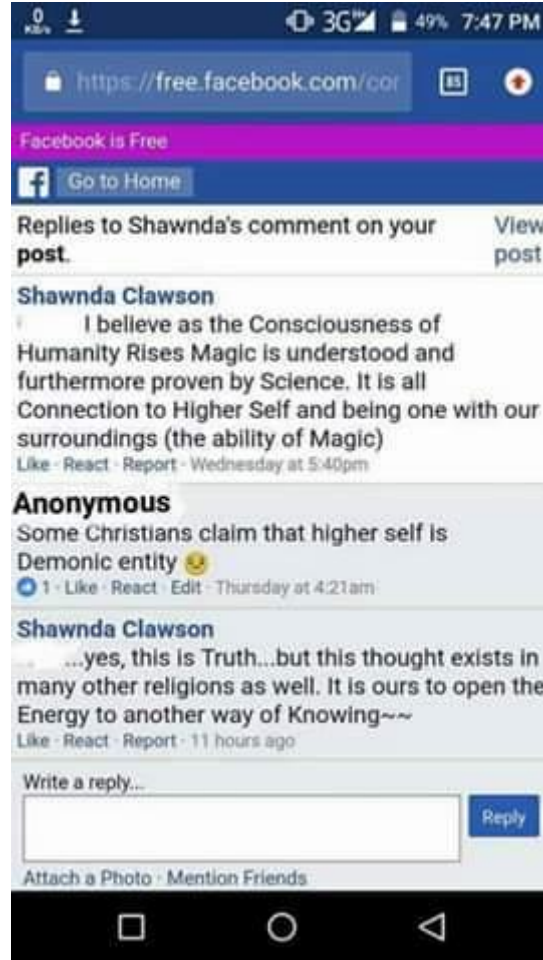
بِاللّٰهِ كُمْ يَغُرَّدُ وَلَا دُنْيَا لِدُنْيَا الْحَيَاةِ تَغُرَّتْكُمْ فَلَا حَقَّ لِلّٰهِ وَعَدَ إِنَّ النَّاسَ أُيُّهَا يَا
 الْغُرُورُ
 أَصْحَابِ مِنْ لِيَكُونُوا حِزْبَهُ يَدْعُو إِنَّمَا عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا لَكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّ
 السَّعِيرَ

হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে
 প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে
 প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর।
 সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (সূরা ফাতিরঃ৫-৬)

.....

এই বিষয়গুলো অধিকাংশই জানে এরপরেও কিছু লোক শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ
 করবেই।

কোয়ান্টাম ম্যাথড--ধ্যান এবং কিছু না বলা কথা:



উপরের ছবিটি কোয়ান্টাম মিস্টিকদের একটি গ্রুপে আমার এবং এক Quantum mystic বা sorceress এর মধ্যকার সামান্য কথোপকথন। তার সমশ্রেণীক বিশ্বাসের লোকেরা বাংলাদেশে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বা কোয়ান্টাম ম্যাথড খুলে হিন্দুয়ানি ধ্যান শিক্ষা দেয়।

যাহোক, যা প্রশ্ন করা হয়েছিল তার চমৎকার স্ট্রেইট জবাব দিয়েছেন। খারাপ কিছু বললে যেন কাফের খ্রিষ্টানদের উপর দিয়ে যায়, সেজন্য শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদের উল্লেখ করলাম। কিন্তু উনি ইসলামকেও ইঙ্গিত করেছেন। যদিও শয়তানদেরকে শরীরে

প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় এরপরেও it is ours to open the energy to another way of knowing...

আপনি হয়ত কিছুই বুঝছেন না 'হায়ার সেল্ফ' মানে কিন্তু বাংলাদেশের মহাজাতক সাহেবরা ভাল করেই জানেন। সাধারণ মানুষ সেখানে যায় এবং ধ্যানচর্চার দ্বারা অজান্তেই শয়তানের(জ্বীনের) উপাসনা করে এবং শয়তান বা ক্লারীন জ্বীনকে তার উপর এ্যাক্সেস দিয়ে দেয়।

মেডিটেশনের মূল লক্ষ্য মূলত সেটাই। অল্টার্ড সেট অব কনসাসেন্সে নিয়ে কথিত 'হায়ার বিং বা হায়ার সেল্ফের' সাথে যুক্ত করা বা সান্নিধ্য পাওয়া। এর দ্বারা লাভ হচ্ছে 'স্পিরিট গাইড' অর্জনা মানে চেতনায় অথবা অবচেতনে জীবনের সকল চিন্তামনন ও কর্মে ওই 'Higher spirit being' এর গাইড (পথপ্রদর্শক রূপে / উপদেষ্টা রূপে) লাভ। সোজাসাপটা ভাবে বললে শয়তানকে সহচর, উপদেষ্টা এবং পথ প্রদর্শক রূপে গ্রহণ।

আচ্ছা, ধ্যান বা মেডিটেশনে যে 'Higher self' এর সান্নিধ্য লাভ হয়, এর প্রমাণ কি? বিগিনার ধ্যানকারীদেরকে প্রথম থেকেই একদম সবকিছু খাওয়ানো হয় না। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে ওদের যাদুকরী চিন্তাপ্রসূত ষড়চক্রের কুণ্ডলীনি চক্রকে প্রথমে সক্রিয় করনের মাধ্যমে শয়তান জ্বীন বা হায়ার সেল্ফকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে থার্ড আই এক্টিভেশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জনের দিকে যাওয়া হয়। এসব ডিটেইলস আশা করি কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদেরকেও শেখানো হয় কিনা সন্দেহ।

আসুন হায়ার সেল্ফের ব্যপারে আরেকটু দেখি-

"The Higher Self is generally regarded as a form of being only to be recognized in a union with a divine source. In recent years the New Age faith has encouraged the idea of the Higher Self in contemporary culture, though the notion of the Higher Self has been interpreted throughout numerous historical spiritual faiths".

"[উইকিপিডিয়া]

অর্থাৎ নিউএজ বা কোয়ান্টাম ম্যাথডের আশ্রিত দপ্তরে এই টার্মে বেশি ব্যবহার করা হয়।

"In numerous reports concerning the Higher Self, the practice of meditation or channeling to contact the Higher Self is highly encouraged."(উইকিপিডিয়া)

জ্বি হাজার সেক্স প্রানীদের সাথে যোগাযোগ করতেই মেডিটেশন / চ্যানেলিং উৎসাহ করা হয়।

New Age: Most New Age literature defines the Higher self as an extension of the self to a godlike state. This Higher Self is essentially an extension of the worldly self. With this perspective, New Age text teaches that in exercising your relationship with the higher self, you will gain the ability to manifest your desired future before you. In other words, the self creates its own reality when in union with the Higher

Self.[4]"(উইকিপিডিয়া)

প্রতিটি মানুষের সাথে থাকে তারই অতিরিক্ত দেব-দেবতাতুল্য এই হায়ার সেল্ফ, তাই মন যাহা চায় তাহা পেতে মহাজাতকগন হায়ার সেল্ফের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করার কথা বলেন।

Evidence of this insight is found within the book, *Open to Channel: How To Connect With Your Guide*, where dual authors Sanaya Roman and Duane Packer report a collective and educational account of the practice and benefits of existing in alignment with the Higher Self. This piece cites views from numerous practitioners of meditation and channeling who claim a consistent result of newly acquired peace and intuition. Essentially, the idea behind this practice is that through spiritual exposure, a person can make a conscious connection with their higher self or other higher beings. In this state, the meditator is free to tap into this higher intelligence in order to develop a more enlightened perspective on world matters.

হায়ার বিং বা হায়ার সেল্ফের সাথে যুক্ত হতে ধ্যানের বিকল্প নেই।

পড়ুন: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Higher_self

Wiki তে সুস্পষ্টভাবেই আছে ধ্যানের দ্বারা হায়ার ইন্টেলিজেন্সের বা স্পিরিট

গাইডদের সাথে সখ্যতা বাড়ানোর গুরুত্ব।

A spirit guide, in western spiritualism, is an entity that remains as a disincarnate spirit to act as a guide or protector to a living incarnated human being.

চার বছর বয়স থেকেই স্পিরিট গাইড প্রাপ্ত অর্থাৎ শয়তানের দ্বারা possessed.

Theresa Caputo, The Long Island Medium, simply calls her guide "Spirit", describing it as an entity that she has been able to sense since she was four years old.

সূত্রঃ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Spirit_guide

ধ্যান না করে এলএসডি, ডিএমটি, আইয়োয়ান্তকা, পাইয়োটি, এক প্রজাতির মাশরুম ইত্যাদি সাইকোডেলিক ড্রাগ গ্রহণ করলেও ধ্যানে যেরকম অনুভূতিতে পৌঁছানো যায়, সে অবস্থায় পৌঁছানো যায়, যেমনটা শ্যামান'রা করে। তো আপনি কোয়ান্টাম ম্যাথডের জয়েন করে অকাল্ট ওয়ার্ল্ডভিউ অর্জন করে শয়তানকে উপদেষ্টা এবং পথপ্রদর্শক করবেন তো?

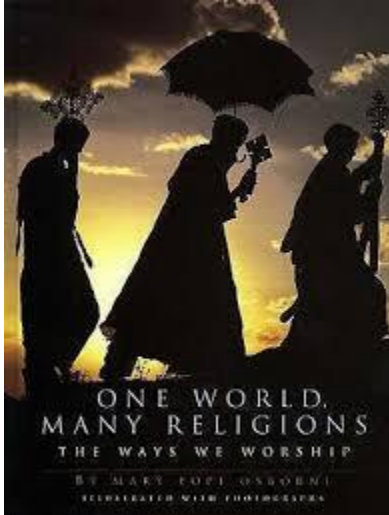
আসুন, বিটিভির ' একক ধর্মকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থাপনার' লক্ষ্যে নতুন যোগসাধনার অনুষ্ঠানকে অনুসরণ করি! করবেন নাই?

এখন আবার বলবেন না যে আল্লাহর রাসূল(সা) হেরা গুহায় ধ্যানরত ছিল।। এটা

সম্পূর্ণ দলিলবিহীন মিথ্যা কথা। তিনি সেখানে নির্জনে ইবাদত করতেন সেটা কিরূপ সেটার ব্যপারে বিস্তারিত ডকুমেন্ট কোথাও নেই।

বাংলাদেশে One World Religion এর প্রসারে আছে যাদের পৃষ্ঠপোষকতা:

অকাল্ট মিস্টিক্যাল ডক্ট্রিনগুলো হঠাৎ করে এত জনপ্রিয়তার পেছনে কাজ করছে ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন এজেন্ডা। এই গ্লোবাল এসোটেরিক এজেন্ডা মিথ্যা মসীহের ওয়ান ওয়ার্ল্ড গভার্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশ্বাসগত মতপার্থক্যরোধে ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন তৈরির লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে সারাবিশ্বে নানা নামে আশ্রয়ে সংগঠনরূপে কাজ করে যাচ্ছে।



আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি,এরা প্রাচীন প্যাগানিজমকে পুনরুজ্জীবিত করেছে যা খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের দীর্ঘকাল শাসনের তোপে কিছু শতাব্দী লুকায়িত ছিল। ওই বিশেষ কাফেররা প্রাচীন গ্রীক অকাল্ট ফিলসফারদের প্যাগান মতাদর্শকে পছন্দ করে, যেমন প্লেটোনিক মতবাদ, এখন নিওপ্লেটোনিজম চালু হয়েছে, পিথাগোরিয়ান অকাল্টিজম, ওই সময়কার হারম্যাটিসিজম,আলকেমিক্যাল প্র্যাক্টিস ,স্টয়িসিজম ইত্যাদি।

জুডিও অশ্লীল কিতাব জোহার বেজড কাব্বালাও সিমিলার মতাদর্শ ক্যারি করে, যার জন্য সকল মিস্টিকরা একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল এবং পরিবারস্বরূপ। পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল মডেল প্রাচীন প্যাগান বিখ্যাত গ্রীকান্ড অব ম্যাজাই) ম্যাজাইদের (যাদুকর) থেকে। তখনকার মেইনস্ট্রিম কসমোলজি ছিল জিওসেন্ট্রিক জিওস্টেশনারী ফ্ল্যাট আর্থবেজড,সারা পৃথিবীতে ওই তত্ত্ব ছিল হেরেটিক। কিন্তু পিথাগোরাস, প্লেটোর জ্ঞানের তারিফে এস্ট্রোনমাররা এর ব্যপারে ভাবতে শুরু করে।

খ্রিষ্টান শক্তি তাদের এই স্ফেরিক্যাল থিওরিকে প্যাগান থিওরি বলে কিছু কাল রিজেক্ট করে,যেহেতু গ্রীক মনীষীরা আগে থেকেই কুফরি মতবাদ আর জাদুবিদ্যার জ্ঞানবাহক ছিল। প্রত্যেক গ্রীক মিস্টিক্স মনীষীরাই ছিলেন জাদুবিদ্যার কারিগর। তারা ইউনিভার্সের গুপ্ত রহস্য জানার ব্যপারে অবসেসড ছিলেন, যা তাদেরকে জাদুবিজ্ঞানের(অকাল্ট ফিজিক্স) দিকে হাটায়। তাদের মতবাদভিত্তিক বিজ্ঞান ছিল জাদুর গুহ্য মেকানিজম। হয়ত গ্রীক জাদুবিদ্যাগুলো স্যাটানিক বিংদের

ইন্টারভেনশন ছাড়াই কাজ করত। এস্ট্রলজি-আলকেমিতে ছিল সিদ্ধহস্ত। ওটাই ছিল সমুচ্চ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান।

গ্রীক মিস্টিসিজম গুলোর কমন গ্রাউন্ড ছিল মনিজম অথবা নন ডুয়ালিজম আরবিতে ওয়াহদাতুল উজুদ, বাংলায় 'ঐশ্বর্য সৃষ্টির এক অস্তিত্ব'। এটা হচ্ছে ওদের বিলিফ সিস্টেমের কার্নেল। আপনি নন ডুয়ালিস্ট না হয়ে হয়ত সর্সারিকর্মে সফল হবেন না। এ সকল মতবাদে বিশ্বাসী উইচদের হাতে পেলেই খ্রিষ্টান ক্ষমতাসীন সমাজে কঠিন শাস্তি দিত, সেই সাথে ওদের এসোটেরিক ডগমাও উৎপাটিত হত। আরবরা অনেক দেবীতে গ্রীক ফিলসফি হাতে পায় এবং নিছক কৌতূহলপ্রবন হয়ে সেসবকে আরবিভাষায় অনুবাদ করে, ফলে আরবরা তথা মুসলিম বিশ্বে আলকেমির ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে।

ওয়াহদাতুল উজুদের জন্ম হয়, জন্ম হয় সুফিবাদ বা ইসলামিক মিস্টিসিজম! যারাই কৌতূহল নিয়ে এতে একবার ঢোকে, নিকৃষ্ট কাফের হয়ে বের হয়, ওই মানের কুফরি যা ফেরাউনও করেনি। মুসলিম এস্ট্রোনমারগন গ্রীক কস্মোলজিকে জ্ঞানের উৎস মনে করে গ্রহন করতে শুরু করে, ইসলামে সর্বপ্রথম স্ফেরিক্যাল আর্থ ঢুকে পড়ে। তখনও সেটা প্রতিষ্ঠিত নয়।

ততদিনে রিফর্মেশন এজ চলে আসে, এই রেনেসাঁর যুগে খ্রিষ্টান মৌলবাদীরা দুর্বল হয়ে পড়ে, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ ঘটে চার্চ আর শাসনব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত হয় এবং সেকুলারিজমের উন্মেষ

ঘটে। পশ্চিমে নেতিয়ে পড়া প্রাচীন প্যাগানিজম আবারো জাগ্রত হয়। উইচক্রাফট, সর্সারি, স্যাটানিজম বাড়তে থাকে, জেসুইট অর্ডার কস্মোলজিকে পাল্টে দেয়। জাদুবিদ্যার ধর্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মবাদ আস্তে আস্তে আবারো শক্তি ফিরে পায়, এস্ট্রলজির প্রসার সমাজে বাড়তে থাকে।

হঠাৎ করে যাদুকর/জ্যোতিষী এবং দার্শনিকগনদের যাদুশাস্ত্রগুলোকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। এরপরে ফ্রিম্যাসনিক রয়্যাল সোসাইটি থেকে ফিলসফি অব সাইন্স এবং অবশেষে ন্যাচারাল ফিলসফিকে সাইন্স নামে ভূষিত হয়। শয়তানের পূজারীরা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে ব্যাবিলনীয়ান মিস্টিসিজম এর প্রসার শুরু করে।

ইস্টার্ন মিস্টিসিজমকে সমৃদ্ধ আর প্রাচীন হিসেবে দেখে সেটাকেই গ্রীকের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় যার প্রভাবে ম্যাডাম হেলেনার থিওসফি গঠিত হয়, পরবর্তীতে হারমেটিক অর্ডার অব গোল্ডেন ডন, অর্দো টেম্পলি ওরিয়েন্টিস চলে আসে। এই প্যাগান শাখা প্রশাখা বেড়ে আজ নিউএজ মুভমেন্ট-কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম(কোয়ান্টাম ম্যাথড বাংলাদেশে) পর্যন্ত এসেছে।

ইস্কনরাও সাথে আছে। এদের কমন কাল্ট রিচুয়ালের একটি হচ্ছে যোগাধ্যান যা ওই গ্রীক প্যাগানিজমসহ সকল প্যাগান ডক্ট্রিনে ছিল। এখন মোটামুটি ধর্মগুলোকে একীভূতকরনের সময় এসেছে, তাই কমনগ্রাউন্ড মেডিটেশনে সব মানুষকে ডাইভার্টের চেষ্টায় আছে এলিটরা। বাংলাদেশে এরই প্রেক্ষাপটে একবার

যোগধ্যানের উপর ট্যাক্স আরোপ করেছিল সরকার, যাতে কুফরের জাহাজ কোয়ান্টাম ম্যাথড, ইস্কনরা আন্দোলনে নামে এবং জনগনের দৃষ্টি মেডিটেশন এর উপর পড়ে এবং ভাবে। তখনই আমি প্রেডিক্ট করেছিলাম সরকারীভাবে খুব শীঘ্রই মেডিটেশন প্রচারের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেটাই সত্য হলো। বিটিভি, যোগধ্যানের প্রোগ্রাম চালু করেছে।

দেখুনঃ <http://banglamail71.info/archives/5320>

স্টেডিয়ামেও বিশ্ব যোগ দিবসে একসাথে ৮০০০ যোগীরা আত্মপূজা ও শয়তানের(কারিন শয়তানের) পূজার আয়োজন করে। সেখানে বিনামূল্যে অংশগ্রহণ এবং ফ্রি উপহার সামগ্রীরও টোপ দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে নেতৃত্ব দিচ্ছে স্বামী শুভানন্দ, নামক এক ব্যক্তি।



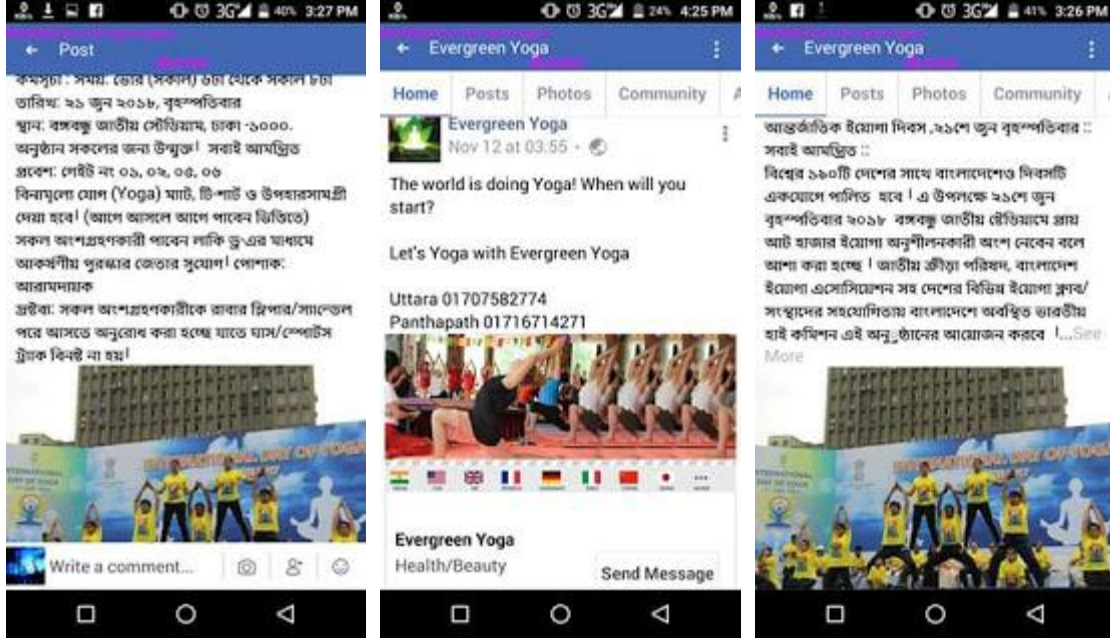
যার সাথে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বার্নিকাটের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। (ছবি-ইনসেটে)

যে ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গিয়েও প্যাগান মিস্ট্রি স্কুলের প্রচার শুরু করেছে।

(<http://bit.ly/2hKovju>) এই কুফরি দ্বীনের প্রচারে মার্কিন সরকারের

সহযোগিতা আছে, সহযোগিতা আছে ইজরাইলের, ভারতের এবং সর্বোপরি
 জাতিসংঘ। এদেশের প্রধান বিচারক এসকে সিনহাও ইসকনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।
 নিঃসন্দেহে এই প্যাগ্যান থিওলজি প্রসারে সংশ্লিষ্ট হায়ারার্কির সবার শীর্ষে ইবলিস ও
 দাজ্জালকে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ টেলিভিশন এর স্পন্সর্ড 'সুস্থ দেহ সুখী স্বদেশ'
 নামের প্রচারিত ইয়োগার অনুষ্ঠানটিতে কাজ করছে "এভারগ্রীন ইয়োগা" নামের
 একটা সংগঠন।

একই নামে পেরুসহ বেশ কয়েকটিদেশে একই শিক্ষার যোগসাধনার সংগঠন এর
 কার্যক্রম দেখলাম। আর এভার গ্রীনেরই শাখা ভারত, আমেরিকা, ইউকে, জার্মানিসহ
 অনেক দেশে রয়েছে (ছবিতে দেখুন)। এভারগ্রীনে কোর্স শুরু করলে তারা 'সূর্য
 নমস্কার' নামের সূর্য পূজো করাও শেখায়(ছবিতে দেখুন)। এটা যে শিরক সেটা
 নিয়ে islamqa.info ওয়েবে সম্ভবত শাইখ সালিহ আল মুনায্জিদ কিছু
 বলেছিলেন। দেশীয় এ সংগঠনটির শেকড় তালাশ করলে কোয়ান্টাম ম্যাথডের
 সংশ্লিষ্টতাও অনিবার্যভাবে পাওয়া যাবে। যাহোক, এভারগ্রীন যোগের সাথে যুক্ত
 "সুপার মডেল বাংলাদেশ" নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান।



তারা কিছু তরুন তরুণীদের নায়ক নায়িকা বানানোর জন্য নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তৈরি করেছে, যোগসাধনা তাদের শিক্ষা বা ফিটনেসের গুরুত্বপূর্ণ

অংশ।

দেখুনঃ <https://m.facebook.com/SuperModelBanglades>
h

<https://m.facebook.com/evergreenyogabd>

সারাবিশ্বব্যাপী প্যাগানিজম/প্রকৃতি পূজা প্রচলনের স্বপ্ন ছিল শয়তানের। এ স্বপ্ন পূরন করেছে দাজ্জালের মাধ্যমে। এখন এস্ট্রলজিক্যাল ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এ্যাকুরিয়াস এজ চালু হয়েছে। বলা হয়, এই গোল্ডেন এজই ইবলিসের মতাদর্শকে পূর্ণতাদানের শতাব্দি। এই মতাদর্শের পূর্ণতাদানের জন্য একজন মাস্টারের বা ওয়ার্ল্ড টিচারের

অপেক্ষা করছে এসোটেরিক এজেন্ডা, যাকে আমরা বলি দাজ্জাল। ওরা

কঙ্কি/মৈত্রেয় অবতার প্রভৃতি নামে অপেক্ষা করছে।

ইসলাম শুরু থেকেই এই মতবাদের ভাইরাসকে কঠোর হাতে দমন করত,

অতীতে এক কাব্বালিস্ট যাজকও জোড়পূর্বক শাস্তির ভয়ে মুসলিম হতে বাধ্য হয়।

মানসুর হাল্লাজের কি হয়েছিল তা আমরা সবাই জানি, ইবনে আরাবির ব্যপারে

হক্কপন্থী উলামাগন ওই যুগেই কি বলতেন সেটা আমরা জানি।

আজও ইসলামিক মিস্টিক(সুফিপন্থীরা) ছাড়া কেউই এদের ভাল বলেনা। খ্রিষ্টান

থেকে নস্টিসিস্টদের জন্ম। আর ক্যাথলিকরা এদের প্রতি সহনশীল, পশ্চিমে আজ

খ্রিষ্টান ধর্মকেই বিভিন্নভাবে মডিফাই করে স্পিরিটিজমে ধাবিত করা হচ্ছে, লক্ষ

লক্ষ খ্রিষ্টানরা ইস্টার্ন মিস্টিসিজম গ্রহন করেছে। অনেক হাইব্রীড রিলিজিয়াস

মুভমেন্ট গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ কাফের খ্রিষ্টানরা বড় কুফরিকে বেছে নিয়েছে এবং

অপেক্ষা করছে ওদের শেষ বুদ্ধের!

আজ পৃথিবীর সর্বাধিক সমৃদ্ধ গুহ্যবাদ হচ্ছে ইস্টার্ন অকাল্টিজম বা ধর্মচক্রের

রহস্যবাদ(যোগ-তন্ত্র), আমরা সাধারণ মুসলিমরা ব্যাকগ্রাউন্ড খুব বেশি জানিনা তাই

আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুত্ববাদ মনে হয়। আসলটা সরাসরি শয়তান থেকে আসা। শুনলে

অবাক হবেন, এল মোরিয়া আর খুতুমি নামের দুই শয়তান জ্বীন ম্যাডাম হেলেনার

কাছে সর্বপ্রথম থিওসফিক্যাল(theo+Sophia= Divine/gods

wisdom) ডক্ট্রিন নিয়ে আসে।

এখন বিশ্বব্যাপী রেজারেকশ্যনকে আনসাইন্টিফিক এবং ইলিজিক্যাল সাব্যস্ত করে
রিইনকারনেশনকে প্রমোট করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটাই সবচেয়ে সাইন্টিফিক ভাবে
ভ্যালিড। চলে এসেছে বায়োসেন্ট্রিজম। ডেভিয়েন্ট স্কলার ইমরান নযরও জানেন
দাজ্জাল রিইনকারনেশনকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করবে(তার এক লেকচারে
শুনেছিলাম)।

এ মুহূর্তে পিউর মনোথেইজম বা তাওহীদের দ্বীন ইসলাম হচ্ছে কুফফার
তাগুতদের মিশন বাস্তবায়নের পথের কাটা। বিভিন্নভাবে মোডারেট ইসলামিস্ট
ব্যবহারের দ্বারা জিহাদিদেরকে জঙ্গি সন্ত্রাসী সাব্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে, এবার
সুফি / বেলেরভী / শিয়াদের সহায়তায় রিইনকারনেশন বা পুনঃজন্মবাদকে
এস্ট্যাবলিশের কাজ চলছে।

এক বেলেরভী সাক্ষাৎকারে দেখেছি তারা রিইনকারনেশনকে ইতোমধ্যে ইসলামের
আঙ্গিকে ট্রোল করে ভ্যালিড করেছে!! আশা রাখব, সামনে বিটিভি সহ তাদের
এল্যাইরা মাঠপর্যায়ে রিইনকারনেশনের ভ্যালিডিটি আনয়নের জন্য সুফি
বেরেলভীস্টদের থেকে সাহায্য আসবে। লালন, বাউল, ফকিরদেরকে তো সরকার
বহু আগে থেকেই প্রমোট করে আসছে।

মনপুরা চলচ্চিত্রও নির্মান করা হয়েছে। কোন সমস্যা নেই, অনেক আগে থেকেই
ওয়াহদাতুল উজুদ, হুলুল, ইত্তেহাদের আকিদা অনেকের মাঝে বিদ্যমান, সেটা

আকড়ে ধরতে কষ্ট হবেনা। এখন তো পদার্থবিদদের রেফারেন্সে এই প্যাগান থিওলজিকে প্রোমোট করা হয়। বাকি কিই বা আছে!?

আপনি কি জানেন ওরা যোগধ্যানে কি করে? ওরা আপনার মধ্যে ঘুমন্ত 'চেতনা' কে জাগানোর কথা বলবে। সেটা নাকি বিশেষ স্পিরিচুয়াল এনার্জি ফোর্স যা কি না, সাপের ন্যায় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে স্পাইনের মূলে। যোগসাধনার দ্বারা সে ঘুমন্ত স্পিরিচুয়াল এনার্জিকে জাগিয়ে আপনার সচেতন মনে প্রবেশাধিকার এবং

নিয়ন্ত্রণভার দিয়ে দেওয়া হয়।

যখন এই স্পিরিট এন্টিটিকে বা হায়ার সেন্সকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া হয় তখন যোগীরা বলবে 'ইউ আর এনলাইটেড', ওরা বলবে আপনার তৃতীয় নেত্র খুলে গেছে। তখন অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনা আপনার দ্বারা ঘটতে দেখবেন। একটু খুলে বলি, ধ্যানের মাধ্যমে আপনার উপর, আপনার সাথে থাকা কারীন শয়তান জ্বীনকে(স্পিরিচুয়াল এনার্জি ফোর্স) আপনার চেতনায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়। তখন শয়তান জ্বীনের আপনার উপর পূর্ণ অধিকারে কোন বাধা পায় না।

তখন জ্বীনের দ্বারা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটতে দেখবেন। যেমনঃ

ক্ল্যারভয়েন্স, ক্ল্যারঅডিয়েন্স ইত্যাদি। ধীরে ধীরে ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউতে রপ্ত করানো হয়। এভাবে তারা মেডিটেশন এর দ্বারা মানুষকে মানব শয়তানে রূপান্তর করছে।

একটা দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এখন পর্যন্ত আমি বাংলা ভাষায় কাউকেই মিস্টিসিজম / অকাল্টিজম নিয়ে এক্সপোজ করতে দেখিনি। (কোয়ান্টাম ম্যাথডের উপরে লেখা এক ভাইয়ের ব্লগে খুবই সামান্য কিছু পেয়েছিলাম)। গুহ্যজ্ঞানবাদ নিয়ে কেন জানি কাউকেই চিন্তিত দেখি না, অথচ এই বাতেনিয়্যাহরাই দাজ্জাল এর দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করছে। শয়তানের মতাদর্শকে প্রকাশ্যে প্রচার করছে যা তাওহীদের বিপরীত!

ল' অব এট্রাকশন: (Law of attraction)

অনিবার্যভাবে আজ একটা বৈপ্লবিক চেতনার ব্যপারে আলোচনা করতে হচ্ছে। সারা পৃথিবীর সক্রিয় এসোটেরিক এজেন্ডা (বাতেনিয়্যাহ গোষ্ঠী) বর্তমান সময়ে একটি আকিদা বা বিশ্বাসকে অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে মাঠে নিয়ে নেমেছে। যার নাম দিয়েছে 'ল অব এট্রাকশন' বা আকর্ষণের নীতি। মানুষ এসময়টাতে শ্রোতের মত এই মতাদর্শকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। কেউ বা কৌতূহল প্রবন হয়ে এই ফাদে পা দেয় এবং নিজেদের অজান্তেই সবচেয়ে দামী জিনিসঃ ঈমানকে হারায়।

সকল মিস্টিক্যাল/মেটাফিজিক্যাল ও প্যাগান ফিলোসফিগুলো এই নীতির সাথে একদম মানিয়ে নিয়েছে যার জন্য এটা সকল মিস্টিসিস্টদের কাছেই পরম

পূজনীয়। এই ল অব এট্র্যাকশন এর আদর্শ তাদের দ্বারাই পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত এবং প্রচারিত যারা দাজ্জালের আবির্ভাবের প্রতীক্ষারত, যারা দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বেই তাকে রব হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছে।

আমাদের দেশে মিস্টিসিজম (কালোজাদু, উইচক্রাফটের বাম রাস্তায় হাটার বিশ্বাসগত মাজহাব বা পথ) যখন প্রকাশ্যে প্রচার পেতে শুরু করে তখন এই অজানা শব্দগুচ্ছ প্রায়ই কৌতূহল জাগায়। **Law of attraction** এর ডক্ট্রিনের সর্বপ্রথম কথক হলেন ফিনিয়াস কুইন্সি, তিনি একজন বিখ্যাত সম্মোহনকারী ছিলেন। তিনি একটি অপ্রকাশিত আর্টিকলে বলেন, শরীরের রোগের সূত্রপাত ঘটায় সর্বপ্রথম মন। মন যখন একটি বিশেষ রোগে রোগাক্রান্ত হবার কথা চিন্তা করতে থাকে তখন সেটা শরীরে বাসা বাধে। কুইন্সির এই চিন্তাকে পুজি করে স্পিরিচুয়ালিস্টরা ইন্টারন্যাশনাল নিউ থট এলাইয়েন্স (INTA) গঠন করে। তারা প্রচার করতে থাকে চিন্তার এই আকর্ষনের নীতি অন্য সকল ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ওরা বিষয়টিকে আরো সুসংহত ও ব্যাপকতা দিয়ে একে সংজ্ঞায়িত করে। একে ওরা নিউ থট নামে প্রচার করতে থাকে। নিউ থটের প্রচারকের ভূমিকায় থাকে এই INTA আশ্রিত সংগঠন। এর ছত্রছায়ায় বিচিত্র নামে আরো অনেক সংগঠন কাজ করতে থাকে। **International New Thought alliance** এর **new thought** এর বিশ্বাসগত অন্যান্য বিষয়বস্তু গুলো হচ্ছেঃ

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি সব কিছুই একক অস্তিত্ব। সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র এবং তিনিই সবকিছু

(সর্বেশ্বরবাদ/নন ডুয়ালিজম/মনিজম/প্যাস্কেইজম) প্রত্যেক মানুষ একেকটি ডিভাইন অর্গানিজম। আর তার মধ্যে ক্ষমতার সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে। মহাবিশ্ব হচ্ছে মহাজ্ঞানের আধার যা থেকে একজন ব্যক্তি সীমাহীন জ্ঞান আহরন করতে পারে।

The chief tenets of New Thought are:



Infinite Intelligence or God is omnipotent and omnipresent. Spirit is the ultimate reality. True human self-hood is divine. Divinely attuned thought is a positive force for good. All disease is mental in origin. Right thinking has a healing effect.

অর্থাৎ নিউথট প্রধানত স্পিরিটিজম ও নন ডুয়ালিস্টিক স্পিরিচুয়ালিজমেরই মডিফাইড ভার্সন। এই নিউথট থেকে বেশ কিছু অর্গানাইজেশনের উৎপত্তি ঘটেছে এর মধ্যে ইউনিটি চার্চ, ডিভাইন সাইন্স, রিলিজিয়াস সাইন্স অন্যতম। একই ধ্যানধারণা রাখে Jewish Science, Centers for Spiritual Living , Unity, Father Divine, thought network ইত্যাদি অর্গানাইজেশন।

আর্নেস্ট হোল্লেস রিলিজিয়াস সাইন্স অর্গানাইজেশন এর প্রতিষ্ঠাতা যার আন্ডারে আরো অসংখ্য অর্গানাইজেশন কাজ করছে। আর্নেস্ট স্পিরিচুয়ালিস্টদের কাছে বিখ্যাত বই লেখেন যার নাম **The science of mind**। নিউ থট মুভমেন্ট স্বামী বিবেকানন্দের কথা প্রচার করে এবং এদের সম্মেলনে দালাইলামার মত ব্যক্তিত্বরাও অংশ গ্রহন করে।

ল অব এট্রাকশ্যনের বিশ্বাসগত সারবস্তুঃ

এ বিলিফ আপনাকে শেখাবে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ত্তা মূলত আপনিই। আপনি যা চিন্তা করতে থাকেন সেই থট ফ্রিকোয়েন্সি প্রকৃতিতে ভাসতে থাকে, এবং কোন কিছুর ব্যপারে যা এক্সপেক্ট করেন সেই পরিবেশ আপনাকে এট্রাক্ট করে নিয়ে নেবে। কারন আপনার শরীরও সাবএটোমিক লেভেলে বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির কম্পনশীল এনার্জি। তাই আপনার চিন্তা আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশকে আকৃষ্ট করে।
উদাহরণ স্বরূপ- কোন এক ব্যক্তি কোন এক পন্যের ব্যবসায় শুরু করল কিন্তু সেটা কোনভাবেই সাফল্যের মুখ দেখছেন। তিনি এবার 'এট্রাকশ্যনের নীতি' মেনে কল্পনা করতে লাগলেন যে তার পন্য কিনতে লোকে ভীড় করছে। তিনি যোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠছেন না এতই চাহিদা তৈরি হয়েছে.. ! (এ কল্পনার প্রক্রিয়াকে আমাদের দেশের অকাল্ট অর্গানাইজেশন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নাম দিয়েছে মনছবি) এর পরেই ওই লোক দেখলো সত্যিই বাস্তব জীবনেও তার ব্যবসায়ের বিক্রি বেড়ে গেছে। **Esoteric occultist** টা এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করে যে যখন ওই লোক পন্য বিক্রি বৃদ্ধির কল্পনা শুরু করে তখন তাদের মস্তিষ্ক একধরনের

বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করে তারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে প্রভাবিত করতে থাকে যেহেতু প্রত্যেকটা বস্তুই বিভিন্ন ওয়েভলেংথের স্বতন্ত্র ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকা এনার্জি ভাইব্রেশন। তাই সব এন্টিটি আপনার চাহিদামোতাবেক মাত্রায় ম্যানিপুলেট হবে।



একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার যে, ল অব এট্র্যাকশ্যন বিশ্বাস করে সৃষ্টিজগত ও স্রষ্টা=এক অস্তিত্ব! অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলে আলাদা কেউ নেই! সবকিছুই সৃষ্টি আবার সব কিছুই স্রষ্টা! একে বলে ননডুয়ালিজম অথবা মনিজম (এসেন্সঃসর্বেশ্বরবাদ)।

আর সমস্ত অস্তিত্বটা এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি আর ভাইব্রেশনে প্রতিষ্ঠিত। যা প্রকৃতিতে আছে তার সব কিছুই এনার্জি। প্রত্যেক বস্তুই বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাইব্রেশনরত এনার্জি। এনার্জি ভাইব্রেশনের তারতম্যের জন্য প্রত্যেক বস্তুর সলিডনেস একেক রকম। এজন্য দেওয়াল ভেদ করা দুরূহ, পাথর আরো কঠিন আবার পানি বায়ুসহ

অনেক সহজভেদ্য জিনিস আছে। আর এম্পটি স্পেস বলে কিছুই নেই, দৃশ্যমান ফাকা স্থান বলে কিছু নেই। ফাকা স্থানগুলোতে জুড়ে আছে ইথার! এই ইথার ফিল্ডটিই ম্যানিপুলেটযোগ্য। এই কাজটি দূর থেকেই করতে পারে আমাদের থট এনার্জি/ব্রেইনওয়েভ! ওদের তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের চিন্তাগুলোও এনার্জি ভাইব্রেশন ব্রেইন থেকে বিভিন্ন ওয়েভলেংথের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভে ভাসতে থাকে। এজন্য আপনি শুধু চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে দূরবর্তী বস্তুকে নড়াতে পারবেন যাকে টেলিকেনেসিস বলে।

যেহেতু প্রত্যেক এনটিটি এনার্জি, আপনার কনসাসনেসকে ব্যবহার করে অবজেক্টের উপর ইন্টারফেয়ারেন্স ঘটাতে পারবেন। সুতরাং এ উপায়ে আশপাশের রিয়েলিটিও একজন এনলাইটেড পার্সন ইচ্ছেমত ম্যানিপুলেট করতে পারবেন! আপনি যা চান সেটা বারবার কল্পনা(কোয়ান্টাম ম্যাথডের ভাষায় মনছবি তৈরি) করতে থাকলে আপনার থট এনার্জি ভাইব্রেশন ওই কাল্পনিক রিয়েলিটি বাস্তবায়িত করতে নিষ্ক্রিয় পারিপার্শ্বিক এনার্জিফিল্ডকে আকর্ষণ করে এবং ডিজায়ার অনুযায়ী বাস্তবায়িত করে। এটাই আকর্ষণের নীতির গুহ্য বিলিফ।

ল অব এট্র্যাকশন যে ফিলসফি বেজড সেটাকে বলে monism, এর আরো ভেতরে প্রবেশ করলে বেরিয়ে আসবে প্যান্থেইজম(তাওহীদের বিপরীত)। এজন্য এ তত্ত্বকে পছন্দ ও বিশ্বাস করে একটু শিক্ষিত হিন্দু, থিওসফিস্ট, New age movement এর সকল সদস্যরা এবং একই চিন্তাধারার স্পিরিচুয়ালিস্টিক

ডক্ট্রিনগুলো এবং অনেক অখ্যাত মিস্ট্রি রিলিজিয়ন, অকাল্টিস্ট, মিস্টিসিজম(যেমনঃ কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম, জিউইশ, নস্টিক ইত্যাদি)...। এরা রিয়েলিটিকে নিজেদের কজাবদ্ধ করতে চায়।

ল অব এট্রাকশ্যন সফলায়নে যে কল্পনা করা হয় মিস্টিকরা তাকে বলে ক্রিয়েটিভ ভিজুয়লাইজেশন(মনছবি)। কোয়ান্টাম ম্যাথডে কোর্স করলে আপনাকে মন ছবি শব্দ দ্বারা পরিচয় করাবে।

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Creative_visualization

ল অব এট্রাকশন সরাসরি মিস্টিসিজমে সর্বপ্রথম প্রবেশ করে ১৮৭৭ সালে থিওসফির জননী ও অঘোষিত স্যাটানিস্ট ম্যাডাম হেলেনা পেত্রোভনা ব্লাভাস্কির বইয়ের মাধ্যমে। এর পরে থেকে সকল স্পিরিচুয়ালিস্টরা একে একে সমর্থন দিতে থাকে। তারা বলতে থাকে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাতেই না বরং সকল ক্ষেত্রেই আকর্ষনের নীতি কাজ করবে।

ল অব এট্রাকশন মেইনস্ট্রিমে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়া শুরু করে ২০০৬ সালে রন্ডা বাইরনের দ্য সিক্রেট মুভিটি রিলিজের মাধ্যমে।
মুভিঃদ্যা সিক্রেট

https://m.youtube.com/watch?v=EC_YmdPy2h0

মিস্টিকরা বলতে থাকে আকর্ষনের নীতি কাজ করে প্রেম জাতীয় রিলেশনশিপ

সফল করনে, ব্যবসায়ে সাফল্য, স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে। নিচে দেখুনঃ

চাইবে যা পাইবে তা!!ঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=5INlyzP8Ulc>

চমকে দেওয়ার মত খবর হচ্ছে আমাদের দেশেও এই নিউ থটের প্যাশ্বেইস্টিক

আকর্ষনের নীতি প্রচার প্রসারের কাজ বহু আগেই শুরু হয়েছে। এজন্য ঘুরে আসুন
বাংলাভাষায় ল অব এট্রাকশনের

পেজটিঃ <https://m.facebook.com/LawOfAttractionBangla>

পেজটির এডমিনবর্গ ইসলামিক টার্ম ব্যবহার করে তাদের পোস্টে যেমন

'সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ' ইত্যাদি। এটা মূর্খদের ডিসিভিং এ সাহায্য

করছে।

যতদূর বোঝা যায় এর পেছনে এদেশীয় কোয়ান্টাম মিস্টিকদের শাখা কোয়ান্টাম

ম্যাথড হয়ত কাজ করছে।এদেশীয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মতাদর্শ

স্পিরিচুয়ালিজম/স্পিরিটিজম থেকে খুব বেশি দূরবর্তী নয় বরং ওরা সবাই এক

ঘাটেরই মাঝি। তাই এতে অবাক হবার কিছু নেই।

ল অব এট্রাকশ্যনে বিশ্বাস করতে হলে আপনাকে প্রথমে বিলিফটাকে রিডিজাইন

করতে হবে। নন ডুয়ালিজমে(এক অস্তিত্ব) নিয়ে যেতে হবে।এটা কোন

মনোথেইস্টিক আকিদার কিছু নয়।।

বরং একদম বিপরীত মেরুর।

এবার আসুন দেখা যাক এই নীতি কতটা শরী'য়া সম্মত। আকর্ষনের নীতি অনুযায়ী আপনি নিজেই নিজের রিয়েলিটি সৃষ্টিকারী, এখানে আল্লাহর কোন ইন্টারভেনশন নেই! আপনার অসুস্থতায় আপনিই আপনাকে সুস্থ করছেন, ব্যবসায়ে সাফল্য আনছেন, সুতরাং সৃষ্টিকর্তার প্রতি ডিপেন্ডেন্সি থাকলো না যেটা মুসলিমরা সব ক্ষেত্রে করে থাকে। নিজেকে রবের আসনে বসানো শিরক।

তাকদীরের বিশ্বাসটাকেই সম্পূর্ণভাবে কবর দিতে হবে যদি একে কেউ চর্চা করতে চায়। ওদের কথানুযায়ী আপনিই সব নির্ধারণ করছেন, আল্লাহ নয়! আপনার রিষিকদাতা আপনি নিজেই!! এরকম ভয়াবহ বিষয় গুলি চলে আসবে। সর্বোপরি, এই নীতি যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সেটাই তাওহীদের(একেশ্বরবাদের) বিপরীত মেরুর।

তাই সর্বপ্রথম সে আদর্শকে গ্রহন করার জন্য তাওহীদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে! তবে আমাদের দেশে প্রথমে চালাকি করে ইসলামিক টার্মগুলো দিয়ে টোপ দেওয়া হয়, কারন সব বলে দিলে কোন মুসলিমই আসবেনা। ধীরে ধীরে ননডুয়ালিজমের দিকে টানা হয়। সেটাও বলা হয় না বরং বুঝে নিতে হয় গড রিয়েলাইজেশন কোর্স থেকে। তো ল অব এট্রাকশন এর মেকানিজম জেনে ফলো করতে হলে আপনাকে আগে আল্লাহ ডিপেন্ডেন্ট রিয়েলিটির বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে হবে। আপনাকে ভাবতে হবে সকল পাটিকেলই স্রষ্টার অংশ এমনকি আপনিও, সবকিছু মিলিয়ে ঈশ্বর, আপনি ডিভাইন বিং এজন্য আপনার সে সক্ষমতা আছে যে

আপনি আপনার আশপাশটাকে প্রভাবিত করতে পারবেন ইচ্ছানুযায়ী। স্টিং থিওরির ন্যায় যেহেতু সব ম্যাটারই বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির ভাইব্রেটিং এনার্জি, আপনার কনসান্সেসের এম্বিশন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে। সুতরাং এ এক আকিদাগত সুবিশাল ডিসটর্শন।

সজ্ঞানে কোন মুসলিম এর অনুসারী হতে পারেনা। ওই বিশ্বাস হচ্ছে আধুনিক প্যাঙ্গেইজম। এর অনুসরণ যেকোন মু'মিনকে মুশরিক ও খাটি কাফের করে ফেলবে। পড়ে আসুন শাইখ সালেহ আল মুনায্জিদের পেইজ থেকেঃ <https://islamqa.info/en/112043> তিনিও আমার ন্যায় একই কথাই বলেছেন।

সম্ভবত এর চর্চাকারীরা কিছুক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছে বিধায় এর এত জনপ্রিয়তা। এ নীতির সফলতার ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর সর্সারি (যাদু) এবং জ্বীনদের হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। যাদুর বিষয়টা ম্যাজিক্যাল থিংকিং ঘরানার কিছু হতে পারে, এসব ব্যপারে আল্লাহ ভাল জানেন। তবে যাদু জাতীয় হলে অবশ্যই কুফরি। স্মরণ করা যেতে পারে ওই স্ত্রীলোকের ঘটনাকে যা নবী (স) ওফাতের পরে ঘটেছিল, যেটা মা আয়েশা (রা) সহ অনেক সাহাবীরাই দেখেছিল। সে হাদিস দ্বারা যাদু অথবা কুফরির এক্সট্রেম লেভেল সম্পর্কে জানা যায়, যে অবস্থায় আল্লাহ ঈমানকে উঠিয়ে নেন এবং অভিশপ্ত অবস্থায় দুনিয়াতেই যা চায় তা দিয়ে দেন। ঐ স্ত্রীলোকটি কোন

ম্যাটারকে যা আদেশ করত, সেটা তাই হয়ে যেত।।

Evil Eye (বদ নজর)এর ক্ষেত্রে যে মেকানিজম , হতে পারে আকর্ষণের নীতিও কাছাকাছি কোন ফিল্ড ব্যবহার করে, খুব সম্ভবত সেটা ম্যাজিক-সর্সারির মধ্যেই পড়বে এবং এর প্রাকটিসিং কুফর ও শিরকেরই আওতাভুক্ত। সত্য হচ্ছে কাফেররা যাই বলে বা করে তাতে মিথ্যার ভাগই বেশি থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই(৯৫% ক্ষেত্রেই) কাফেররা কোইন্সিডেন্টকে তাদের ওই আকিদা ও চিন্তার খাপে ফেলে দেয়। আর ফারিন জ্বীনদের ইন্টারভেনশনও এরকম ফেনোমেনা তৈরি করতে সক্ষম। যেমন ধরুন,কোন এরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তি লোকসান হতে থাকা ব্যবসায় লাভের জন্য নিয়মিত কল্পনা (ভিজ্যুয়ালাইজেশন) করতে থাক, পরে দেখলো, হঠাৎ বিক্রি বেড়ে গেল এবং ব্যবসায় সবুজ বাতি জ্বলতে দেখে সে লোক ভাবতে লাগলো ল অব এট্রাকশনই ঠিক!

আল্লাহর উপর ভরসা করে লাভ নাই (নাউজুবিল্লাহ)! জ্বীনরা এভাবে চূড়ান্ত গোমরাহ করেনে এভাবে কাজ করতে পারে যে,ক্রেতাসাধারণের অন্তরে ওই লোকের ব্যবসায়ের জিনিস ক্রয়ের জন্য অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে ধাবিত করলো, এবং পরিশেষে গনহারে ওই পন্য কিনলো যা ওই ব্যবসায়ে সাফল্য এনে দিলো। উল্লেখ্য, শয়তানের ওয়াসওয়াসা এরূপ মনেহয় যে, ওই ব্যক্তিবিশেষের চিন্তা তার একান্তই নিজের। এজন্য কুচিন্তার জন্য কোন কোন মানুষ ভুল করে নিজেকেই দোষারোপ করে যদিও সেসব শয়তানের, অথচ সে জানেনা। তাই জ্বীনদের

ইন্টারভেনশনের সম্ভাবনাই সর্বোচ্চ।।

যখন এদেশীয় ল অব এট্রাকশনের পেজটিতে গিয়ে মন্তব্য করা শুরু করি, তখন এডমিন খুবই বিরক্ত হন। আমার কमेंট গুলি হয়ত মুছে দেওয়া হয়েছিল। এর কিছু পরেই ম্যাসেজ পাই এডমিন এর কাছে থেকে। তারা আমার পরিচয় জানতে চায় এবং জানতে চায় কেন আমি তাদের ডিসিটফুল কার্যে বাধ সাধছি!



বাংলাদেশে law of attraction এর প্রচারকারীরা:

আপনাদেরকে অনেক আগেই Theosophical society(pagan mystery school) এর থেকে গজিয়ে ওঠা নিওপ্লেটনিক প্যাগান মুভমেন্টঃনিউএজ এর বাংলাদেশি শাখা কোয়ান্টাম ম্যাথডের[৬]

ভেতরটা দেখিয়েছি। আপনাদেরকে দেখিয়েছি এই ব্যাবিলনিয়ান মিস্টিসিজমের একটা কুফরি শিক্ষা তথা law of attraction[১] এর বিষয়টি। আগেই জানিয়েছি যে, Law of attraction (LoA) সম্পূর্ণভাবে মেইনস্ট্রিম 'সাইন্স' উৎসারিত কনসেপ্ট।

আধুনিক ফিজিক্সেরই গভীর শিক্ষা এটা। পিথাগোরাস থেকে শুরু করে আজকের আর.সি হেনসি পর্যন্ত সকল ফিজিসিস্ট/ন্যাচারাল ফিলসফারগন এই স্যাক্রিড সাইন্সকে প্রচার করেছেন। সামান্য কিছু রিয়েলিস্ট ফিজিসিস্টরা গর্দভের মত এর বিরোধিতা করে থাকে, এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যাহোক, আপনাদেরকে কোয়ান্টাম ম্যাথডের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাংলাদেশি একটা পেজের[২] সাথে পরিচয় করিয়েছিলাম যারা এই LOA এর কুফরি আকিদা প্রচার করে যাচ্ছে। পেজটি এমনকি ছোট নাটকও তৈরি করছে(ইউটিউবে), কুফরি আকিদা ইঞ্জেক্ট করার জন্য।পেজ এডমিনের নাম রেজওয়াদুদ মাহিন[৩]।

আগে কোয়ান্টাম ম্যাথডের সাথে যে সংশ্লিষ্ট ছিল সেটা গোপন করতে চায়। এদের কার্যনীতিই এরূপ। নিত্যনতুন নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আপনারা জানেন কিনা, কোয়ান্টাম ম্যাথডেরই একটি সংগঠন "প্রজ্ঞা ফাউন্ডেশন" তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যাহোক, রেজওয়াদুদ মাহিন নামের অল্প বয়স্ক ছেলেটার প্রোফাইলে গেলেই ওর সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাবেন। বিভিন্ন বিখ্যাত সাময়িকীতে আগে লেখালিখি করত। এরপরে ফিল্ম প্রডিউসারদের সাথে কাজ করা শুরু। এখন মাবরুর রশিদ বান্না[৪] নামের এক ফিল্ম মেকারের সাথে এসিস্টেন্ট ডিরেক্টররূপে(আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিয়েটিভ ফ্যাক্টরি) কাজ করেন।

নিউমেরলজি, এসট্রলজিতে সহ বিভিন্ন কুফরি আকিদা তিনি রাখেন। সাধারণ মুসলিমদের সাথে মিশে তার কুফরি আকিদা ইঞ্জেক্ট করার জন্য 'সালাম', 'আলহামদুলিল্লাহ', 'সুবহানআল্লাহ' ইত্যাদি ব্যবহার করেন, যাতে নির্ভেজাল মনে করানো যায়। এতে সাধারণ আলাপচারীতায় কোন সমস্যা খুজে পাওয়া যাবেনা।

তার প্রিয় উক্তিঃ "Know thyself!

"Everyday in every way I'm getting better better & better"

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে

রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন"। সুতরাং বুঝতেই পারছেন কোয়ান্টাম ম্যাথডের সাথেই সংশ্লিষ্ট। তার সাথে বেশ কিছু কথাও হয় আমার। তাকে সাধারণ লোকদের শিরক ও কুফরের দিকে ডাকার ব্যপারটি জিজ্ঞেস করলে বেশ রাগান্বিত হন। যেন এটা তার অধিকার। তিনি বলেন, "apnar esob bosta pocha gyan nijer kase rakhen,..."। পরবর্তীতে আমাকে মুনাফিক বানিয়ে দেয় কারন ফেসবুকে আমার ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া নেই!!! বর্তমানে প্রীতি ফাউন্ডেশন[৫] নামে একটা সংগঠন বানিয়ে নিয়েছে।

এরকম আরেকটি পেজ ছিল, যাদের এডমিনদের কাউকে পাওয়া যায় নি। দেশের বাইরে হাজারো পেজ/চ্যানেল রয়েছে এ প্যাগান ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউ প্রচারের জন্য। এরাও এক গুরুর মহান অপেক্ষায়। যাকে আমরা দাজ্জাল বলে জানি।

[১] <https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730.1073741828.282165055574027/343448226112376/>

[২] <https://m.facebook.com/LawOfAttractionBangla/>

[৩] <https://m.facebook.com/rezwadud.mahin>

<https://m.facebook.com/LawOfAttractionBangla/phot>

os/a.1661996364032784.1073741826.16613381474
31939/2018868708345546/

[8] <https://m.facebook.com/Bannah69>

<https://m.facebook.com/UCF-749351008528057/>

[٩] <https://m.facebook.com/PrityFoundation>

[١٠] [https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/
a.291781357945730.1073741828.28216505557402
7/470207743436423](https://m.facebook.com/islamic.cognition/photos/a.291781357945730.1073741828.282165055574027/470207743436423)



‘তাও’ মেডিটেশন ও জুডো-কারাতের অতিপ্রাকৃত সংশ্লিষ্টতা:

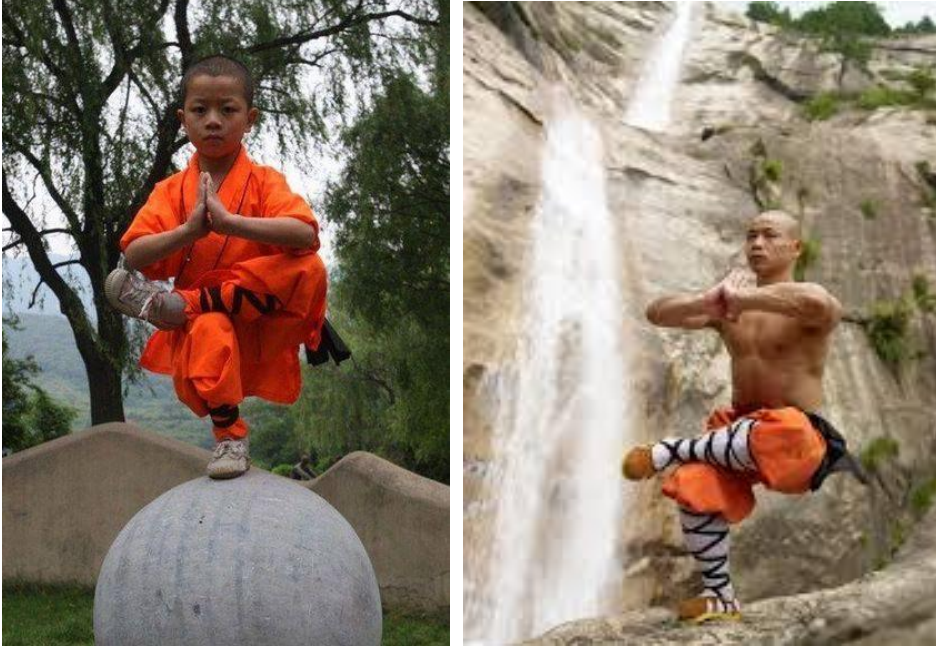
মেডিটেশন করতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার একটি বিবরণ এবং এ সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে তবে তার আগে জেনে নিতে হবে তাও বা দাও ধর্মদর্শন সম্পর্কে। চীনদেশীয়-তিব্বতীয় তাও বা দাও(Taoism) নামক কুফরী এবং শিরকী ধর্মীয় দর্শনে ঈশ্বরকে লৈঙ্গিক দিক থেকে ভাগ করা হয়, বলা হয় সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের পুরুষ-নারী ভাগ আছে যেটি তাওবাদের সাদাকালো চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়। দাবী করা হয় যে এই শক্তি (Chi) সুপ্ত আছে মানুষের ভেতরে যাকে জাগ্রত করতে হয় মেডিটেশন করে, ফলে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করা যায়।



অন্যদিকে, তাওবাদের দর্শন থেকে অনুপ্রাণিত তাই-চি(Tai-Chi) নামক জুডো/কারাতে এবং আই-চিং (I-Ching) নামক ভবিষ্যতবাণীর বিদ্যা সম্পর্কে অনেকেরই জানা আছে, যার মধ্যে শেষোক্তটি শহীদ আল বোখারী চর্চা করেছেন বা এখনও করেন।

তাও মেডিটেশনের মাধ্যমে শক্তি অর্জনের শুরুতে শিরক করতে হয়, ডাকতে হয় এই ধর্মদর্শনের গুরুস্থানীয় ‘পবিত্র ব্যক্তিদের’। ‘তাও’ মেডিটেশন করতে গিয়ে এক তাই-চি অনুশীলনকারী আক্রান্ত হয়েছেন এই ‘বিশেষ শক্তি’ দ্বারা যার অভিজ্ঞতা

তিনি একটি ওয়েবসাইটে (dangerofchi.org) বর্ণনা করেছেন ও এই বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। তার মতে এই শিরক এবং মেডিটেশনের মাধ্যমে জীন তার শরীরে প্রবেশ করে এবং এ ধরনের জীনের সাহায্য নিয়েই কিছু মানুষ ‘অসাধ্য সাধন’ করে, যেমন জুডো-কারাতের মাধ্যমে মানুষের শক্তি দ্বারা অসম্ভব এমন কাজও করে।



আধ্যাত্মিকতার অতিপ্রাকৃত শক্তির স্বরূপ কি তা বিভ্রান্তির দর্শনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী অনুধাবন করা কঠিন কারণ এর বেশিরভাগই মিথ্যা। কিন্তু এই সব অতিপ্রাকৃত শক্তি জীন কিনা তা নিয়ে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও অন্তত বোঝা যায় যে এর সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে কারণ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে জাদুবিদ্যা এবং জ্যোতিষবিদ্যাসহ বিভিন্ন ‘শাস্ত্র’ জীনদের সাথে সম্পর্কিত এবং এর প্রথম ধাপ হচ্ছে কুফর এবং শিরক। মেডিটেশন এবং যোগের যে ক’টি প্রকারভেদ আছে তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুফর আর শিরক ছাড়া কিছুই নেই।



RM: উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, বৌদ্ধদের অদ্ভুত শারীরিক কসরতের পিছনে জীন শয়তানের হাত রয়েছে।

কোয়ান্টাম মেথড, মেডিটেশন, ইয়োগা, জাদু, অকাল্ট দর্শন ইত্যাদি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে এই ব্লগ থেকে জেনে নিতে পারেন।

<https://quantummethodmeditationislam.wordpress.com/>

(অধ্যায়-২) অন্যান্য:



এই অধ্যায়ে নির্দিষ্টভাবে কোনো বিষয়কে রাখা হয়নি। বিভিন্ন টপিকসের বিষয়কে একসাথে করা হয়েছে। তাই এখানে কোনো ধারাবাহিকতা পাবেন না। এবং এক আর্টিকলে সাথে আরেক আর্টিকলের কোনো মিল পাবেন না। তবে প্রত্যেকটি আর্টিকেল থেকেই ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

টাকায় কেন লেখা থাকে ‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’ & দাজ্জালি ফেতনা:

‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’ | টাকার গায়ে এই কথাটি সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন। কিন্তু কখনো চিন্তা করেছেন কি, কেন টাকার নোটে লেখা থাকে চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ২০/৫০/১০০/৫০০/১০০০ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে?

চাহিবামাত্র ইহার বাহককে ১০০০ টাকা দিতে
বাধ্য থাকিবে - কথাটি লিখে কেন?



৬

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। এজন্য আপনাকে অর্থনীতিবিদ হতে হবে না। তবে জানতে হবে এর পেছনের কথা।

আমরা জানি বাংলাদেশের মুদ্রা ছাপার একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু কথা হলো এই মুদ্রা আসলে কী? মুদ্রা বলতে কী বোঝায় সেই সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা ভালো।

বাংলাদেশের সরকারি মুদ্রা হলো ৩ টি। ১, ২, ৫ টাকার নোট কিংবা কয়েন হলো সরকারি মুদ্রা আর বাকিগুলো হলো সমপরিমাণ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাপানো বিল অব এক্সচেঞ্জ।



বাংলাদেশ ব্যাংক টাকার বিপরীতে নোট ছাপে। তাই এটা বাংলাদেশের জনগণের কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়।

মনে করুন, আপনি কোন কারণে ব্যাংক নোটের উপরে আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই আপনি ১০০ টাকার একটি নোট বাংলাদেশ ব্যাংক কাউন্টারে জমা দিয়ে বিনিময় চাইলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিবামাত্র এর বাহককে অর্থাৎ আপনাকে সমপরিমাণ ১, ২, ৫ টাকা প্রদান করে দায় থেকে মুক্তি হবে। এই হচ্ছে মূল বিষয়।

আরেকটু ব্যাখ্যা করা যাক। বাংলাদেশ ব্যাংক যখন কোন নোট বাজারে ছাড়ে তখনই সমপরিমাণ ১, ২, ৫ টাকার নোট বা কয়েন সরকারি অ্যাকাউন্ট থেকে নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়ে নেয়। আবার যখন ১, ২, ৫ টাকা মার্কেটে ছাড়ে তখনই সমপরিমাণ নোট সরকারি অ্যাকাউন্টে জমা দেয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের নিকট থেকে টাকা নিয়ে টাকা ছাড়ে। সে হিসেবে মার্কেটে যত টাকার নোট আছে ঠিক

সমপরিমাণ টাকা (১ ও ২) বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রক্ষিত আছে। সুতরাং সব নোট ব্যাংকে জমা করলেও ১,২, ৫ টাকার কয়েন/ নোট দিতে পারবে বাংলাদেশ ব্যাংক।

১, ২, ৫ টাকা হলো টাকা বাকিগুলো বিল অব এক্সচেঞ্জ Bill of Exchange. আর এজন্য এই নোটে লেখা থাকে না ‘চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে’

। বাকি নোটগুলোয় ঠিকই লেখা থাকে।..

প্রত্যেকটা ব্যাংকের নোট ইস্যু করে স্বর্ণ মুদ্রার বিপরীতে।

যত টাকা নোট ইস্যু করা হবে ঠিক তত স্বর্ণ বা অন্যান্য আর্থিক সম্পদ বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে সংরক্ষণ করা থাকবে।

চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে এই কথার মানে হলো আপনি যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে আপনার নোট নিয়ে যান তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনার নোট এর বিপরীতে সমপরিমাণ স্বর্ণ বা আর্থিক সম্পদ দিতে বাধ্য থাকিবে।



R:M: উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, সম্পদ মূলত ১,২ ও ৫ টাকার কয়েন। কারণ ওগুলোর নিজস্ব মূল্যমান আছে। আর বাকিগুলো কাগজ ছাড়া কিছুই না। এবং আরো বুঝা গেলো, প্রত্যেকটা ব্যাংকের নোট ইস্যু করে স্বর্ণ মুদ্রার বিপরীতে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোতে কি পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুদ আছে? যদি থাকে তো ভালো কথা। আর যদি না থাকে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাছে কোনো সম্পদ নেই। দাজ্জাল যেকোনো সময় আমাদেরকে ফতুর করে দিতে পারে।

জীন ও বিজ্ঞান (মানুষ জ্বিনদের দিয়ে বাতি জ্বালায়, কম্পিউটার চালায়, প্রোগ্রামিং করে)

আল্লাহ সব জ্ঞান একেবারে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেননি। কোন কোন জ্ঞানকে আল্লাহ মেঘে ঢেকে রাখেন। যখন সময় আসে তখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। এজন্য কোরআন চিরন্তন সত্য। এমন কোন কিছু নেই যা কোরআনে ব্যাখ্যা নেই।

গায়েবের জ্ঞান না থাকায় সুলায়মান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর জ্বিনেরা বুঝতে পারে তারা এক লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ হলো। কারণ তাদের কন্ট্রোল সুলায়মান আলাইহিস সালাম থেকে অন্য বিশেষ কারো হাতে চলে গেছে। সুলায়মান আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেছিলেন তার সিংহাসনে আরেকজন আত্মাহীন

লোক বসে আছে। এই ব্যক্তিই দাজ্জালা আল্লাহ বলেন, চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়, তথা আত্মা। অর্থাৎ ঐ আত্মাহীন ব্যক্তিটিই দাজ্জাল যে সুলায়মান আলাইহিস সালামের ইসরায়েল সাম্রাজ্য দখল করার চেষ্টা করছে। এরপর সুলায়মান আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে যান এবং দোয়া করেন, আল্লাহ যেন সুলায়মান আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেন এবং তার সাম্রাজ্য যেন অন্য কেউ নিতে না পারে। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন। যদিও সেই আত্মাহীন শরীর তথা একচোখের দাজ্জাল ইসরায়েল দখল করার চেষ্টা করছে, কিন্তু আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালাম মারফত তাকে ধ্বংস করার মাধ্যমে সুলায়মান আলাইহিস সালামের দোয়া কবুলের পূর্ণতা দান করবেন।

সুলায়মান আলাইহিস সালাম জ্বীনদের দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করাতেন, কিন্তু এরপর সরাসরি দাজ্জালের নিয়ন্ত্রণে জ্বীনদের দিয়ে বিদ্যুৎ, বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে তথ্য পরিবহন, মানব শরীরের ভেতরের খুঁটিনাটি এনাটমি ও ফিজিওলজি জানা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আরো বিভিন্ন কাজ করানো হয়।



জ্বিনদের ভাষা 0/1 অথবা +/- । যখন থেকে মানুষ জ্বিনদের ভাষা আয়ত্ত্ব করতে পেরেছে তখন থেকে জ্বিনদের মানুষ কন্ট্রোল করা শুরু করেছে। ফলে জ্বিনেরা এক লাঞ্ছনাকর আজাবের মধ্যে পতিত হয়েছে। সোলাইমান আ'লাইহিস সালামের মৃত্যুর পর থেকে সুদীর্ঘ সময়ে ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার, এরপর প্রোগ্রামিং আবিষ্কার এভাবে ধাপে ধাপে তারা মানুষের অধীনস্ত হতে থাকে। মানুষ জ্বিনদের দিয়ে বাতি জ্বালায়, কম্পিউটার চালায়, প্রোগ্রামিং করে, মুহূর্তের মধ্যে মোবাইলের খবর আদান প্রদান করে। কখনও ভেবেছেন, কিভাবে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম মুহূর্তের মধ্যে কল চলে যায়? তেমন কোন সময়ক্ষেপণই হয় না। এটা জ্বিনদের ক্ষমতা। মানুষ জ্বিনদের ভাষা রপ্ত করার মাধ্যমে তাদের অনুগত করেছে। সব কিছুর মূলে +/- বা 1/0 বা পজেটিভ নেগেটিভ। আল্লাহ বলেছেন, আমি জ্বিনকে তৈরি করেছি, ধোঁয়াহীন আগুন থেকে। ধোঁয়াহীন আগুন কোনটি? ইলেকট্রিসিটি। কারণ ইলেকট্রিসিটি একটি আগুন এবং তাতে কোন ধোঁয়া থাকে না। তাতে থাকে +/- ।

আল্লাহ বলেন,

نَّارٍ مِّن مَّارِجٍ مِّنَ الْجَبَّانِ وَخَلَقَ

আল্লাহ জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন অগ্নিশিখা থেকে।

“ওয়া খালাক্বল জ্বিন্না মিন মারিজিন মিন না-র” (সূরা আর রহমান, আয়াত ১৫)। এখানে মারিজ ম্যাসকুলিন এবং নার ফেমিনিনা। একটি পজেটিভ, একটি নেগেটিভ। দুইয়ে মিলে ধোঁয়াহীন আগুন, অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটি।

কিন্তু মানুষকে এরকম দুইটি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়নি।

“তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুকনো মাটি থেকে, যার বৈশিষ্ট্য ছিল পোড়া মাটির মতো।”

كَالْفَخَّارِ صَلَّالٍ مِّنَ الْإِنْسَانِ خَلَقَ

“খালাক্বল ইনসানা মিন ছলছলিন কাল ফাখখার” (সূরা আর রহমান, আয়াত ১৪)। এখানে শুধু ম্যাসকুলিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সৃষ্টির প্রথম মানব আদম আ’লাইহিস সালামও ম্যাসকুলিন।

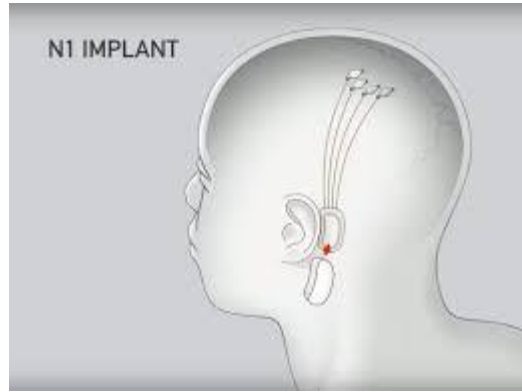
মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। সেটি হলো ইলেকট্রিক পাওয়ার তৈরির ক্ষমতা। ইসিজি হাটের এই ক্ষমতা পড়তে পারে। বলা যায়, ইসিজি হলো হাটের ইলেকট্রিক ভাষা পাঠ করার যন্ত্র। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “প্রতিটা মানুষের সাথেই জ্বিন থাকে।” তাহলে বুঝা যাচ্ছে এই জ্বিন মানুষের হাটে অবস্থান করে ইলেকট্রিক পাওয়ার অর্থাৎ পজেটিভ নেগেটিভ পাওয়ার তৈরি করে। আর ইসিজির লিডগুলো দিয়ে হাটে তৈরি হওয়া সেই ভাষা পড়া যেতে পারে।

আল্লাহ ভালো জানেন।

নিউরালিংক চিপ" আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে:

মানুষের মস্তিষ্কে কম্পিউটারের সঙ্গে জুড়তে নতুন কোম্পানি খুলেছেন টেসলার প্রধান নির্বাহী এলন মাস্ক। কোম্পানিটির নাম দেওয়া হয়েছে নিউরালিংক। ২০১৬ সালে মাস্ক নিউরালিংক প্রতিষ্ঠা করলেও এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম খুবই গোপন থেকেছে। এই প্রতিষ্ঠান মানুষের মস্তিষ্কে বাড়তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যোগ করতে নতুন

প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করছে। নিউরালিংককে ব্রেন-মেশিন ইন্টারফেস কোম্পানি বলা হচ্ছে। ২০১৯ সালের কোম্পানি প্রদত্ত তথ্য অনুসারে কোম্পানিটির সদস্য ৯০ জন। যাদের বেশীরভাগই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজিস্ট। নিউরালিংকে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ১৫৮ মিলিয়ন ডলার(২০১৯ পর্যন্ত) যার মধ্যে ১০০ মিলিয়নের-ই বিনিয়োগকারী স্বয়ং মাস্ক। ইলন মাস্ক ছাড়াও নিউরালিংকে বিনিয়োগ করেছেন মেক্স হডাক, বেলন রেপোর্ট, পল সেরোলা, ফিলিপ সেভেস, টিস গার্ডনার প্রমুখ।



সম্প্রতি নিউরালিংক থেকে "নিউরালিংক চিপ" নামক একটি যন্ত্র প্রদর্শন করা হয়েছে, যা গোপনে কাজ করা কোম্পানিটির অগ্রগতি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। নিউরালিংক উচ্চ ব্যান্ডউইথের ব্রেন-মেশিন ইন্টারফেস তৈরি করেছে, যা মানুষ ও যন্ত্রকে যুক্ত করবে। নিউরালিংকের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে বিশেষ চিপ যুক্ত করা, যাতে মানুষ তাদের ফোন ও কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে হাতের স্পর্শ ছাড়া, শুধুমাত্র ইচ্ছা দ্বারা।

এর পাশাপাশি 'নিউরাল লেস' প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করছে নিউরালিংক। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে ছোট ছোট ইলেকট্রোড বসানো হবে। আর সেই ইলেকট্রোডের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক কোনো কাঠামো ছাড়াই সরাসরি যন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারবে। এতে মানুষের স্মৃতির ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও যোগ করা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের

প্রযুক্তির উন্নতি হলে একসময় নিজেদের চিন্তাভাবনা যন্ত্রের মধ্যে আপলোড ও তা থেকে পরে ডাউনলোড করতে পারবে মানুষ।

নিউরালিংক চিপ এর কাজ প্রায় শেষের দিকে। কিছু দিনের ভেতরেই এটি মানবদেহে বসানো হবে। শূকরের দেহে এটি সফলভাবে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। মানুষের মাথায় একটি কয়েন আকৃতির ছিদ্র করে এই চিপটি ব্যথাহীন ভাবে বসানো হবে।



এটি বা এইধরনের চিপ বসানোর ফলে মানুষকে আর বহু চর্চা বা চেষ্টার দ্বারা কোনো কিছু আয়ত্ত করতে হবে না। আপনি একটি বই সৃতিতে ধারণ করতে চাইলে শুধুমাত্র ওই বইটিকে চিপে আপলোড করতে হবে। তাহলেই আপনি ওই বইটিকে চিরদিনের জন্য মনে রাখতে পারবেন। এর পাশাপাশি আপনি যদি কোনো কিছু চিন্তা করেন বা পরিকল্পনা করেন তাহলে সেটি সহজেই জানতে পারবে ওই চিপ নির্মাতা বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। আপনার ব্যাংক একাউন্টের তথ্য থেকে আপনার কোনো গোপন স্বপ্ন কোনো কিছুই আর গোপন থাকবে না। এমনকি আপনি কখন কি করছেন তার সবকিছুর রিয়েল টাইম তথ্য চলে যাবে এই চিপগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছে। আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাসের প্রতিটি মূহুর্তের তথ্য ধারনেও সক্ষম হবে একটি গোষ্ঠী। অর্থাৎ আপনার স্বকীয়তা বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলে কিছুই থাকবে না।

এতো গেল কেবল আপনার তথ্য ছিনতাই এর কথা। কিন্তু এরা শুধু এতেই সন্তুষ্ট নয়। এরা আপনার দেহকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। কিভাবে? একটি উদাহরণ দেখুন-- আপনি পুরুষ তাই নারীর প্রতি আপনি আকর্ষিত। কিন্তু এরা আপনার দেহে নারীর

হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেবে মস্তিষ্কে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ফলে আপনি ধীরে ধীরে হয়ে উঠবেন সমকামী, পুরুষ হয়েও পুরুষের প্রতি আকর্ষিতা(নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। পারিপার্শ্বিক উদ্দীপনাসহ বা ব্যতীত মস্তিষ্ক হরমোন ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক এমনিভাবে পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত বা এরকম কিছু পর্যবেক্ষণ করা শিশুদের দেহে সময়ের আগেই হরমোন ক্ষরণ শুরু হয়। তবে সে অনুপাতে তাদের মানসিক পরিপক্বতা না হওয়ায় তারা বিপথগামী হয়ে যায়।

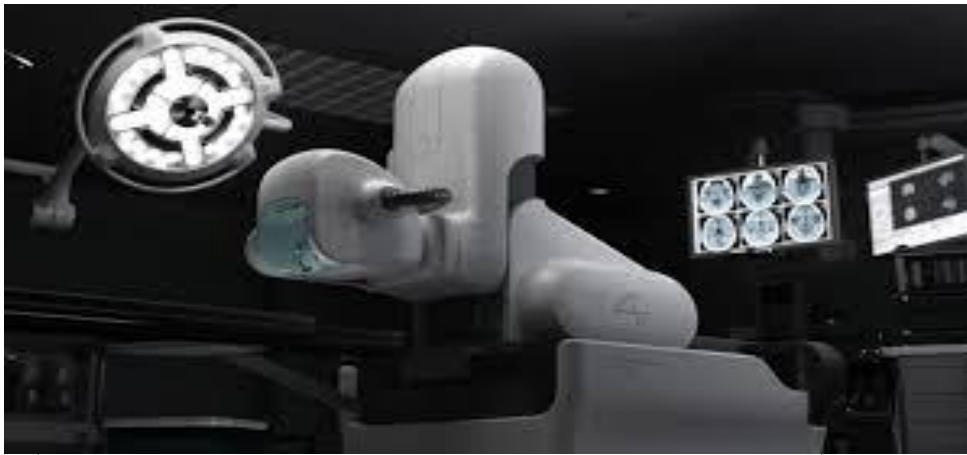
এরা আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে। ধরুন আপনি জানেন মদ হারাম, এটি পান করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এই চিপ আপনার মস্তিষ্কের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে। তাই আপনার স্মৃতি থেকে মদ সংশ্লিষ্ট সকল নেগেটিভ তথ্য উদ্ধাও করে দেয়া হবে। ফলে আপনি মদকে পান করতে দ্বিধা করবেন না।

কিন্তু কেন এসকল প্রযুক্তি উন্নয়নে এত অর্থ বিনিয়োগ? কেন এত তাড়াহুড়া? উত্তর হলো মাসীহুদ দাজ্জালের জন্য। জ্বি, এসকল শয়তানী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নিশ্চিতভাবে দাজ্জালী শক্তির সহযোগী। এবং তার তাদের মসীহের আগমন সহজ করতে এত সব কিছু আয়োজন করছে।

যখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে তখন কোনো জ্ঞান সম্পন্ন মুসলিম দাজ্জালের সহযোগী হতে চাইবে না। তাই মানুষের নিকট দাজ্জালকে গ্রহণীয় করে তুলতে দাজ্জালী শক্তির এত প্রস্তুতি। তারা মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে যাতে প্রতিটা চিপযুক্ত মানুষ মন থেকে দাজ্জালকে গ্রহণ করে। দাজ্জালের আদেশ নিষেধকে তারা গ্রহণ করে। দাজ্জালকে রব হিসেবে গ্রহণ করে। দাজ্জালের মূল উদ্দেশ্য সমাজে নানা ফেতনা সৃষ্টি করা, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা। তাই তারা মানুষের মস্তিষ্কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সকলে তাদের অনুগত হতে বাধ্য। তাদের স্বপ্নের **One World Order** তখন আরো শক্তিশালী হবে।

কিন্তু কোনো মানুষ কেন এই চিপকে দেহে লাগাবে? যেহেতু কোনো মানুষ স্বেচ্ছায়

এই প্রযুক্তিগুলো গ্রহণ করবে না, তাই তারা একে উপকারী হিসেবে প্রচার করবে। যেমন এর দ্বারা চিকিৎসা করলে রোগ নিরাময় হবে, প্রতিবন্ধীরা উপকৃত হবে, মানুষ সহজে যোগাযোগ করতে পারবে ইত্যাদি। এই চিপটি অনেক উন্নত প্রযুক্তি। তাই এর দাম অনেক বেশী হওয়ার কথা। কিন্তু এর দাম হবে অনেক কম, এমনটা জানিয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু কেন? কারণ তারা চায় এই চিপটি সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষকে নিজেদের অধীনস্ত করতে।



এটি ফেতনার জামানা। চারদিকে ফেতনার ছড়াছড়ি। তাই নিত্য নতুন ফেতনার বিষয়ে নিজে সচেতন হোন ও অন্যকে সচেতন করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের এই ফিতনার সময়ে সকল ফেতনা থেকে রক্ষা করুন।

مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ
وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

রেফারেন্স :

- <https://observer.com/.../elon-musk-neuralink-ai-brain.../>
- <https://www.theguardian.com/.../elon-musk-neuralink-chip...>
- <https://www.thehindu.com/.../&ved=2ahUKEwic1L...>
- <https://roar.media/bangla/main/tech/neuralink-the-technology>

- <https://www.dezeen.com/.../&ved...>
- <https://www.technologyreview.com/.../&ved...>
- <https://www.csoononline.com/.../what-are-the-security...>

ফার্মিস প্যারাডক্স→ এলিয়েনিজম→ ট্রান্সপেনশন হাইপোথেসিস:

যখন মহাঋষি পিথাগোরাস মশাই মিশরে গিয়ে ব্যাবিলন থেকে আসা ম্যাজিয়ানদের থেকে প্যাগান থিওলজি ধার করে আনেন, গ্রীস হয়ে যায় জ্ঞান-

বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই সর্বোপ্রথম 'গোলপৃথিবী'র ধারনার প্রচারকার্য শুরু করেন। তার থেকে গ্রীস, আরব সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। কস্মোলজিক্যাল রিরাইটিং তার থেকেই শুরু হয়। ৩৩ ডিগ্রি ফ্রিম্যাসন এলবার্ট পাইক সাহেব ওনার মতবাদের এর ব্যপারে বলেনঃ

"পিথাগোরাস প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ঋষি খেতাব, যার মানেঃ যিনি জ্ঞানী। তিনি ঐসব দার্শনিকদের তৈরি করেছিলেন যারা গুপ্তবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা অর্জনে পড়াশুনা এবং পছন্দ করত। তিনি যে মহাকাশবিদ্যা (এস্ট্রোনমি) শিক্ষা দিয়েছেন, তা মূলত জ্যোতিষশাস্ত্র(এস্ট্রলজি): তার সংখ্যাবিজ্ঞানের ভিত্তি ছিল কাব্বালার মূলনীতি।

সবকিছু সংখ্যার আবরণে ঢাকা।"

[এলবার্ট পাইক, মোরালস এন্ড ডগমা]

যাহোক, তার কন্সপ্ট ধীরে ধীরে অন্যান্য যাদুকরদের হাতে আরো সমৃদ্ধ হতে থাকে। আউটার স্পেস, গ্র্যাভিটি, কোটি কোটি ছায়াপথ, সোলার সিস্টেমের নোশন ডেভেলপ হতে শুরু করে, সব কিছুর রিলেটিভ ব্যাখ্যা, ম্যাথম্যাটিকস প্রভৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সেসব গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।

এই মহাতত্ত্বের উপর যেরকম প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা ও সম্ভাবনা গড়ে ওঠে তেমনি অনেক (স্ববিরোধী কিন্তু নীতি বিবর্জিত নয়- প্যারাডক্স) সমস্যাও তৈরি হয়। উদ্ভূত ওইসব সমস্যার সমাধানও রাতারাতি তৈরি করা হয় কথিত বৈজ্ঞানিকগণের হাতে। এরকম একটা সমস্যা বা জিজ্ঞাসা তৈরি হয় ফিজিসিস্ট এন্রিকো ফার্মির কাছে। তার প্রশ্ন ছিল এইরূপ - মহাবিশ্বে বিলিয়ন বিলিয়ন ছায়াপথে বিলিয়ন বিলিয়ন সোলার সিস্টেমে কোটিকোট পৃথিবীর মত বাসযোগ্য গ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক, তেমনি ভাবে মানুষের মত বা তারচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রাণীরও অস্তিত্ব থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিগত হাজার বছরের ইতিহাসে এবং আজ পর্যন্ত তাদের কোন খোজ পাওয়া যাচ্ছে না কেন(?)। কেনই বা তারা দুনিয়াতে হামলা চালাচ্ছে না!! এন্রিকো ফার্মির জীবনাবসান ঘটে ১৯৫৬ সালে।

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fermi_paradox

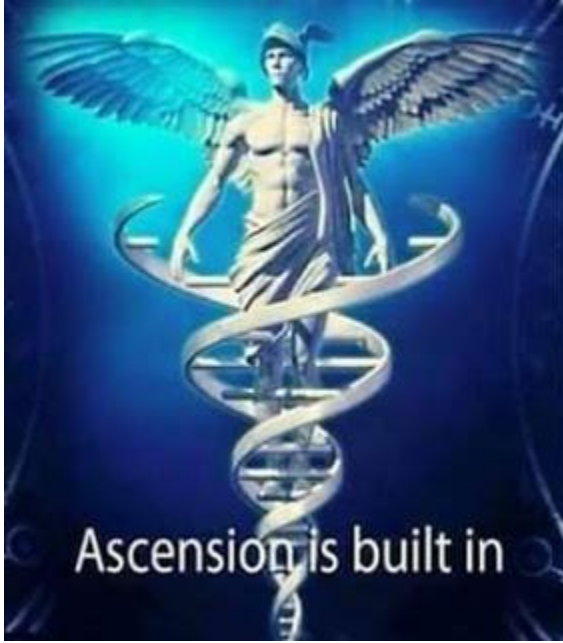
ব্যস, তখন থেকে শুরু হয়ে গেল UFO(আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট) sighting। বিভিন্ন আকৃতির মহাকাশ যান দর্শন। সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছিলো

ডিস্ক শেপড ফ্লাইং অবজেক্ট বা সসার। বিভিন্ন ম্যাগাজিন -পত্রিকায় শুরু হলো এলিয়েন প্রোপাগান্ডা। সাাইন্সফিকশন গল্প ছিল এলিয়েন ফ্যান্টাসিতে ভরপুর। হলিউড সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। স্পেস ট্রাভেল, চন্দ্রাভিযান, এলিয়েন এনকাউন্টার নিয়ে অজস্র মুভি আসতে থাকে। রোনাল্ড রিগ্যান সাহেবগনও এলিয়েন ইনভ্যাজনমেন্টের এলার্ম দিয়ে দেন। ব্যস, শিক্ষিত পার্লিকের মাথায় গেঁথেই গেল এলিয়েনিজম। এর অনেক পরে এলিয়েন এবডাকশনের কাহিনী শুরু হয়। চারদিক থেকে বিভিন্নরকম তথ্য প্রমাণ আসতে শুরু করে।

এরপরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু হয়, এই ইউএফও'র মালিকগন দুনিয়ারই প্রডাকশন। মানবজাতির চেয়েও পুরাতন রেস। অনেক বড় নির্ভরযোগ্য তথ্য আসতে থাকে যে, এই 'এলিয়েন জাতি' নেভাডার এরিয়া ৫১ তে মানুষের সাথে এক হয়ে গবেষণা কাজ চালাচ্ছে। এখন অনেক ধ্যান-যোগসাধকগন চ্যানেলিং করেন, এলিয়েনগনের সাথে টেলিপ্যাথিক কন্টাক্ট হয়। যন্ত্রপাতি হাকিয়ে আকাশের দিকে মুখ করতে হয়না, কিছু পাঠাতেও হয় না। কিন্তু এই জাতের আজীব এলিয়েন (শয়তান জ্বীন) শো অফ সম্পূর্ণ সমাধান দেয় না।

কোটি কোটি ছায়াপথের মাঝে কোটি কোটি সোলার সিস্টেমের লক্ষ লক্ষ এডভ্যান্স সভ্যতাগুলো তো মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন বছর ধরে Evolved হতে হতে টেকনোলজিক্যাল সিঙ্গুলারিটিতে স্পর্শও করে ফেলেছে।

তো, আমরা তাদের টেকনোলজিক্যাল এডভান্সমেন্টের কোন প্রমাণ দেখছি না কেন, এত কাল গেল, এত প্রতীক্ষা চললো এরপরেও তাদেরকে কেন দুনিয়ায় হানা দিতে দেখা যাচ্ছে না!! আমাদের দখলও করছে না। এলিয়েন ইনভ্যাজন কেবল মুভিতেই আটকে আছে। এই প্যারাডক্স এখনো মানুষকে ভাবায়। এর উত্তরে অভিনব হাইপোথেটিক্যাল ট্রোল চলে এসেছে। ট্রান্সেনশন হাইপোথেসিস।



এলিয়েনগন এখন **outer-space** বাদ দিয়ে **inner space travel** শুরু করে দিয়েছেন। কিরকম?

ধরুন আগে টেকনোলজির সব কিছু ছিল বড় সাইজের, দিন যতই যাচ্ছে উন্নয়নের সাথে সাথে সব কিছু ছোট হচ্ছে। এভাবে ছোট হতে হতে এক পর্যায়ে সাব এটমিক লেভেলে চলে আসে। আগের যুগের কম্পিউটারের সাইজের কথা ভাবুন,

আর আজকের হাতের মুঠোর স্মার্টফোন কত ছোট অথচ অনেক বেশি স্মার্ট। স্মার্ট ডাস্টও চলে এসেছে। এভাবে ক্ষুদাতিক্ষুদ্র হতে হতে মিনি ব্ল্যাকহোল তৈরি করে থ্রি ডাইমেনশনভেদ করে হায়ার ডাইমেনশনে চলে যাবে। এভাবে এলিয়েনগন তারা সময়ভ্রমনের দ্বারা ভবিষ্যতে চলে গেছে। এজন্য তাদের কোন খোজখবর নেই। আমাদেরকেও এভাবে টেকনলজিক্যাল সিংগুলারিটি অর্জনের পরে দুচারশত বছর পরে এরকম ক্ষমতা দেবে। তখন আমরাও ইনার স্পেস ভ্রমণ করে এলিয়েনদাদাদের সাথে হাই হ্যালো জানাতে পারব।

চলুন এই এডভ্যান্স কাটিং এজ ট্রোলটি উত্তেজিত জ্যাসন সিলভার মুখ থেকেই শুনিঃ

<http://youtube.com/watch?v=nQOyJUDTKdM>

এখানে আসল ব্যপারটা হচ্ছে হায়ার ডাইমেনশন এবং সেখানকার হায়ার ইন্টেলিজেন্সের অস্তিত্বকে প্রমোট করা। আমরা ভাল করেই জানি এই ইন্টেলিজেন্স কারা। জ্বীন-শয়তান। সহজ ভাষায় শয়তান-জ্বীনদের সাথে র্‌যাশনালি যোগাযোগ করাকে জাস্টিফাই করা। এটা এ যুগের পিথাগোরাসের উত্তরসূরি এস্ট্রলজার, স্পিরিচুয়ালিস্ট, উইচদের আকর্ষণ করেছে। আসুন এক প্যাগান এস্ট্রাথিওলজিস্টের মুখে 'সুপারকুল-সুপার ইন্টারেস্টিং' ট্রান্সেনশন হাইপোথেসিস বিস্তারিত শুনিঃ

<http://youtube.com/watch?v=viqbG4MT-9w>

কাফেরদের প্রপাউন্ডেড থিওরিগুলো বস্তুত একধরনের হেগেলিয়ান ডিয়ালেক্টিক।
ওরা প্রবলেম, রিয়্যাকশন ও সল্যুশন এর নীতি অনুসরণ করে। সমাধান আগে
জেনেই নিজেরাই সমস্যা বানায় এরপরে পাব্লিকের রিয়্যাকশন পেয়ে সল্যুশনের
দিকে হাটায়। যাদুকের পিথাগোরাস সাহেব শিখিয়েছিলেন ভন্ড এস্ট্রলজি যা
পরবর্তীতে এস্ট্রোনমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুফরি জ্যোতিষশাস্ত্র যেকোনভাবে
শয়তানের দিকেই প্রত্যাভর্তন করবে। এজন্য তার তত্ত্বের প্রগ্রেসের একপর্যায়ে
এলিয়েন তত্ত্ব চলে আসে। সেজন্য প্রোপাগান্ডা চালিয়ে শয়তান জ্বীনদেরকে ভিন্ন
ভাবে ডিফাইন করায়।

এখন ট্রান্সেশন হাইপোথেসিস তাদের হায়ার ডাইমেনশনে অবস্থানের ব্যপারটা
অনেক প্রজ্ঞার সাথে সামনে এনেছে। আমাদেরকেও ওদের ডাইমেনশনে ট্রান্সেন্ড
হবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। বড় আফসোসের বিষয়, আমরা কাফেরদের
দূরদর্শিতাপূর্ণ ভ্রান্ত মিথ্যাচারকে ভক্তিসহকারে গ্রহন করি। ওদের পাতানো শয়তানি
ফাদকে ফাঁদই মনে করিনা আমরা। কুফরারদের চিন্তাকে গ্রহন করেই ক্ষান্ত নই
আমরা, উহাকে কুরআন সুন্নাহর সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক কথাকেও যুক্তি দিয়ে জোর
করে কম্প্যাটিবল বানাই। কেউ যদি সব খুলে খুলে বর্ণনা করে সাবধানও করে,
তবে তার কথাকে ভুল প্রমানকরন ও তামাশা করতেও বিরত হইনা।

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে নবজাতকের ছবি তোলা থেকে বিরত থাকুন:

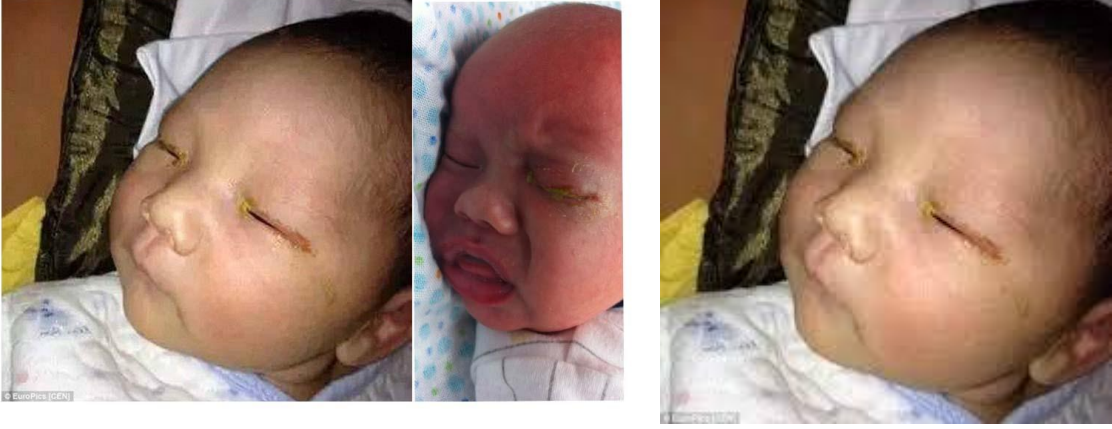
ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটে চোখের গুরুত্বপূর্ণ কোষ ঝলসে যাওয়ায় চিরদিনের মতো অন্ধ হয়ে গেল ছোট্ট প্রাণ।



পারিবারিক জমায়েতে ছবি তুলছিলেন এক বন্ধু। মায়ের কোলে শুয়ে থাকা খুদের ছবিও তোলেন তিনি। কিন্তু অসাবধানে ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট অফ করতে ভুলে যান। তার মুখ থেকে মাত্র ১০ ইঞ্চি দূর থেকে ক্যামেরা তাক করে শাটার টিপতেই ফ্ল্যাশের তীব্র আলো জ্বলে ওঠে। ছবি তোলার পর শিশুর মধ্যে অস্বস্তি লক্ষ্য করেন তার বাবা-মা। বোঝা যায়, তার দেখতে অসুবিধা হচ্ছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে দেখা যায়, ফ্ল্যাশের ঝলকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চোখের ভিতরে থাকা ম্যাকিউলা-র কোষ। উল্লেখ্য, এই ম্যাকিউলা অংশেই বাইরের আলোকরশ্মি প্রথম ফোকাস করে। এর সাহায্যেই সমান্তরাল দৃষ্টি ক্ষমতা তৈরি হয়। চিকিৎসকদের মতে, শিশুটির ডান চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে

গিয়েছে। বাঁ চোখের দৃষ্টিশক্তিও যথেষ্ট ক্ষীণ। জানা গিয়েছে, সার্জারির সাহায্যেও এই ক্ষতি মেরামত করা সম্ভব নয়।



প্রসঙ্গত, শিশুর ৪ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ম্যাকিউলার গঠন সম্পূর্ণ হয় না। এই কারণে অতি উজ্জ্বল আলোর নীচে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে শিশু।

বিশেষজ্ঞদের সতর্কবাণী: জোরালো আলোর সামনে নিজে থেকেই শিশু চোখ বন্ধ করে নিলেও সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়েও সেই আলো প্রবেশ করলে চোখ পাকাপাকি ভাবে নষ্ট হতে পারে। তাঁরা জানিয়েছেন, সমস্যা এড়াতে শিশুকে স্নান করানোর সময় শৌচালয়েও উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা অনুচিত।

RM: বর্তমানে এটা একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে। ছবি তুলতেই হবো আবার আপলোড দিতেই হবো। অনেকের কাছে এটা যেন ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বাচ্চাটার নাইচ চোখ নষ্ট হয়েছে ফ্ল্যাশ লাইটের কারণে। কিন্তু যাদের ছবি ফ্ল্যাশ ছাড়া তোলা হয়, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বদনজরের দ্বারা। অর্থাৎ নবজাতকের সুন্দর ছবি দেখে অনেকেই বদনজর প্রদান করবে। এতে ওই বাচ্চার ক্ষতি হবে। এসব ব্যাপারে রুকিয়া গ্রুপ গুলোতে জানতে পারবেন। আর তাছাড়া অপ্রয়োজনে ছবি তোলা তো এমনিতেই

হারাম। সুতরাং শুধু নবজাতক নয়, সবার ছবি তোলা ও তা আপলোড দেয়া থেকে বিরত থাকা চাই।



ইসলামের দৃষ্টিতে ছবি

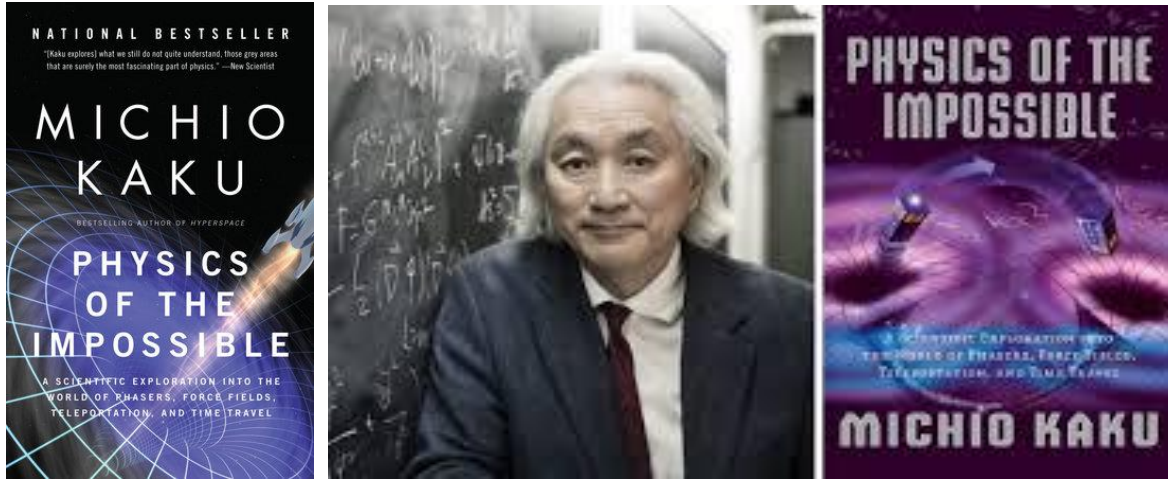
কোনো প্রাণীর ছবি তোলা, ঘরে সংরক্ষণ করে রাখা বা দেয়ালে ফ্রেমবন্দি করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। ছবিতে ধারণকৃত প্রিয়জনের প্রিয় মুখের দিকে মানুষ ফিরে ফিরে তাকায়। পীর-ফকির ও অতি শ্রদ্ধাভাজন কারো ছবি আবেগপ্রবণ মানুষকে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করে। কখনো এই ছবি শোকের স্মারক হয়ে ব্যক্তির জীবনকে দুঃখিত, ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রযুক্তির সহজলভ্যতার সুযোগে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেলফির প্রতি আসক্তি চোখে পড়ার মতো।

সেলফি তোলা এখন চলতি ফ্যাশন, যেভাবে পছন্দের তারকাদের ছবিসংবলিত গেঞ্জি-জার্সি গায়ে দেওয়া ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। অথচ রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘ওই ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যে ঘরে কোনো ছবি, কুকুর বা এমন ব্যক্তি থাকে, যার ওপর গোসল করা ফরজ’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৪১৫২)

আল্লাহ আমাদেরকে এই ছবি তোলার ফেতনা থেকে হেফাজত করুন আমিন।

মিচিও কাকুর (কাববালিস্ট) এসব অদ্ভুত চিন্তা কার দ্বারা প্রভাবিত:

মিচিও কাকু, একজন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন পদার্থবিজ্ঞানের ব্যতিক্রমী একটি বিষয়ের উপর- অসম্ভবের পদার্থবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যে বিষয়গুলো সায়েন্স ফিকশনে শোনা যায় কিন্তু বাস্তবতা অনেক দূর, সেগুলো নিয়ে করেন কাজ। খুঁজে খুঁজে বের করেন কোন কোন উপায়ে সম্ভব হতে পারে সেসব বিষয়। মজার এই দিকটি নিয়ে তিনি লিখেছেন একাধিক বই, দিয়ে যাচ্ছেন পাবলিক লেকচার, করে যাচ্ছেন নানা টিভি প্রোগ্রাম। এসবের উপর লেখা তার বই দ্য ফিজিক্স অব দ্য ইম্পসিবল (The Physics of the Impossible) সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। হয়েছে বেস্ট সেলার।



বিজ্ঞানের ব্যতিক্রমী এই দিকটি নিয়ে তিনি হুট করেই কাজে লেগে যাননি, এমনি এমনিতেই সফলতা পাননি, এমনি এমনিই বিখ্যাত হননি। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল এসব নিয়ে কাজ করবেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি এসব বিষয়ে পুলকিত হতেন। তার সেই আগ্রহের পেছনে লেগে থেকেই ধীরে ধীরে আজকের অবস্থায় এসেছেন।

কোনো বিষয় শুরুতে শুনতে অদ্ভুত মনে না হলে বিষয়টি নিয়ে কোনো আশা নেই।

(অ্যালবার্ট আইনস্টাইন)

অসম্ভবের বিজ্ঞানের সাথে তার পথচলার গল্প তিনি বলেছেন তার বই দ্য ফিজিক্স অব দ্য ইম্পসিবল বইতো। এই বইয়ের প্রারম্ভিকার একটি অংশ থেকে তার জীবনের কথা তুলে ধরছি পাঠকদের জন্য।

- 1) এমন কোনো একদিন কি আসবে যেখানে দেয়াল ভেদ করে হাটা যাবে অনায়াসে?
- 2) এমন কোনো নভোযান কি বানানো যাবে যেটি চলবে আলোর গতির চেয়েও বেশি গতিতে?
- 3) সম্ভব হবে কি অন্যের মনের কথা পড়ে ফেলা?
- 4) হওয়া যাবে কি অদৃশ্য?
- 5) না ধরে না ছুঁয়ে শুধু মনের শক্তি দিয়ে নাড়ানো যাবে কি কোনো বস্তু?
- 6) পৃথিবীতে বসে দেহকে প্রতিলিপি করে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে কি মহাবিশ্বের দূরবর্তী কোনো গ্রহে?

ছোটবেলা থেকেই এ রকম প্রশ্নে বিমোহিত হতাম। বড় হবার সময়টায় পদার্থবিজ্ঞানে আগ্রহী অনেকের মতো আমিও টাইম ট্রাভেল, রে-গান, ফোর্স ফিল্ড, প্যারালাল ইউনিভার্স ইত্যাদির সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা নিয়ে ভেবে ভেবে বিমোহিত হতাম। সে সময়টায় আমার কল্পনার এক বিশাল ক্ষেত্র তৈরি করেছিল জাদু, ফ্যান্টাসি আর সায়েন্স ফিকশন। একসময় এই অবাস্তব বিষয়গুলো আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

সেই পুরনো ‘ফ্ল্যাশ গার্ডন’ টিভি সিরিজের কথা মনে পড়ে যায়। প্রত্যেক রবিবার

টিভি সেটের সামনে যেন আঠার মতো লেগে থাকতাম। বিস্মিত হতাম ফ্ল্যাশ, ডক্টর যারকভ, আর ডেল অর্ডেনের চোখ ধাঁধানো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সমাহার দেখে। রকেট যান, অদৃশ্য রক্ষাবরণ, রে-গান, আকাশলোকে ভাসমান শহর- কী নেই সেখানে! কোনো সপ্তাহেই আমার বাদ যায়নি দেখা।

প্রকৃতপক্ষে কাব্বালাহর দর্শনকেই গাণিতিকরূপে উপস্থাপন করা হয়। এমনকি মিচিও কাকু সাহেব ও তার মতো অনেক বিজ্ঞানী তো বলেই ফেললো যে কাব্বালাহ নাকি বর্তমান বিজ্ঞানের থেকেও হাজার বছর এগিয়ে!

<https://www.youtube.com/watch?v=tuKwz0MEawI>

এক ইজরাইলী ফিজিসিস্ট তো বললো কাব্বালাহ আসলে সাইন্স, এটা নাকি জাদু না। এই জ্ঞান নাকি এক্সট্রা ডাইমেনশনাল বিং থেকে এসেছে (যাকে আমরা শয়তান বলে চিনি আরকি)। এখন সবাই নিরলস পরিশ্রম করছে যাতে কাব্বালাহর কথাগুলোই থিওরী হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। বাহ!

আসলে বিশ্ব সেদিকেই এগোচ্ছে। আইনস্টাইনের cosmic religion, New World Order এর New World Religion, Science of Living অর্থাৎ Quantum Method এসব নামে বাবিলের সেই শয়তানী জ্ঞানকেই মানুষকে গেলানো হচ্ছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানী সাহেবগণ বলতে চাচ্ছেন যে পুরো জগতটাই নাকি সিমুলেশন। যা কোনো বুদ্ধিমান সত্তা কর্তৃক নির্মিত। মিচিও কাকুও এ কথা বলেছিল যে এই জগতের পিছনে বুদ্ধিমান সত্তার হাত আছে।

কাকু ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের ডেইলি স্টারকে বলেছে,

"I have concluded that we are in a world made by rules

created by an intelligence. Believe me, everything that we call chance today won't make sense anymore. To me it is clear that we exist in a plan which is governed by rules that were created, shaped by a universal intelligence and not by chance..."

<https://www.express.co.uk/.../7.../PROOF-of-God-real-Michio-Kaku>

সংযোজন: উপরোক্ত আর্টিকেল টুকু ওয়েবসাইট থেকে নেয়া। এবার প্রশ্ন হলো তার বইয়ে সে যে আজব ৬টি (পয়েন্ট করে দেয়া আছে) সম্ভাবনার কথা বলেছে, খুব চিন্তা করে দেখুন তো এগুলো কোন প্রজাতির প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। দেয়াল ভেদ করা, অদৃশ্য হওয়া, মনের কথা পড়া, আলোর গতিতে চলা??? ঠিক ধরেছেন। এগুলো এলিয়েনের (জীন) বৈশিষ্ট্য। সে জিনের সাহায্য নিয়েই এগুলো করার স্বপ্ন দেখছে। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে কালো জাদু চর্চা করতে হবে। অবশ্য সে রীতিমতো করা শুরু করে দিয়েছে এবং সে এটাকে (কাব্বালা) সাইন্স বলে।

সত্যিই কি কাউকে হিপনোটাইজ করা সম্ভব?

হিপনোটিজম কিংবা সন্মোহন বিদ্যা বলে একটা ব্যাপার আমরা অনেকেই শুনেছি। আপনাকে যখন কেউ সন্মোহিত করবে, আপনি তখন এমন এক জগতে চলে যাবেন যে আপনি শুধু তা-ই দেখবেন বা অনুভব করবেন যা আপনাকে দেখতে বলা হবে। অবচেতন মনে আপনি এতোটাই প্রভাবিত হবেন যে, আপনি সন্মোহিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট আচরণ করতে বাধ্য হবেন।

হিপনোটিজম বেশ প্রাচীন বিদ্যা। প্রাচীন মানব সভ্যতার অনেকেই এই বিদ্যাটিকে ভাবতো যাদু বিদ্যা। কেউ হিপনোটিজম করলে মানুষ মনে করতো তার অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে।



১৮৪০ সালে স্কটল্যান্ডের ড. জেমস ব্রেড এই বিদ্যার নাম দেন “হিপনোটিজম”। নামের পেছনে অবশ্য কার্যকরণ আছে। হিপনোটিজম শব্দটির উতপত্তি গ্রীক শব্দ হিপনোস (Hypnos) থেকে। এই হিপনোস শব্দের অর্থ হচ্ছে, “ঘুম”। যেহেতু সন্মোহিত ব্যক্তি অনেকটা ঘুমের ঘোরেই হিপনোটাইজড হয়ে কাজ করতে থাকেন, তাই এই বিদ্যাকে হিপনোটিজম নাম দেয়া হয়।

সন্মোহনের কয়েকটি পর্যায় আছে।

- মারণ
- ট্রাটন
- শুভন
- বশীকরণ

১. মারণ: মারণ হল অপছন্দের লোক কিংবা কোনো শত্রুকে সম্মোহিত করে নিকেশ করে ফেলা।

২. ট্রাটন: ট্রাটন হল ট্রাণ। এর মানে হচ্ছে, সম্মোহন করে শত্রুর দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। সুযোগ নিয়ে তাকে বশীভূত করা।

৩. শুভন: শুভন মানে তোলাই দেওয়া বা বার খাওয়ানো। এই পদ্ধতিতে ঘোরতর অপরাধীকে সম্মোহন করে এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় যে, সে অপরাধবোধ স্বীকার করে মহান হতে চায়। শুভনে ফেঁসে গিয়ে আসামী গড়গড় করে সব কিছু তদন্তকারী অফিসারকে বলে দেয়।

৪. বশীকরণ: নানা কৌশলে মানুষকে সম্মোহনের মাধ্যমে নিজের বশে এনে বিভিন্ন নির্দেশ দেয়াই বশীকরণ।

চাইলেই অবশ্য কাউকে সম্মোহন করা যায় না। কাউকে হিপনোটাইজ করতে হলে তার সাহায্য লাগবে। মানে সেই ব্যক্তি যদি ইচ্ছে না করেন তাহলে হিপনোটাইজ করা সম্ভব হয় না। সাধারণত সম্মোহিত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে প্রথমে এক দৃষ্টিতে কোনো জিনিসের দিকে পূর্ণ মনযোগ দিয়ে তাঁকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয়। অনেকক্ষণ যাবত যখন লোকটা কোনো কিছুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে তখন এমনিতেই

চোখ এবং মনও কিছুটা ক্লান্ত হয়ে যাবে। তখন তাকে বলা হবে চোখ বন্ধ করতো। চোখ বন্ধ করেই সম্মোহিত ব্যক্তি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে অনেকটা। যদি ঠিক ঠাক

সম্মোহিত হয়ে থাকে, তাহলে এই পর্যায়ে হিপনোটাইজড ব্যক্তিকে সম্মোহনকারী ব্যক্তি বিভিন্ন কথা বলবে, নির্দেশ দিবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো হিপনোটাইজড ব্যক্তি এই নির্দেশগুলো পালন করতে শুরু করবে!

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে খুব সাধারণ ব্যাপার।

হিপনোটাইজমের এতটাই প্রভাব যে, ধরে নিন এখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু, আপনি যাকে হিপনোটাইজ করলেন তাকে আপনি বুঝালেন এখন শীতকাল। সম্মোহিত ব্যক্তি তখন হিপনোটাইজড থাকা অবস্থায় ঠক ঠক করে কাঁপা শুরু করবে, প্রবল শৈত্য প্রবাহে যেমন করে মানুষ কাঁপে ওমন। সম্মোহিত ব্যক্তি ঐ নির্দিষ্ট সময়টায় নিজেকে কানা, খোঁড়া, অন্ধ, বাক শক্তিহীন সবকিছুই ভাবতে পারো। ধরেন, আপনার কোনো বন্ধু চরম পর্যায়ের বাঁচালা। কিন্তু, হিপনোটাইজম করে আপনি তাকে বুঝালেন, তুমি বোবা, তুমি কথা বলতে পারবে না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সে সত্যিই বিশ্বাস করবে সে বোবা, এবং কথা বলতে পারবে না! এবং সম্মোহন ভেঙ্গে যাওয়ার পর সেই ব্যক্তি ওই নির্দিষ্ট সময়ে কী কী ঘটেছে এবং সে কী কী করেছে, তার কিছুই মনে রাখতে পারে না!



ইংল্যান্ডে একজন দাঁতের ডাক্তার ছিলেন। তার নাম ডা. এস ডেলা। তিনি অবশ্য করার কৌশল ব্যবহার না করে রোগীকে হিপনোটাইজ করে দাঁত তুলে নিতেন। দাঁত উঠানোর সফলতা কাজে লাগিয়ে হিপনোটিজম ব্যবহার করে তিনি এরপর ফুসফুসের অস্ত্রোপচারও করেন! জটিল অপারেশনের সময় রোগীর মনে যে চাপ পড়ে, দুশ্চিন্তার তৈরি হয় সেসব দূর করা সম্ভব হিপনোটিজম করে।

এতো ভালো দিক বললাম। হিপনোটিজমের অপব্যবহারেরও উদাহরণ আছে অজস্র। ১৯৭০ দশকের কথা। আমেরিকায় থাকতেন এক ভারতীয় গুরু। তার শিষ্য সংখ্যা বেশ ভালোই। একদিন তার কি মতি হলো কে জানে! তিনি তার শিষ্যদেরকে হিপনোটাইজড করে নির্দেশ দিলেন, বিষ পান করতো একটা বড় ড্রামে তরল বিষ ভর্তি ছিলো। শিষ্যরা সম্মোহিত অবস্থায় গুরুর কথা শুনে এক গ্লাস করে বিষ পান করলো। এই ঘটনায় এক সাথে প্রায় ৭০ জন মানুষ মারা যায়! আমেরিকান সরকার তখনকার এই গণআত্মহত্যায় আতংকিত হয়ে এই ধরনের গুরুকেন্দ্রিক আশ্রম গড়ে তোলার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলো।

আমেরিকা ও ব্রিটেনের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী একদল মানুষের ওপর হিপনোটিজমের প্রভাব কতখানি কার্যকর হয় সেটি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তারা দেখতে চেয়েছেন যে, হিপনোটাইজ করে একজন নিরেট ভদ্র ভালো মানুষকে খুনি বানানো সম্ভব কি না! গবেষণার ফল কি হয়েছে জানেন? গবেষণার ফল হয়েছে যে, একজন সাধারণ মানুষকে হিপনোটাইজ করে সত্যি সত্যি তাকে দিয়ে মানুষ খুন করানো সম্ভব! হিপনোটাইজ হয়ে সে একজন মানুষকে অবলীলায় খুন করে আসবে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে সম্মোহন ভেঙ্গে গেলে এই খুনের কোনো কথাই তার মনে থাকবে না!

সংজোযন: হিপ্টোনাইজড বা সন্মোহন জাদু বিদ্যারই একটি অংশ। আটিকেলটি পরে স্পষ্ট বুঝা যায়, এক্ষেত্রে শয়তানের সাহায্য নেয়া হয়, যদিও তা উল্লেখ করা হয় নি। অতীতের সন্মোহন তো আপনারা পড়লেন। এবার বর্তমানের সন্মোহন বুঝে নিন। বর্তমানে সন্মোহন করা হয়, কার্টুন, নাটক, মুভি, উপন্যাস, খবর, গান, ফ্যাশন শো, মডেলিং, চিপস, ড্রিঙ্কস, চকোলেট, ফাস্ট ফুড, ইত্যাদির মাধ্যমে। আপনারা খেয়াল করবেন যখন মানুষ টিভি দেখে তখন এক দৃষ্টিতে দেখে। সে যেন কোথায় হারিয়ে যায়?? দুনিয়ার কোনো খবরই থাকে না। টিভির ওই প্রোগ্রামটির ভিতরে সে ঢুকে পরে। এভাবেই তাকে বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে সন্মোহন করে সাবলিমিনাল মেসেজের দ্বারা উগ্র ও অবাধ্য বানিয়ে ফেলা হচ্ছে।

Near Death Experience (NDE) / মৃত্যুর খুব কাছে:

নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্সের ব্যপারে জ্ঞান থাকা জরুরি। যদিও এ বিষয়টা ব্যাখ্যা করবার জন্য লেখা, তবুও সংক্ষেপে এর ব্যপারে বলব যাদের মস্তকে এ ব্যপারে কোন তথ্য নেই। সারাপৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাজারও মানুষ এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে, যখন তাদের জীবন সংকটাপন্ন হচ্ছে।



ভিকটিম যখন দুর্ঘটনাজনিত কারনে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে অথবা তাকে ক্লিনিক্যালি মৃত ঘোষণা করা হচ্ছে, এর কিছুসময় অন্তর চেতনা পূর্ণরূপে ফিরে আসে, আর কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। প্রত্যেক ভিকটিমই আউটার বডি এক্সপেরিয়েন্স করে। তার আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করে। আর সেই সাথে উর্দ্ধগমন শুরু করে।

সে আকাশে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙ এর বর্ণিল চক্রাকার ঘূর্ণনশীল আলোর টানেল দেখতে পায়, যার চূড়া উজ্জ্বল আলোকময়। সেই সাথে অনুভব করে সে বর্ণিল আলো অসম্ভব মায়া ও ভালোবাসা দ্বারা ভরা, যা তার আত্মার সুক্ষ্ম নন সলিড দেহে ঠিকরে পড়ছে। আর প্রবল অকৃত্রিম ভালবাসার উদ্বেক ঘটাচ্ছে। এরূপ স্বপ্নীল অথবা প্যারানরমাল বিষয়টি ঘটার মুহূর্তে কেউ কেউ জাহান্নাম ও তার অল্প কিছু অধিবাসীদেরকে দেখতে পায়।

এমতাবস্থায় সে এক সত্তাকে দেখে এবং তার সাথে কথা বলে। খ্রিষ্টানদের কেউ একে ঈসা(আ) বলে। কেউ বা মনে করে ইনিই সৃষ্টিকর্তা। কেউ মনে করে এই হচ্ছে প্রকৃতিমাতা! সে সত্তা থেকে প্রবল ভালবাসা উদ্বেককারী আলো বিকিরন

হতে থাকে, যা উইটনেসের শরীরকে ভেদ করে যেতে থাকে। এমতাবস্থায়, সে ব্যক্তি চায় দুনিয়া ছেড়ে সে মায়ার দিকে চলে যেতে, এভাবে উপরে উঠতে থাকার এক মুহুর্তে সে সত্তা গায়েবী আওয়াজে তাকে বলে 'তোমার কাজ এখনো সমাপ্ত হয়নি, তাই দুনিয়ায় ফিরে যাও', এমতাবস্থায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই ব্যক্তির আত্মা দেহে ফিরে আসে!!

নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স হবার পর যেকোন ব্যক্তির জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে, তার দৃষ্টিভঙ্গিও পালটে যায়। অনেক নাস্তিক খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণ করেছে, অধিকাংশই স্পিরিচুয়ালিস্ট হয়েছে। এক নাস্তিক স্কাইডাইভার ভুল করে দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে সমুদ্রে জেলিফিশদের আস্তানায় পড়ে, সেখানে জেলিফিশের কামড়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় তারও **NDE** হয়। পরবর্তীতে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করে। এক জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাও **NDE** এর কবলে পড়ে রাতারাতি সুস্থ হয়ে যায়।

নাদিয়া ম্যাকাফ্রি সাপের কামড়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় একই রকম দৃশ্য দেখে। তিনি একই অনুভূতি লাভের আশায় কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেন!

এরকম হাজারো ঘটনা রয়েছে। অনেকসময় এমনটাও হয় যে রোগীকে ক্লিনিক্যাললি ডেথ ঘোষণা করা হয়, আবার সরাসরি মৃত ঘোষণার অনেক পরেও সেন্স ফিরে আসে, আর এরূপ অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। প্রায় সকল ধর্ম বর্ণের মানুষ প্রায় একই ধরনেরই দৃশ্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে ।



এবার ব্যাখ্যায় আসি, বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা ছিল, সংকটাপন্ন অবস্থায়, মস্তিষ্কের অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় এজন্য এরূপ বায়োক্যামিক্যাল রিএকশনে এরূপ স্বপ্ন বিভ্রম ঘটে। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, সংকটাপন্ন মুহূর্তে মস্তিষ্ক শরীরকে স্বাভাবিক সচেতনতায় ফেরাতে এরকম স্বপ্ন তৈরি করে, অর্থাৎ এজন্য কাল্পনিক স্বত্বা তৈরি করে মৃত অচেতন অবস্থা থেকে ফেরত যেতে বলে।

বিজ্ঞানীগণ নির্বাক হয়ে যান, যখন এক জন্মান্না মহিলা জরুরি অপারেশন এর সময় আত্মাকে শরীর থেকে বের হতে দেখে, এমনকি চিকিৎসকদের সার্জারিটাও দেখে, তিনি তার হাতের নখের নেইলপলিশের রঙ আর আঙ্গুলের রিং এর পাথরেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্ভুল বর্ণনা দেন, অথচ তিনি জন্মান্না!

এটাই আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য লাভের অকাট্য দলিল হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়
এসোটেরিস্টদের কাছে।

বস্তুত, এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যপার ঘটে। এনডিই যে অভিজ্ঞতার অবতারণা
ঘটায়, সেটা নিউএজারদের সাইকোডেলিক ড্রাগের (DMT, আইয়োয়ান্ডক্সা,
এলএসডি) প্রায় একই রকম হয়ে থাকে। সামান্য ভিন্নতা রয়েছে। এটা শয়তান
জ্বীন ঘটিত একটি স্বপ্নিল অনুভূতির ঘোর। মৃত্যু পূর্বেকার অদৃশ্যজগত দর্শনের যে
ঘটনাপ্রবাহ হবার কথা, সেরূপ বর্ণনা অনুযায়ী প্রচলিত কোন ধর্মকেই গ্রাহ্য করে না
নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স। আর প্রত্যেকেরই বর্ণনা প্রায় একই রকমের। আর
সৃষ্টিকর্তা অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ছদ্মবেশে যে স্বত্ত্বা মিথ্যা মায়ার বিস্তার ঘটায়,
মূলত সে শয়তান। এজন্য সত্য মিথ্যা সকল ধর্মের অনুসারীরা একই রকমের দৃশ্য
প্রত্যক্ষ করে। এনডিই স্পিরিচুয়ালিস্টিক চিন্তা আনয়নের জন্য ঘটায়। এরজন্য প্রায়
৮০% ভিক্টিম স্পিরিচুয়ালিস্ট হয়ে যায়।

এ এক্সপেরিয়েন্স শয়তান সকল ধর্মের ভেদাভেদে বিভ্রান্তি তৈরি করে, এছাড়া
একরকমের রিজেকশনের দিকে নিয়ে যায়। ভিক্টিম অবিশ্বাসী হবার পরেও
সৃষ্টিকর্তার অভ্যর্থনা তাকে প্রচলিত সব ধর্ম গুলোকে রিজেক্ট করতে সাহায্য করে।
কারণ এমতাবস্থায় সে ভাবতে শুরু করে, মৃত্যুর পরে সবাইকে সমানভাবে আচরন
করা হবে, এজন্য প্রতিষ্ঠিত সকল ধর্ম মানবজাতির মধ্যে বিভেদ, হানাহানি তৈরি
করার কাজ ছাড়া আর কিছু করে না।



আউটার বডি এক্সপেরিএন্স বা দেহত্যাগের অনুভূতি মাথার ভেতরেই হতে থাকে।
 আত্মা দেহ ত্যাগ করে না, আর ভিক্টিম জীবনের সকল চিহ্ন বর্জন করলেও বেচেই
 থাকে।। বাকি প্রজেকশনের দায়িত্ব শয়তানের। শয়তানই বাহ্যিক পরিবেশ
 অবলোকনের ব্যবস্থা করে। থার্ড আই ইনেবল্ড থাকলে বা clairvoyant রা
 যেভাবে, ফিজিক্যাল চোখ বন্ধ থাকলেও জ্বীনদের সাহায্যে দেখে, তেমনি।

এজন্য বিষয়টি ব্যপারে জানা থাকলে এরূপ ফিতনায় পতিত হলে বা হতে দেখলে,
 বিশ্বাস (আকিদায়) বিকৃতি আসবে না, ইনশাআল্লাহ।

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience

সুশান্তের আত্মার' সঙ্গে কথোপকথন ও ভিডিও রেকর্ড; (দাবি গবেষকের):

বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিংয়ের মৃত্যুশোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি ভক্তকূল। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় হওয়া মামলার তদন্তও চলছে। এর মধ্যেই প্রকাশ হচ্ছে নানা তথ্য। কখনো অন্যান্য তারকাকে অভিযুক্ত করা, কখনো সুপারস্টারদের বিল বোর্ড ভাঙচুর। তবে মুম্বাই পুলিশ তাদের অনুসন্ধানের পর সুশান্ত আত্মহত্যা করেছেন বলেই নিশ্চিত করেছে। কিন্তু তার আত্মহত্যার জন্য বলিউডের স্বজনপ্রীতিকে দায়ী করছেন ভক্তরা। এরই জের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বড় বড় রাঘব বোয়ালদের।



নজরদারি আর অভিযোগ থেকে বাদ যাননি পরিচালক শেখর কাপুর, আদিত্য চোপড়াসহ নানা জন। নানা কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়া এবং অকারণে সিনেমা থেকে বাদ পড়ার কারণে বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন আমির খানের বিখ্যাত সিনেমা

পিকেতে আনুষ্কা শর্মার বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করা সুশান্ত রাজপুত।

এসব কারণেই এখন তদন্তের সূত্র হয়ে উঠেছে পুলিশের। তাকে আত্মহত্যার মতো পরিস্থিতির দিকে যেতে বাধ্য করারে পেছনে কাদের হাত রয়েছে সেটিই এখন দেখা হচ্ছে।

কিন্তু সুশান্ত ভক্তরা এবার ছুটছে অন্য দিকে। বিশ্ব বিখ্যাত অশরীরি বিশেষজ্ঞ সিটভ হাফকে সুশান্তের আত্মার সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করে আসছিলেন তার ভক্তরা। এটি সম্ভব হলে সুশান্তের মৃত্যু রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হবে বলে মত তাদের। প্রথমে সিটভ রাজি না হলেও পরে তিনি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করেন। সুশান্তের আত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

ভারতের একটি ইংরেজি ভাষার টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে, গত দশ বছরে সিটভ কয়েক হাজার মানুষের আত্মার সঙ্গে কথা বলেছেন। সিটভ গোটা পৃথিবীতে কয়েক মিলিয়ন ভক্ত যোগাড় করেছেন। তার ইউটিউব চ্যানেলে ১৮ লাখ সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। তিনি নিজেকে আত্মাদের সঙ্গে কথা বলার এই পদ্ধতির আবিষ্কারক বলে দাবি করে থাকেন।

সিটভ দাবি করেছেন, স্প্রিট বক্সের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন সদ্য প্রয়াত বলিউড অভিনেতা সুশান্তের আত্মার সঙ্গে। এসময় তিনি বেশ কিছু প্রশ্ন করেন তার

আত্মাকে এবং এসব প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে সুশান্তের আত্মা। এমন দাবি করে সেই কথোপকথনের ভিডিওটি ইউটিউবে প্রকাশ করেছেন স্টিভ।

স্টিভের প্রকাশিত ভিডিওতে কথোপকথনটি পাঠকের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো;

স্টিভের দাবি করা কথোপকথন তুলে ধরা হলো:

স্টিভ সুশান্ত রাজপুতের আত্মাকে উদ্দেশ্য করে প্রথমেই বলেন, ‘আমি তোমার কাজের সঙ্গে আপনার অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত নই। আমি সিনেমা জগতের কেউ নই। কিন্তু আমি তোমার মৃত্যুর পর দেখলাম অনেক মানুষ তোমাকে ভালোবাসে। পৃথিবীতে তোমার অনেক ভক্ত রয়েছে।’

স্টিভ প্রশ্ন করেন, ‘তুমি কি তোমার ভক্তদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাও? তুমি এখন বলতে পারো। আমি এ কাজ (আত্মাদের সঙ্গে কথা বলা) করছি গত দশ বছর যাবত। আমি এই ডিভাইস আবিষ্কার করেছি এবং তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমার সঙ্গে কথোপকথনের জন্য। তুমি যদি তোমার ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতে চাও তাদের জন্য কোনো বার্তা দিতে চাও তবে তুমি এটি করতে পারো খুব সহজেই। তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সুশান্ত? তুমি ব্যস্ত না থাকলে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো।’

উত্তরে সুশান্ত রাজপুত বলেন, ‘আমি এখন কথা বলার জন্য প্রস্তুত। আমি ব্যস্ত নই।’

এরপর শুরু হয় সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারের ভিডিও প্রকাশ করেন স্টিভ হাফ। ভিডিওতে দেখা যায় স্টিভকে আর শোনা যায় স্টিভের বক্তব্য অন্যদিকে যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসে সুশান্তের গলা।

প্রশ্ন (স্টিভ): তুমি কি মনে করতে পারো কিভাবে মৃত্যু হয়েছে?

উত্তর (সুশান্ত): ওরা সবাই আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে।

প্রশ্ন (স্টিভ): তুমি (অন্য কাউকে মনে করে) কি সুশান্তের সঙ্গে দেখা করেছো?

উত্তর (সুশান্ত): আমরা ভ্রমণে আছি এখন।

প্রশ্ন (স্টিভ): তুমি (অন্য কাউকে মনে করে) কি আমাকে সুশান্তের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে পারবে?

উত্তর (সুশান্ত): আমিই বলছি। আমি এখন কথা বলার জন্য প্রস্তুত।

স্টিভ সুশান্তকে প্রশ্ন করার আগে বলেন, ‘আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি।’

ভালোবাসাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র উপাদান। তোমার এমন অনেক ভক্ত আছে যারা তোমাকে ভালোবাসে। তোমার সাক্ষাৎকার করার জন্য তোমার ভক্তরা হাজার হাজার মেইল করেছে আমাকে। অনেক অনুরোধ করেছে। অনেক মেইল এখনো আসছে। তারা তোমাকে ভিন্নভাবে হলেও দেখতে চায়। তবে এটি আমাকে খুবই মর্মান্বিত করেছে কারণ আমি কখনো তোমার সিনেমা দেখি নাই। তোমার ভক্ত নই। তাই আমার তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তবে আমার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার এই স্প্রিট বক্স (সিটিভের আবিষ্কৃত অশরীর সঙ্গী কথা বলার যন্ত্র) দিয়ে তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।

যতক্ষণ তুমি (সুশান্ত) অপরপাশে থাকছেন ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে এই আলোচনা চালিয়ে যেতে চাই। এই যোগাযোগ গোটা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ। তাদের পক্ষ থেকে আমি আত্মাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। তোমার সঙ্গেও।

প্রশ্ন (সিটিভ): তুমি এভাবে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারার বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর (সুশান্ত): এটা খুবই ভালো হয়েছে হাফ।

প্রশ্ন (সিটিভ): তুমি বলছো, তুমি খুবই সুখে আছো। সত্যিই তাই?

উত্তর (সুশান্ত): হ্যা, আমার ভক্তদের বলো আমি স্বর্গে আছি।

প্রশ্ন (সিঁভ): তুমি স্বর্গে কি দেবতার সঙ্গে আছো?

উত্তর (সুশান্ত): দেবতারা স্বর্গের অল্প আলোতে রয়েছেন।

প্রশ্ন (সিঁভ): তুমি তাহলে অন্য স্বর্গে দেবতার চেয়ে দূরে ভিন্ন পাশে রয়েছো?

উত্তর (সুশান্ত): তারা আমাকে (সিঁভ) দেখতে পাচ্ছে। আমি দেবতার সঙ্গে দেখা করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

প্রশ্ন (সিঁভ): তোমার অনেক ভক্ত আমাকে বলেছে তারা তোমার জন্য প্রার্থনা করছে যেন তুমি দেবতার সাক্ষাৎ পাও।

উত্তর (সুশান্ত): তুমি কি বলতে পারো, ভক্তদের জন্য আমার কী বলা উচিত?

প্রশ্ন (সিঁভ): তুমি কি বলতে চাও তাদের, তুমি বলতে পারো এখনই। অবশ্যই আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি এখন। প্রার্থনা করি তোমার জন্য।

উত্তর (সুশান্ত): আমি এখন যাচ্ছি। আমি স্বর্গে একটু বিশ্রাম নিতে যাব।

প্রশ্ন (সিটভ): তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুশান্ত। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য।

উত্তর (সুশান্ত): আমরা এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

প্রশ্ন (সিটভ): তুমি কি এখনো আমার সঙ্গে আছো?

উত্তর (সুশান্ত): আমি এখন হাটছি।

প্রশ্ন (সিটভ): অনেক মানুষ তোমার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চায়। তারা বলছে, মৃত্যুর সময় তোমার সঙ্গে অনেক খারাপ কিছু হয়েছে। তুমি কেন আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিলে? তুমি কি সেখানে এখন তোমার নিজস্বতা যা তুমি চাও তা পেয়েছো?

উত্তর (সুশান্ত): পেয়েছি। কারণ আমি তো মানুষ।

প্রশ্ন (সিটভ): ঠিক আছে। তুমি কি তোমার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে? মানুষ জানতে চায় বিস্তারিত।

উত্তর (সুশান্ত): এ প্রসঙ্গ বাদ দাও।

প্রশ্ন (সিঁটভ): বাদ দেব? এখানে দুটি স্পিট বক্স আছে আত্মাদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি একটিতে। কিন্তু অন্যটিতে দেখতে পাচ্ছি তোমার পাশেই একজন শুয়ে আছে মেঝেতে। কে সে?

উত্তর (সুশান্ত): এখানে আমার বাবা।

প্রশ্ন (সিঁটভ): আমি কি সত্যিই দেখতে পাচ্ছি?

উত্তর (সুশান্ত): হ্যাঁ আমার দেবতার সঙ্গে।

প্রশ্ন (সিঁটভ): তিনি মেঝেতে শুয়ে আছেন?

উত্তর (সুশান্ত): তাদের ছবি।

প্রশ্ন (সিঁটভ): সুশান্ত আমি তোমাকে অনুভব করতে পারছি। তুমি এখানেই আছো।

সব ভালোবাসা তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করছি। হাজার হাজার মানুষ

তোমার জন্য শোক প্রকাশ করছেন। তারা তোমার অর্জনের প্রশংসা করছেন।

একই সঙ্গে তোমার চলে যাওয়ায় দুঃখ পেয়েছে ভক্তরা। সত্যি বলতে সুশান্ত,

তোমার ভক্তদের ভালোবাসা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তোমার সঙ্গে যুক্ত হতে। এই পৃথিবী তোমাকে ভালোবাসে।

তোমার অশরীরি শক্তি এবং আমার শক্তি ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা আবারও যুক্ত হতে চাই। তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধু বা ভক্তের জন্য কোনো উপদেশ দিতে চান তাদের যদি সহযোগিতা করতে চাও তবে আমি সে কাজে তোমার সঙ্গি হতে চাই।

উত্তর (সুশান্ত): সেটি মৃত্যুর পর।

প্রশ্ন (সিঁভ): আমি জানি তুমি মৃত। কিন্তু তুমি এখন আমার সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলছো। মানুষের মাঝে চেয়ে দেখো, প্রিয় মানুষের কখনো মৃত্যু হয় না। আমি মানুষের জীবনের ধারণা বদলে দিতে চাই। তাই গত কয়েকবছর যাবত কাজ করে যাচ্ছি। যেন মানুষ ভাবতে পারে তাদের প্রিয়জন ভিন্নভাবে বেঁচে আছে। তারা মরে যায়নি।

প্রশ্ন (সিঁভ): সব ঠিক আছে সুশান্ত। আমি তোমার শক্তি অনুভব করছি এই কক্ষের মধ্যে। আমি গত রাতেও তোমার শক্তি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। এবং এটি আমার নিজস্ব শক্তির সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে।

প্রশ্ন (সিটভ): তুমি (সুশান্ত) তো ছিলে গতরাতে তাই না?

সুশান্ত (উত্তর): হ্যাঁ আমিই ছিলাম।

প্রশ্ন (সিটভ): অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য সুশান্ত। আমার বন্ধু তুমি। ধন্যবাদ।
তোমার শান্তি কামনা করছি।

তার পর ভিডিওতে শোনা যায় একটি নারী কণ্ঠে ভেসে আসে। এবং সাক্ষাৎকারটি শেষ হয়।

তখন সিটভ বলে ওঠেন, এটি শেষ হলো। এই নারী কণ্ঠ জানিয়ে দিলো আমার আর সুশান্তের কথপোকথন শেষ হওয়ার কথা।

সুশান্তের এবং সিটভ হাফের এই সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা ভারতীয় ইংরেজি ভাষার গণমাধ্যমটির পক্ষে বলা হয়, ‘আমরা এই সাক্ষাৎকারটিতে উল্লেখিত কোনো তথ্যই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি না। তবে এটি আমরা প্রকাশ করেছি সুশান্তের ভক্তদের সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা আশা করছি, এই সাক্ষাৎকারটি পাঠক স্বাভাবিকভাবেই নেবেন। এবং তারা এটি পড়ে সুশান্তের জন্য প্রার্থনা করবেন। যেন সে মৃত্যুর পরের জীবনে ভালো থাকে।

<https://www.somoynews.tv/pages/details/225039?fbclid=IwAR32id8KuINF8q-STBH9cQMN4tkVWE71W3UCnGD6AWHyQEduJRB0w6ZVmBA>

এবার আসুন বিষয় টিকে ইসলামিক দৃষ্টি কোন থেকে বিচার করি :

জাদুবিদ্যা চর্চাকারী কুফর ও শিরক এর মাধ্যমে কাফির জীনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে যাকে তারা প্রায়ই অভিহিত করে ‘অতিপ্রাকৃত শক্তি’ হিসেবে। অকাল্টের সংজ্ঞা অনুযায়ী এই ধরনের প্রক্রিয়া অশরীরী আনয়ন (spirit contact) এবং মানবদেহে অশরীরী ভর করার (mediumship) সাথে সংশ্লিষ্ট। যে/যারা ভবিষ্যতবাণী করে দেয় তার ওপর তথাকথিত ‘অতিপ্রাকৃত শক্তি’ ভর করে যা প্ল্যানচেস্ট নামে পরিচিত। এগুলো শয়তান জীন ছাড়া আর কিছুই নয় কারণ মানবদেহে অশরীরী ভর করা বা চলতি কথায় ‘জীনে ধরা’ (demonic possession) যে কোন মিথ্যা কথা নয় এটি আবু আমিনা বিলাল ফিলিপ্স তাঁর পিএইচডি গবেষণায় দেখিয়েছেন।

জাদুবিদ্যা বিষয়ে একাধিক বিজ্ঞ ইসলামিক আলেম বলেছেন, জাদুবিদ্যার মাধ্যমে আনীত শয়তান জীনেরা মানুষের কারীন থেকে তার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে যা তারা জ্যোতিষীদের কানে কানে বলে দেয়। ইএসপি (ESP) মাধ্যমে যে সব প্যারাসাইকোলোজিস্ট, সুডোসাইন্টিস্ট, গুরু, গণক অথবা জাদুকরেরা মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের দাবী করেন, তারাও জীনদের মাধ্যমে কারীনের কাছ তথ্য নেন বলে ধারণা করা হয়।

অনুরূপভাবে মৃত মানুষের কারীন থেকে শয়তান জীনেরা তারা অতীতের তথ্যও সংগ্রহ করে এবং এই জীনেরা ভর করে অন্য মানুষের শরীরে এবং তা প্রত্যক্ষকারীরা ধরে নেয় ঐ মানুষের পুনর্জন্ম হয়েছে যেহেতু সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অতীতের বর্ণনা দেয়। জাদুবিদ্যার মাধ্যমে ডেকে আনা অন্য ব্যক্তির আত্মা আসলে শয়তান জীন অথবা কারীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহু আলম।

মানসিক ক্ষমতা / Psychic Ability (magic):

এবিসি রেডিও তারকা রাদবি রেজা যা বোঝাতে চাইছেন তা সংক্ষেপে বলি, তিনি নতুন এক মাজহাবের সাইন্টিফিক মুভমেন্ট এর অনুসারী প্রাকটিসার। কোয়ান্টাম মিস্টিসিজম এর সাথে স্ট্রিং থিওরি, নিকোলা টেসলা সাহেবের তিনতত্ত্ব (ফ্রিকোয়েন্সি ভাইব্রেশন ও এনার্জি) আর ইখার এর সম্মেলনে স্পিরিট সাইন্স তৈরি করা হয়েছে। এটা ন্যাচারাল মেইনস্ট্রিম ফিজিক্সের ল এর কিছু সীমাবদ্ধতা দূর করে সুপারন্যাচারাল ফোর্সের ব্যাখ্যা দেয়। সাইকিক এবিলিটি অর্জনের সম্ভাবনার নতুন মাত্রা যোগ করে এ 'অপ'বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের অনুসারীদের কাছে সৃষ্টি স্রষ্টা আর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ভিন্ন। কিছুটা ফিলোসফিক্যাল। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি রহিমাহুল্লাহ জাদুবিদ্যাকে ৯ ভাগে ভাগ করেন, এর মধ্যে ২য় শ্রেণী হচ্ছে জ্বীনদের প্রত্যক্ষ সহায়তা ছাড়া অলৌকিক ক্ষমতা লাভ।

জাদুবিদ্যা মানেই কুফরি। উইচক্র্যাফট বা সর্সারির অনেক মাজহাব আছে। একেকটা এক এক নীতিতে কাজ করে। এটা তন্মধ্যে একটা। এটা কুফরির দিক দিয়ে আমার দৃষ্টিতে সেরা, এ সক্ষমতা অর্জন করতে হলে চর্চাকারীদের প্রকৃতির নীতির গভীর রহস্যের ব্যপারে জানতে হয়। আর এ নতুন রিফর্মড বিজ্ঞান এখন পৃথিবীর সর্বত্র প্রমোটিং চলছে বিভিন্ন সংগঠনের নামে, আমাদের দেশে কোয়ান্টাম ম্যাথড, সিলভা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি, ইন্দোনেশিয়ায় রেইকি তুম্বু, ভারতে আনন্দমর্গ, ব্রহ্মকুমারী ইত্যাদি, আমেরিকায় নিউএজ ইত্যাদি।



তবে এসকল স্পনটেনিয়াস অতিমানবিক ক্ষমতা অর্জনে সর্বপ্রথমে জ্বীনদের সহায়তা নিতে হয় ধ্যানের মাধ্যমে। ইভিল আই বা বদনজর হয়ত এ গুপ্তবিজ্ঞানের

(এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি ভাইব্রেশন আর ইথার ম্যানিপুলেশন) নীতিতে কাজ করে

(আল্লাহ ভাল জানেন)। অথবা আরও একস্তর উচু অজানা বিজ্ঞানের নীতিতে।

কারণ এরূপ অতিমানবিক ক্ষমতাস্বর মানুশরাও বদনজর থেকে বাচতে বিভিন্ন নীল

পাথরের চার্ম-এমুলেট ব্যবহার। আল্লাহ ভাল জানেন।

বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক গণজাগরণ চলছে, এজন্য বিভিন্ন রেডিও থেকেও এর সপক্ষে

প্রচার করছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ, তাদের স্পিরিচুয়াল গ্রেট

লিডার তথা ওয়ার্ল্ড টিচার বা 'লর্ড মাইট্রেয়া' বা ফাইনাল অবতার কঙ্কি বা ইহুদী

মসীহ বা খ্রিষ্টীয় এন্টি ক্রাইস্ট বা ইসলামের দাজ্জালের আগমন খুব নিকটে। তারই

অনুসারীরা গণজাগরণ এর কাজ করছে। তাই বাংলাদেশের মত জাহেলদের দেশে

এরূপ হাঙ্কা শোডাউন হতেই পারে।



এজন্যই এভেঞ্জারস, এক্সম্যানের মত সাইকিক এবিলিটির মুভি গুলো হঠাৎ এত

প্রমোশন পেয়েছিল। যাতে ইয়ং জেনারেশন এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরপরেই

স্যামুয়েল নরম্যান লুসির মাধ্যমে জানিয়েছেন ব্রেইনলকড অবস্থায় আছে। অর্থাৎ

আনইউজড,এটাকে আনলক করা সম্ভব। আর হাতে কলমে ডেমনস্ট্রেশনে আছে সকল আধ্যাত্মবাদী সংগঠনগুলো। আর এডভার্টাইজিং এ আছে ট্যারটের রাদবি দাদাবাবুরা।
যারা জাদুচর্চা করে তাদের পরকালে কোন অংশ নাই (২:১০২ অবলম্বনে)

এ্যাডভান্স হাইপারডাইমেনশনাল ফিজিক্সে

এ্যাস্ট্রোলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন:

মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান সরাসরিভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অপবিজ্ঞানের কাতারে ফেলতে চায়। যদিও এটা ৩০০ বছর আগেও মেইনস্ট্রিম বিজ্ঞান ছিল। কিন্তু আজকের পদার্থবিজ্ঞান যেসমস্ত মেকানিক্সের শিক্ষা দেয় সেগুলোর খুবই এ্যাডভান্স স্তরে গিয়ে এস্ট্রোলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন সরাসরি পাওয়া যায়। অর্থাৎ বিজ্ঞান বাহ্যিকভাবে এর স্বীকৃতি দেওয়া থেকে দূরে থাকতে চাইলেও এর মূল শিক্ষা শেষ হয় সেটার মাধ্যমে। এটা বুঝতে হলে হাইপারডাইমেনশনাল ফিজিক্স ভাল করে বুঝতে হবে। যেখানে সবকিছুই সবকিছুর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখানো হয়, এজন্য এস্ট্রোলজিকে প্রাচীন ভিত্তিহীন বিজ্ঞান বললে ভুল হবে। আমার কাছে এরূপ লাগে যে বাবেল শহরে জন্মানো এই বিদ্যা প্রাচীন যুগেই আসা এ্যাডভান্স মেটাফিজিক্যাল সিনপ্সিস।

আজকের বিজ্ঞান শুধুই সেই জ্ঞানকে ডিকোড করছে, এরজন্য কিছুকাল সেটা থেকে আলাদা থাকা আরকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন যুগে কোন লোক এক সম্প্রদায়কে একটা বিমানের এর চিত্র একে দেখালো, সবাই সেটাকে অনুকরণ করে অঙ্কন করতে লাগলো, কিন্তু ঐলোক বিমানের মেকানিজম সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। দুইতিনশত বছর পর সে চিত্রকে একদল নীতিনির্ধারক কল্পনা বলে এ্যাবান্ডন করে ধীরে ধীরে জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুসরণ করে একসময় বিমানই তৈরি করে ফেলল। তখনকার লোক প্রাচীন ছবি দেখে বলতে লাগলো, এই বিদ্যা তো সেদিনই আবিষ্কার হলো। এতো এ্যাডভান্স নলেজ প্রাচীন লোকদের মধ্যেও তবে ছিল!

একইভাবে এস্ট্রলজি আবারো বৈজ্ঞানিক সমর্থন পেতে যাচ্ছে। এরজন্য আমরা কোয়ান্টাম এবং ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স রিকনসাইল করার প্রচেষ্টায় থাকা বিজ্ঞানীগন এস্ট্রলজিকে আড়ালে আবড়ালে প্রচার করে তাদের প্রপাগান্ডা ডকুমেন্টারিতে।

জিনিসগুলোকে ইনশাআল্লাহ সবই খুলে খুলে বর্ণনা করব , এবং সেটা করতেই হবে। নতুবা কোন তত্ত্বকে কুফর সাব্যস্ত করলে যাদের জ্ঞানই নাই তারা আমাকে তো পথচ্যুত মনে করেই, পাশাপাশি স্যাটানিক থিওলজিতে সমর্থনে গোঁড়ামিও বেড়ে যায়। যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা রক্ষা করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন।

যে বিষয়টা আমাকে অবাক করে, একটা সময় ছিল খুজতাম আল্লাহর রাসূল(সাঃ) আজকের বিচিত্র কুফরি তত্ত্বের ব্যপারে কিছু বলেছিলেন কিনা। কিন্তু কিছুই পেতাম নাহ। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা, রাসূল(সাঃ) এর মাধ্যমে একদম সাপের মাথার ব্যপারেই সতর্ক করেছিলেন। সুবহানআল্লাহ, এই সেই জ্যোতিষবিজ্ঞান। এটা সুপারন্যাচারাল ম্যাজিকেরই একটা শক্তিশালী শাখা। এই শাখার শেকড় আজকের বিভিন্ন থিওরি আর 'ল এর ব্যপারে বিদ্যা। কাব্বালিস্ট র'যবাইদের কাছে থেকে শুনুন, এটা কিরূপ বিদ্যা! যেখানে সাপের মাথার ব্যপারেই সতর্ক করা হয়েছে সুতরাং এর লেজ কিংবা উদরের ব্যপারে সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন।

নিজের সাথে প্রতারণা করছেন না তো?

বাবিলে গড়ে ওঠা অপজ্ঞানই যখন বর্তমান অপবিজ্ঞানের ভিত্তি, এ কথা ঐতিহাসিক দলীলাদি দ্বারা উপস্থাপন করার পরও কিছু লোক এই শয়তানের আবৃত্ত জ্ঞান দ্বারাই ইসলামকে বিচার করতে চায়।

গ্রিস থেকে অপজ্ঞানের ভাণ্ডার যখন আরবে প্রবেশ করে তখনও কিছু লোক এই

অপজ্ঞান দ্বারা কুরআন সুন্যাহকে ডিফেন্ড করতে চায়। এ ধারার সম্প্রদায় ছিল মূলত দুটি। একদল গ্রিস থেকে আগত জ্ঞানকে সত্য ধরে ইসলাম মান্য করতো, যেটা তাদের আকলে লাগতো না সেটা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করতো। আরেক দল অপজ্ঞান দ্বারা ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতো। বর্তমানেও এরকম লোক আছে।

এরকম মানুষদের মূল সমস্যা হলো তারা অপজ্ঞানকেই সলিড জ্ঞান মনে করছে। তারা মনে করছে এটাই সত্য, এটাই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। এখানেই তাদের সমস্যা। একজন মানুষের মনে যখন বর্তমান সুডোসাইন্সই সত্য- এ কথা স্থাপিত হয়ে যায় তখন ইসলামকে সেই স্থাপনা দ্বারা বিচার করতে চায়। কুরআনের আয়াতের অপব্যখ্যা করে, এসব ব্যাপারে সাহাবাদের(রা) অবস্থানকে উপেক্ষা করে বর্তমান অপজ্ঞানের সাথে খাপ খাওয়ানোর অপচেষ্টা করে। এরা কুরআনের আয়াতের অপব্যখ্যা করছে। মনগড়া ব্যখ্যা। পুরোটাই 'মনগড়া'। এমনকি একজনকে দেখলাম বিবর্তনবাদকেও কুরআন দ্বারা প্রমাণ করতে চাচ্ছে। আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনে এদের আকল নিহত। না হলো কিভাবে তারা কাব্বালাহর সাথে ইসলামকে তুলনা করে?

বাবিলে শয়তানের আবৃত্ত জ্ঞান, কাব্বালাহ। ইয়াহুদীরা শয়তানের আবৃত্ত জ্ঞানের অনুসরণ করলো। যদিও তারা জানতো যে এতে তাদের আখিরাতে ক্ষতি হবে। গ্রিসের দার্শনিকগণ ব্যাবিলন ও মিশর সফর করে অপজ্ঞান আয়ত্ত করে গ্রিসে

ফিরলো। গ্রিস হয়ে উঠলো অপজ্ঞানচর্চার বিদ্যাপীঠ।

পরবর্তীতে গ্রিসের জ্ঞান আরবে স্থানান্তরিত হয়। আরবের কিছু অভাগা এই জ্ঞানের সাথে জড়িয়ে পড়ে। কিছু আলিম গ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এরপরও অপজ্ঞান চর্চা চলতে থাকে। এভাবে আধুনিক অপবিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে তুললো আরবরা। ইউরোপেও একসময় প্রবেশ করলো। পরবর্তীতে তারাই অপজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রেনেসার মাধ্যমে অপবিদ্যার বিস্ফোরণ ঘটে। আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাংক, রাদারফোর্ড, নীলস বোর- এরা সবাই অপজ্ঞানকে সর্বোচ্চ শিখরে ওঠার রাস্তা নির্মাণ করে দেয়। ধীরে ধীরে মানুষ এটাকে সাদরে গ্রহণ করতে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে কাব্বালাহর দর্শনকেই গাণিতিকরূপে উপস্থাপন করা হয়। এমনকি মিচিও কাকু সাহেব ও তার মতো অনেক বিজ্ঞানী তো বলেই ফেললো যে কাব্বালাহ নাকি বর্তমান বিজ্ঞানের থেকেও হাজার বছর এগিয়ে!

<https://www.youtube.com/watch?v=tuKwz0MEawl>

এক ইজরাইলী ফিজিসিস্ট তো বললো কাব্বালাহ আসলে সাইন্স, এটা নাকি জাদু না। এই জ্ঞান নাকি এক্সট্রা ডাইমেনশনাল বিং থেকে এসেছে (যাকে আমরা শয়তান বলে চিনি আরকি)। এখন সবাই নিরলস পরিশ্রম করছে যাতে কাব্বালাহর

কথাগুলোই থিওরী হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। বাহ!

আসলে বিশ্ব সেদিকেই এগোচ্ছে। আইনস্টাইনের cosmic religion, New World Order এর New World Religion, Science of Living অর্থাৎ Quantum Method এসব নামে বাবিলের সেই শয়তানী জ্ঞানকেই মানুষকে গেলানো হচ্ছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানী সাহেবগণ বলতে চাচ্ছেন যে পুরো জগতটাই নাকি সিমুলেশন। যা কোনো বুদ্ধিমান সত্তা কর্তৃক নির্মিত। মিচিও কাকুও এ কথা বলেছিল যে এই জগতের পিছনে বুদ্ধিমান সত্তার হাত আছে।

<https://www.cnsnews.com/news/article/barbara-hollingsworth/string-theory-co-founder-sub-atomic-particles-are-evidence-0>

<https://www.express.co.uk/news/science/742567/PROOF-of-God-real-Michio-Kaku>

ইউটিউব

লিঙ্ক- m.youtube.com/watch?v=q416imssyl4&feature=youtu.be

কাকু ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ সালে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের ডেইলি স্টারকে বলেছে,
 "I have concluded that we are in a world made by rules created by an intelligence. Believe me, everything that we call chance today won't make sense anymore. To me it is clear that we exist in a plan which is governed by rules that were created, shaped by a universal intelligence and not by chance..."

<https://www.express.co.uk/news/science/742567/PR-OOF-of-God-real-Michio-Kaku>

এসব কথা শ্রুতিমধুর হলেও ব্যাপারটা সেরকম না। ওরা এভাবেই মানুষের মাঝে দাজ্জালের কারিশমার ব্যাপারটা প্রবেশ করাতে চাচ্ছে। কেন দাজ্জালের কথা আনলাম? কোয়ান্টাম মেথড অনুযায়ী একজন গুরু আসবে, যিনি সবার নেতা হবে। বেদেও লেখা যে একজন অবতার আসবে, যে কঙ্কি অবতার নামে পরিচিত। বৌদ্ধরাও একজন নেতার অপেক্ষা করছে যে মৈত্রী নামে পরিচিত, যার নেতৃত্বে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পারমাণবিক গবেষণাকেন্দ্র CERN এর সামনে শিবমূর্তিটার কথা মনে আছে? আর CERN এর গবেষনাকারীদের নটরাজের সেই ড্যান্স অফ ডিস্ট্রাকশন?

তিব্বতের বৌদ্ধরা রুদ্র চক্রী নামে এক সত্ত্বার উপাসনা করে। তিব্বতী বুদ্ধিযমের গ্রন্থ "কালোচক্র তন্ত্র" অনুসারে রুদ্র চক্র হল "বিশ্ব রাজ"। সে নাকি এখন জীবিত। কিন্তু লুকায়িত। শেষ জামানায় নাকি সে আগারথা/শাম্বালা নামক এক গোপন স্থান থেকে বের হয়ে আসবে। "বিশ্বরাজ" রুদ্র চক্রীর আবির্ভাবের পরের ঘটনার ব্যাপারে কালোচক্র তন্ত্রের ভাষ্য হলো- বিশ্বরাজ রুদ্রচক্রী আবির্ভূত হবার পর ম্লেচ্ছ ধর্মের অনুসারীদের হত্যা করবে এবং বিশ্ব শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

" ["The Chakravartin (i.e. universal ruler) shall come out at the end of the age, from the city the gods fashioned on Mount Kailasa. He shall smite the barbarians in battle with his own four-division army, on the entire surface of the earth."]

ম্লেচ্ছ কারা? সেটাও কালোচক্রে উল্লেখ আছে। Adam (arda), Nuh (nogha), and Ibrahim (vardht) [are the first three barbarian teachers]; there are also five others :Musa (musa), 'Isa (i\$a), the White-Clad One (tvetavastrin), Muhammad (madhupati), and the Mahdi (mathant), who will be the eighth

<http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Farchiv.ub.uni-heidelberg.de%2Ffojs%2Findex.php%2Fjiabs%2Farti>

[cle%2Fdownload%2F8878%2F2785&date=2012-09-08](#)

আর এসবের রুট কোথায় জানেন? বাবিল শহর। বাবিল থেকে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে বেদ রচনা করে। হিন্দু ধর্মের ফ্লেভারেই গড়ে ওঠে বৌদ্ধধর্ম। যেখানে আধ্যাত্মিকতার চর্চাটা হিন্দুধর্ম থেকে একটু বেশী। কোয়ান্টাম ফিজিক্স তো পুরোটাই বেদের মূলকথার গাণিতিকরূপ। সুতরাং, যেখানে সবকিছুর রুটই যখন বাবিল, সুতরাং বাবিলের অপজ্ঞানের আধুনিক রূপ বর্তমান সুডোসাইন্স যদি দাজ্জালকে আমাদের হিরো হিসেবে উপস্থাপন করতে চায় তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে? এজন্য হলিউড খুব ভালোভাবে কাজ করেছে। আমেরিকায় ইউএফও দেখা যাবার আগে জনগণকে এ সম্পর্কে ব্রেনওয়াশড করতে হলিউড ভূমিকা রেখেছিলো। দাজ্জালের ব্যাপারটিও এরকম। সুপারহিরো মুভিগুলো এরকমই। এদের থর মুভির ক্যারেক্টারদের বেশভূষা দেখে তো মনে হয় স্যাটানিক টেম্পল থেকে আসা।

সুতরাং, আপনারা সাবধান হয়ে যান। আমি যা বলেছি তা মিথ্যা কিছু না। সব দলীলাদি আছে। বেশী বিস্তারিত আমি এই পোস্টে দিইনি। বলতে গেলে শুধু ইশারা দিয়েছি। ধীরে ধীরে সব প্রকাশ করবো আল্লাহ ইচ্ছা করলে।

আপনারা যারা অপজ্ঞানকে সত্যমিথ্যার মানদণ্ড ধরে নিয়েছেন তারা সতর্ক হন। রহমানের আয়াতের সাথে কাব্বালিস্টিক ওয়ার্ল্ডভিউর সাদৃশ্য খুজবেন না। দুটো

দুই মেরুর। একটি আরেকটির শত্রু।

সুতরাং, সাবধান হোন। আপনি কি শয়তানের কথার দ্বারা ইসলামকে
জাস্টিফাই করতে চাচ্ছেন? আপনার ধারণা আছে আপনি কী করছেন?
এভাবে নিজের ধবংস ডেকে আনছেন কেন?

**আমাদের দেশে এই সময়টাতে নাস্তিকদের যেমন প্রভাব
আধিপত্য দেখা যাচ্ছে, সেটা খুব বেশিদিন কিন্তু থাকবে না।**

আমাদের দেশে এই সময়টাতে নাস্তিকদের যেমন প্রভাব আধিপত্য দেখা যাচ্ছে,
সেটা খুব বেশিদিন কিন্তু থাকবে না। বিজ্ঞানে বড়

ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সেটা আজ নয়, বরং প্রায় তিন চার দশক আগে থেকে।

আজ সে পরিবর্তন অনেক দূর গিয়ে গড়িয়েছে।

আমাদের দেশে, পশ্চিমা দেশগুলোতে কোন জিনিস পুরাতন হবার অনেক পরে
নতুনরূপে আবির্ভূত হয়। যেমন ধরুন, ৪জি এদেশে চালু হবার বহু আগেই
পশ্চিমে পুরানো হয়ে গেছে। এখন ওসব দেশে ৫ জি নিয়ে কাজ চলছে।

এরকমভাবে ওদের দেওয়া কোন বিদ্যা, ওদের দেশে রাতারাতি পরিবর্তন সংস্করণ ঘটলেও, এদেশে অনেক দেবীতে হয়। এ কারনে ফিজিক্সে বড় ধরনের পরিবর্তন এলেও এদেশে এখনো ক্লাসিক্যাল ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মেকানিক্স নিয়ে পড়ে আছে। সে হিসেবে এদেশীয় প্রগতিশীল এ্যথিস্টগুলো একধরনের "বলদ"! এরা এখনো বস্তুবাদী চেতনা থেকে নিজেদের বের করতে পারেনি। পশ্চিমা ফিজিসিস্টদের ওয়ার্ল্ডভিউ খোজ নিয়ে দেখুন, কি অবস্থা! ন্যাচারাল ফিলোসফি তথা বিজ্ঞানের একটা অধ্যায়ে বস্তুবাদীতা রাখা হয়েছিল প্রবলেম→রিয়্যাকশ্যন→সল্যুশন এর দিকে নেওয়ার জন্য। সল্যুশন=প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ান এস্ট্রোথিওলজিক্যাল প্যাগান মিস্টিসিজম। এজন্যই রিডাকশনিজমের এজ এর বিদায় এবং আইডিয়ালিজমের উত্থান। এসব হেগেলিয়ান আর্কিটেক্ট, অকাল্ট মিস্ট্রি স্কুল চালুর জন্যই কিছুদিন বস্তুবাদের ফাদ ছিল। বস্তুবাদে উদ্ভূত সমস্যাই অবস্তুবাদি মনের চেতনার দিকে ফিজিক্সকে হাটায়। চমৎকার কৌশল। দুইটাই শয়তানের ফাদ।

জ্বি, নিকট ভবিষ্যতে এদেশে নাস্তিকদের দৌরাহ্ম্য হঠাৎ কমে যাবে। টেসলার কথাকে সত্য হতে দেখবেন, সবাইকে কেমন যেন স্পিরিচুয়াল হতে দেখবেন। সব বিজ্ঞানমনস্কদের দেখবেন বারুচ স্পিনোজার গডের মুরিদ। কেউ দেখবেন লালন হয়ে গেছে, কেউ বা গাজার চেয়েও বড় ক্ষমতার কোন সস্তা সাইকাদেলিক নিয়ে পড়ে থাকবে। কেউ বা কোয়ান্টাম ম্যাথডে ও ইস্কনে। সায়েন্স ও স্পিরিচুয়ালিটির গ্লোবাল রিকগ্নিশনে তাগুত শাসক বেশ খুশি হবে, এখনিতো ক্লাস এইটের বইতে

লালনের মানবধর্ম পড়ানো হয়। আজই একদল বিজ্ঞানমনাকে মানবধর্ম, স্পিরিচুয়াল ডেইস্ট, নিহিলিস্ট টাইটেল নিয়ে গর্বের সাথে ঘুরতে দেখবেন। আগে বলত ঈশ্বর বলে কিছু নেই, তখন বলবে আমি, তুমি যা দেখা যায় সবই ঈশ্বর। উই আর গডস। এ মহাবিশ্ব হচ্ছে ইউনিভারসাল কালেক্টিভ কনসাসনেস, আ ম্যাসিভ মাইন্ড, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের সাথে গলা মিলিয়ে বলবে দিস মাইন্ড ইজ দ্যা মেইট্রিক্স অব অল ম্যাটার।

তখন মোডারেট মোজলেমরা কি বলবে খুব জানতে হচ্ছে করে। হয়ত নতুন ভাবে কম্প্যাটিবিলিটির জন্য দু'দিকের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যাখ্যায় আপডেট করা হবে। একদল ভাববে, নাহ রিডাকশনিজমই ভাল ছিল। অনেক কিছুই ইসলামিক চিন্তাধারার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যেত। ইন্ডিটারমিনিস্টিক ননডুয়ালিটির আকিদা একদমই আল্লাহর সাথে খোলাখুলি বিদ্রোহ, কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়!?

ততদিনে পাশ্চাত্যে ফিজিসিস্টদের দ্বারা কাব্বালার ট্রি অব লাইফ এবং অন্যান্য অকাল্ট এমব্লেমগুলো সমহিমায় চলে আসবে (ইতোমধ্যে এসে গেছে)। সবাই বলবে প্রাচীন বিজ্ঞানী - দার্শনিকরা সত্যটাই জানত। ম্যাজিক্যাল মেকানিক্স গুলোকে এরপরে টেকনোলজিতে ইমপ্লাই করা হবে। তৈরি হবে পার্টিচুয়াল মোশন মেশিন, ব্রিল ফ্রি এনার্জি মেশিন, জিরো পয়েন্ট এনার্জি, নিউট্রিনো, অর্গন পাওয়ার, পিরামিড এনার্জি জেনারেটর, ইন্ড্রের অলংকারের (ইন্ড্রজাল) অফুরন্ত ডার্ক

এনার্জি! এখন এসব নিয়ে পশ্চিমে ডেমো চলছে। ভিঞ্চি বহু আগে এরই একটা অংশ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে গেছেন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার গুলো একদমই অকাল্ট ফিজিক্সের নীতিতে দিব্যি চলছে। ম্যাজিক্যাল প্রিন্সিপ্যাল এবার টেকনোলোজিতে। সেদিন এক পদার্থবিদকে দরদি কঠে বলতে শুনি, "আজ অনেক মানুষ জীবনে শুধু খাদ্য, শক্তির (জ্বালানি) অন্বেষণে জীবন ব্যয় করছে, আমাদের এই ফিজিক্সের তত্ত্বটি হয়ত জগতের চাবি বাতলে দেবে, তখন নতুন ধরনের প্রযুক্তি ও দর্শনের উন্মেষ ঘটবে এ তত্ত্বকে কেন্দ্র করে"।

তার বক্তব্যটা দেখানোর আগেই অফিশিয়াল ডকুমেন্টারিতে ব্যাবিলনিয়ান - ইজিপশিয়ান যাদুবিদ্যাকেন্দ্রিক তাৎপর্যপূর্ণ প্যাটার্ন এর সাথে কাব্বালার ট্রি অব লাইফকেও দেখাচ্ছিল। মনে মনে বলি, আচ্ছা, এই তো সেই হারানো রাজ্যের চাবি। আদম(আ) হাওয়া(আ) কেও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেদিন ওদেরকে বলি, তোমরা নোবেল লাভের জন্য রেডি হও....।

মাঝেমধ্যে ওদের শয়তানি কাজে প্রগ্রেস জানতে চাই, অমুক বিষয়টা সংযুক্ত করো, ওটার উপর গুরুত্ব দাও ইত্যাদি বিশেষ বলি (সংগত কারনে), ওরা উলটো খুব খুশি হয়ে কৃতজ্ঞতা জানায় বেশ আন্তরিকতার সাথে। ওরা যা করতে চায় এবং বলতে চায় সেসব তো আল্লাহর ইচ্ছায় অল্প হলেও বুঝি....মা'আযাল্লাহ।

এগুলো তো সায়েন্স তাই না???

হ্যা, কাব্বালা সায়েন্স। র্‌যাবাইয়ের ভাষায়, এগুলো যাদু না, এটা ভুল ধারণা। জ্বি অনেক ম্যাথ আছে হোয়াইট বোর্ড ভর্তি। অনেক থিওরি...। ওয়েভ মেকানিক্সের মাধ্যমে হামেটিক ফিলসফি আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এবার এটাও। হোক সেগুলোর জন্ম বাবেলে। আমাদের উচিৎ হিউম্যানিটির প্রগ্রেসের কথা ভেবে, সবসময় ভালটা গ্রহন করা।

শয়তান থেকে আসুক তাতে কি, জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভাল। ওদেরকে শয়তান শব্দ বলে অবজ্ঞা করা ঠিক না, তারা হচ্ছেন এ্যাসেভেড মাস্টার। আওয়ার হায়ার সেল্ফ। আর একচোখ বিশিষ্ট গুরুজিও আসছেন দুনিয়ার প্রগতি আর মানব উৎকর্ষকে সমুদ্রে নেওয়ার জন্য। কুরআনেও কোথাও তার বিরোধী হবার কথা নেই।

এসবে যারাই বিরোধিতা করবে তারা, উগ্রবাদী, বর্বর, অশিক্ষিত, মুর্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, উন্নয়ন ও প্রগতিবিরোধী সন্ত্রাসী জঙ্গী। কে বলেছে, কাব্বালার বিশেষ (বি)জ্ঞান হারাম। আপনি কুরআন কি বোঝেন, অমুক অমুক আয়াতে দেখেন সাজারাতুল খুলদের ব্যপারে আছে। এর জাহেরি অর্থ নিলে ভুল হবে বাতেনি অর্থ বুঝতে হবে। অমুক আয়াতের অমুক শব্দের বুৎপত্তিগত ধাতু এসেছে অমুক থেকে, অমুক থেকে অমুক..

অতএব কিছু মূর্থ খারেজি ছাগল যদি বলে এসব হারাম, মানা যাপে না। ওদের কে

ধরিয়ে দিন।

এজন্যই আমি একদম গোড়া থেকে শুরু করেছিলাম- **The occult origins of mainstream physics and astronomy**। নব্য মু'তামিল

চিন্তাধারা চলে আসায় আমরা সব কিছুকেই বিজ্ঞান বানিয়ে নিয়েছি। এজন্য দার্শনিক সায়েন্টিস্টদের শয়তানি কথাগুলোকে আমরা কুরআন হাদিস দ্বারা যাস্টিফাই করতে পিছপা হচ্ছি। ওদেরকে যে কি বানিয়ে নিয়েছি...! ইসলামিক লেকচারে পর্যন্ত আইনস্টাইনের শয়তানি কথাকে যোগ করা হচ্ছে বক্তব্যকে খুব গ্রহণযোগ্য, স্মার্ট করার জন্য, ইম্মা লিল্লাহ!

উপসংহার:

আলহামদুলিল্লাহ। ৪র্থ খন্ড আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। এটা যেহেতু সংকলিত। তাই বিভিন্ন ভাইয়ের লিখা এখানে আছে। আপনারা অবশ্যই সকল লেখকের জন্য দোআ করবেন। আর কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

এই পিডিএফ টির মূল আকর্ষণ ছিল দাজ্জালি ধর্ম তথা মানব ধর্ম বা ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজন।

সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, আপনাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দেয়ার। জানি না কতটুকু পেরেছি।

বিনিময় আশা করি একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তালাই উত্তম বিনিময় দাতা।

দোয়ার দরখাস্ত।

-সমাপ্ত-